



(শামায়েলে তিরমিযী)

ইমাম আবু ইসা আত-তিরমিযী (র)

ইমাম আবু ইসা আত-তিরমিযী (র)
শামাইলুন নাবিয়্যা (সা)
(শামায়েলে তিরমিযী)

অনুবাদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ আহমদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ইমাম আবু ইসা আত-তিরমিযী (র)

শামাইলুন নাবিয়ী (সা)

প্রকাশনায়

এ. কে. এম. নাজির আহম্মদ

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস

ঢাকা-১০০০



সর্বস্বত্ব বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

জুমাদাস সানী ১৪১৯

কার্তিক ১৪০৫

নভেম্বর ১৯৯৮

কম্পিউটার কম্পোজ

যমুনা কম্পিউটারস

টিপু সুলতান রোড, ঢাকা।

প্রচ্ছদ

গোলাম মাওলা

দিশারী কালার মিডিয়া

ফোন : ৯৬৬৯৬০৭

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২২৭

বিনিময় : এক শত টাকা মাত্র

Samailun-Nabiye (sm), Translated by Muhammad Syeed Ahmad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka 1000. Price Tk. 100.00 only.

প্রসঙ্গ কথা

আলহামদু লিল্লাহ। ইমাম তিরমিযী (র) রচিত দ্বিতীয় অনবদ্য গ্রন্থ “শামাইলুন নাবিয়্যা (সা)”-এর মূল আরবীসহ বাংলা অনুবাদ পাঠকদের সামনে পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দ অনুভব করছি। গ্রন্থখানিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠন ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আচার-অভ্যাস, লেন-দেন, আর্থিক অবস্থা, পোশাকাদি, সর্বসাধারণের সাথে তাঁর অবাধ মেলামেলা, তাদের শোক-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, হাস্য-রসিকতা, বিলাসিতা পরিহার, দারিদ্র্যের মত জীবন যাপন ইত্যাদি বহু বিষয়ের হাদীস ভিত্তিক বিবরণ পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থখানি পাঠে ঈমানদার বান্দাগণ আবেগাপ্ত না হয়ে পারবেন না, গভীর উপলব্ধি নিয়ে পাঠ করলে অনিচ্ছায় চোখে পানি এসে যাবে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনীর ছোয়ায় এবং হাসি এসে যাবে তাঁর রসিকতায়। রাতের পর রাত তাঁর উপবাসের বিবরণ পড়ে মনটি দুঃখ-ভরাক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই পাঠকদের নিকট আবেদন তাঁরা যেন গ্রন্থখানি বাধ্যতা-মূলকভাবে অধ্যয়ন করেন।

গ্রন্থখানির কোন কোন হাদীসের শেষে একটি বিশেষ নম্বর আছে (যেমন ১৭৯৯)। তার অর্থ হল : জামে আত-তিরমিযী গ্রন্থে উক্ত ক্রমিকেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। শব্দসংক্ষেপের জন্য তিরমিযীর ভূমিকায় শব্দসংক্ষেপ দেখা যেতে পারে।

আল্লাহ পাক এ গ্রন্থখানির মাধ্যমে আমাদেরকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-অভ্যাস ও ব্যবহার অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ মুসা

গ্রাম : শৌলা

পোঃ কালাইয়া

জিলা : পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়া বা আকার-আকৃতি । ৯
২. মুহুরে নবুয়াত । ১৯
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের বর্ণনা । ২৪
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশবিন্যাস সম্পর্কে । ২৭
৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে । ২৯
৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেঁযাব ব্যবহার সম্পর্কে । ৩২
৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরমা ব্যবহার । ৩৪
৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক । ৩৬
৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে । ৪২
১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোযা । ৪৩
১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছুতার বর্ণনা । ৪৪
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির বর্ণনা । ৪৭
১৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন । ৫১
১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা । ৫৪
১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লৌহবর্মের বর্ণনা । ৫৬
১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরত্বাণের বর্ণনা । ৫৭
১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ীর বর্ণনা । ৫৯
১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুৎগির বর্ণনা । ৬০
১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদব্রজে হাঁটাচলা সম্পর্কে । ৬২
২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাখায় কাপড়ের টুকরা ব্যবহার সম্পর্কে । ৬৪

২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপবেশন ॥ ৬৪
২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেলান দিয়ে বসা সম্পর্কে ॥ ৬৫
২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বালিশ ছাড়া অন্য কিছুতে হেলান দেয়া সম্পর্কে ॥ ৬৭
২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহারের নিয়ম-কানুন ॥ ৬৯
২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুটি সম্পর্কে ॥ ৭০
২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরকারী (সালুন) সম্পর্কে ॥ ৭৪
২৭. খাওয়ার আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উয়ূর বর্ণনা ॥ ৮৯
২৮. খাওয়ার আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দোয়া পড়তেন ॥ ৯১
২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিয়ালো ॥ ৯৪
৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ফলমূল খেয়েছেন ॥ ৯৫
৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানীয় কত্ত সম্পর্কে ॥ ৯৮
৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করার নিয়ম সম্পর্কে ॥ ১০০
৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে ॥ ১০৩
৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাক্যলাপের ধরন ॥ ১০৬
৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি প্রসঙ্গ ॥ ১০৮
৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিকতা ॥ ১১৫
৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তায় ব্যবহৃত কবিতামালা ॥ ১১৮
৩৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈশ আলাপ প্রসঙ্গে ॥ ১২৪
৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানো সম্পর্কে ॥ ১২৯
৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত-বন্দেগী ॥ ১৩২
৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাশতের নামায ॥ ১৪৭

৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে নফল নামায
পড়া সম্পর্কে ॥ ১৫১
৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা ॥ ১৫১
৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত
(কুরআন তিলাওয়াত) ॥ ১৬০
৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নাকাটি প্রসঙ্গে ॥ ১৬৩
৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ॥ ১৬৭
৪৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়-নব্রতা ॥ ১৬৮
৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ॥ ১৭৯
৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাশীলতা ॥ ১৮৯
৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তমোক্ষণ প্রসঙ্গে ॥ ১৯০
৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাযসমূহ সম্পর্কে ॥ ১৯২
৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে ॥ ১৯৪
৫৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ॥ ২০২
৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকাল ॥ ২০৫
৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস সম্পর্কে ॥ ২১৬
৫৬. স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ ॥ ২২০

[आट]

शब्दसंक्षेप

अनु.=अनुवादक

(आ)=आलाइहिस सालाम

आ=मुसनादे आहूमाद

ई=सुनान ईबने माज्जा

कू=दारू कुतनी

दा=सुनान आबू दाउद

दार=सुनानूद दारिगी

ना=सुनान नससई

बा=बायहकीर सुनानुल कुबरा

बू=सहीह आल-बुखारी

मु=मुওয়াसा इमाम मालिक

मु=सहीह मुसलिम

(र)=रहमातुल्लाह आलाइहि/राहिमातुल्लाह आलाइहि

(रा)=रादियातुल्लाह अल्लह/आनह/आनहमा/आनहम

सम्पा.=सम्पादक

(सा)=साद्वाल्लाह आलाइहि गयासालाम

हा=आल-मुसतादराक हाकेम नीशापूरी ।

আশ-শায়খ আল-হাফেজ ইমাম আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবনে ইসা ইবনে সাওরা
আত-তিরমিধী (র) বলেন :

অনুবাদ : ১ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হালিয়া বা আকার-আকৃতি
 ১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا
 مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ
 أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطُّوَيْلِ الْبَائِنِ وَلَا
 بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا
 بِالْمَسْبُطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ
 وَبِالْمَدِينَةَ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي
 رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম অতি লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি
 খবখবে সাদাও ছিলেন না, আবার বেশী অমাটে বর্ণও ছিলেন না। তাঁর
 মাথার চুল একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না।
 চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুয়াত দান করেন। অতঃপর
 তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ তাঁকে
 ষাট বছরের মাথায় ওফাত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়ির বিশটি
 চুলও সাদা হয়নি (বু, মু, না) ১০

১. ইতিহাস ও হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, তিনি মক্কায় নবুয়াত প্রাপ্তির পর তের বছর
 অবস্থানশেষে মদীনায় হিজরত করেন। অথচ এখানে মক্কায় অবস্থানকাল দশ বছর বলা
 হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি তেঁষটি বছর জীবিত ছিলেন, অথচ এখানে বলা হয়েছে ষাট
 বছর। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের ভগ্ন
 সংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার নিকট ৯৫ অথবা ১০৫ টাকা
 পাওনা আছে। উভয় অবস্থায় আপনি বলেন, অমুক আমার নিকট শ'খানেক টাকা পাবে।
 এখানেও অনুরূপ বলা হয়েছে (অনু.)।

٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ
 الثَّقَلِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِعَةً
 وَلَيْسَ بِالطَّرِيقِ وَلَا بِالْقَصِيرِ حَسَنَ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ
 وَلَا سَبْطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنُ إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ .

২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের গড়ন ছিল-মধ্যম আকৃতির, দীর্ঘকায়ও নয় এবং খর্বকায়ও নয়। তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর মাথার চুল খুব কোঁকড়ানোও ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর গায়ের রং ছিল বাদামী। তিনি চম্বাকালে সামনের দিকে ঝুঁকে হাটতেন (১৬৯৮)।

٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يَعْنِي الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ
 يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدًا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ
 عَظِيمُ الْجُمَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ
 أَحْسَنَ مِنْهُ .

৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতিসম্পন্ন। তাঁর উভয় বাহমূলের মধ্যবর্তী স্থান কিছুটা অধিক প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার বাবরি চুল তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাঁর পরনে ছিল কারুকার্যময় লাল রঙের চাদর ও লুঙ্গি। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখিনি।

٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لَمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

أَحْسَنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ شَعَرَ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدٌ مَا بَيْنَ
الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ .

৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুদর্শন আমি আর কোন বাবরি চুলবিশিষ্ট লোক দেখিনি। তার বাবরি চুল তাঁর দুই কাঁধের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত। তিনি না খর্ষাকৃতির ছিলেন আর না দীর্ঘাকৃতির (বু, সু, দা, না, ই) (১৬৬৯)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا
الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعَمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ شَنَّ
الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمُ الرَّأْسِ ضَخْمُ الْكَرَادِيْسِ طَوِيلُ الْمَسْرِيَةِ
إِذَا مَشَى تَكْفًا تَكْفِيًّا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ
مِثْلَهُ ﷺ .

৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না লম্বা ছিলেন আর না বেঁটে ছিলেন। তাঁর উভয় হাত ও উভয় পা ছিল মাংসল, মাথা ও হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল স্থূল ও মজবুত। তাঁর বুক থেকে নাতি পর্যন্ত কুরকুরে পশমের রেখা ছিল। চলার সময় তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে হাটতেন, যেন তিনি উপর থেকে নীচের দিকে অবতরণ করছেন। আমি জঁর আগে কিংবা তাঁর পরে আর কমউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি। তাঁর উপর আদ্বাহর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক (নাসাই)।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা আল-মাসউদী (র) থেকে এই সম্মদে উপরোক্ত অর্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ مِنْ قَصْرِ
 الْأَخْنَفِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
 عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ حَدَّثَنِي
 ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا
 وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْمَمْغُطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُرْتَدِّ
 وَكَانَ رِبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبُطِ كَانَ
 جَعْدًا رَجُلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلَّثِمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ
 تَدْوِيرٌ أبيضٌ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمَشَاشِ
 وَالْكَتْدُ أَجْرَدُ ذُو مَسْرِيَّةٍ شَنَّ الْكَفَيْنِ وَأَقْدَمِينَ إِذَا مَشَى تَقْلَعُ
 كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ وَإِذَا التَفَّتْ أَلْتَفَّتْ مَعًا بَيْنَ كَتْفَيْهِ خَاتَمُ
 النَّبِيَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً
 وَالْيَنَّهُمْ عَرِيكَةٌ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةٌ مَنْ رَأَاهُ بِدَيْهَةٍ هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ
 مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعَتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

৬। আলী (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া
 (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামের হলিয়ার (দৈহিক গঠনাকৃতির) বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেনঃ
 তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অত্যন্ত বেঁটেও ছিলেন না, বরং
 লোকদের মাঝে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ অত্যধিক
 কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না, বরং কিছুটা
 কোঁকড়ানো ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন না, তাঁর মুশাববয় সম্পূর্ণ
 গোলাকার ছিল না, বরং কিছুটা গোলাকার ছিল। তিনি ছিলেন সাদা-লাল

মিশ্রিত গৌরবর্ণের এবং লম্বা ক্রমযুক্ত কালো চোখের অধিকারী। তাঁর হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল মজবুত, বাঁহু ছিল মাংসল। তাঁর দেহে কোন লোম ছিল না, তবে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত হালকা লোমের একটি রেখা ছিল। তাঁর হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে পুরু। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন, যেন তিনি উপর থেকে नीচে সমতলে অবতরণ করছেন। তিনি কারো দিকে ফিরে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে তাকাতেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নব্ব্বাতের মোহর। তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যীন (নবীগণের মোহর বা তাদের আগমন ধারার পরিসমাপ্তিকারী)। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও দানশীল, বাক্যালাপে সত্যবাদী, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং বন্ধু-বান্ধব ও সহোচরদের সাথে সম্মানের সাথে বসবাসকারী। যে কেউ তাঁকে প্রথমবারের মত দেখেই প্রভাবান্বিত হত। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মিশত এবং তাঁর সম্পর্কে অবহিত হত সে তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যেত। তাঁর প্রশংসাকারী বলত, তাঁর আগে বা পড়ে আমি কাউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি। তাঁর উপর আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

৭- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ أَمْلَاءُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ حَدِيَجَةَ يُكْنَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالَي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا عَن حَلِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يُصِفَ لِي شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَاكُ وَجْهَهُ تَلَاكُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمَشْدَبِ عَظِيمِ الْهَامَةِ رَجُلٌ الشَّعْرُ أَنْ تَفَرَّقَتْ عَقِيْقَتُهُ فَرَقَ وَالْأَفْلَاقُ لَا يُجَاوِزُ شَعْرَهُ شَحْمَةٌ أُذُنِيهِ إِذَا هُوَ وَقَرَهُ أَزْهَرَ اللَّوْنِ وَأَسْعَ الْجَمِيْنِ أَنْجُ الْحَوَاجِبِ سَوَابِعُ مِنْ غَيْرِ قَرْنِ

بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يَدْرُهُ الْغَضَبُ أَقْنَى الْعَرَيْنِ لَهُ نُورٌ يعلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ
 لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشْمٌ كَثُ اللَّحِيَةِ سَهْلَ الْحَدَيْنِ ضَلِيعَ الْفَمِ مُفْلَجَ الْأَسْنَانِ
 دَقِيقَ الْمَسْرُوبَةِ كَانَ عُنُقُهُ جِيدُ دُمِيَّةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلَ
 الْحَلْقِ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ سِوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ عَرِيضُ الصَّدْرِ بَعِيدَ مَا
 بَيْنَ مَنْكِبَيْنِ ضَخْمٌ الْهَكَرَادَيْسِ أَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولٌ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ
 وَالسَّرَةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَالْحَاطِطِ عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ
 أَشْعَرُ الذَّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالَى الصَّدْرِ طَوِيلُ الزَّنْدَيْنِ رَحْبُ
 الرَّاحَةِ شَنْ الْكُفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ شَابِلُ الْأَطْرَافِ أَوْ قَالَ شَائِلُ الْأَطْرَافِ
 خُمْصَانُ الْأَخْمَصَيْنِ مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ إِذَا زَالَ زَالَ
 قَلْعًا يَخْطُو تَكْفِيًا وَيَمْشِي هَوْنًا ذَرِيعُ الْمَشِيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا
 يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَإِذَا التَّفَتَ التَّفَتَ جَمِيعًا خَافِضُ الطَّرْفِ نَظْرُهُ
 إِلَى الْأَرْضِ أَكْثَرُ مَنْ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ يَسُوقُ
 أَصْحَابَهُ يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ .

৭। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার শ্বশুর হিন্দ ইবনে আবু হালা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তিনি আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করবেন এবং আমি তা স্মৃতিপটে অংকিত করে রাখব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে মহৎ ছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টিতেও বিশেষ মর্যাদাবান

বিবেচিত হতেন। তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মধ্যমাকৃতির লোকের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘাকৃতির এবং দীর্ঘকায় লোকের চেয়ে কিছুটা কম লম্বা ছিলেন। তাঁর মাথা মানানসই বড় ও চুল স্বল্প কুঞ্চিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে চুলে সিঁথি প্রকাশ পেলে রেখে দিতেন, অন্যথায় (কষ্টকল্প করে) সিঁথি কাটতেন না। চুল বড় হয়ে গেলে তা কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে যেত। গায়ের রং অতিশয় সুন্দর, প্রশস্ত রূপাল ও জ্র-যুগল কিঞ্চিৎ বক্র ও ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। জ্র দু'টি সম্মিলিত ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। দুই জ্রর মাঝখানে একটি রগ ছিল, যা রাগের সময় স্ফীত হত। তাঁর নাক তীক্ষ্ণ ও উন্নত ছিল এবং তাতে নুর চমকাত। হঠাৎ দেখলে তাঁকে বড় নাকবিশিষ্ট মনে হত। ভালোরূপে তাকালে অবশ্য বুঝা যেত-যে, তা মানানসই উঁচু। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন ও ভরপুর, গাল দু'টি স্বল্প মাংসল ও মসৃণ, মুখ বিবর পরিমিত প্রশস্ত। দন্তরাজি চিকম ও উজ্জ্বল, সামনের দাঁত দু'টির মাঝখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিল। গর্দান ও কণ্ঠদেশ কিছুটা লম্বা ঝকঝকে সৌন্দর্য চিত্রের ন্যায় সুন্দর-সুঠাম ছিল। তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের। তাঁর দেহ ছিল মাংসল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুসম। পেট ও বক্ষদেশ ছিল সমতল কিন্তু প্রশস্ত দুই বাহুর মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিগুলো স্থূল ও দৃঢ়। অনাবৃত হলে তাঁর দেহ উজ্জ্বল ও চমৎকার দেখা যেত। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত একটি লোমের সারি রেখার ন্যায় লক্ষ্যমান ছিল। এছাড়া বকের দুই পাশ ও পেট লোমশূন্য ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ ও বকের উপরিভাগে লোম ছিল। কনুই থেকে হাতের নিম্নভাগ পর্যন্ত মানানসই দীর্ঘ, হাত দু'টি প্রশস্ত, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ছিল মাংসল। হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল পরিমিত দীর্ঘ। পায়ের ভালু কিঞ্চিৎ গভীর ও পায়ের পাতাদ্বয় ছিল মসৃণ। ফলে তাতে পানি জমত না, বরং গড়িয়ে পড়ে যেত। তিনি যখন পথ চলতেন সজোরে পা তুলে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাটতেন, মাটিতে পা ফেলতেন মৃদুভাবে, হাটতেন পাতলা পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে। হাটার সময় মনে হত যেন তিনি কোন উচ্চ স্থান থেকে অবতরণ করছেন। যখন কারো প্রতি তাকাতে

সর্বশরীর ফিরিয়ে তাকাতেন। প্রায়ই নতদৃষ্টি থাকতেন। আসমানের চাইতে যমিনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকত। স্বভাবত তিনি লাজুকতার দরুণ কারো প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। পথ চলার সময় সংগীদের আগে দিতেন (এবং নিজে পেছনে থাকতেন)। কারো সাথে সাক্ষাত হলে তিনিই আগে সালাম দিতেন।

৪- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مِنْهُوسَ الْعَقَبِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسَمَاقٍ مَا ضَلِيعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ قُلْتُ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شِقِّ الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مِنْهُوسُ الْعَقَبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقَبِ .

৮। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ বিবর ছিল কিছুটা প্রশস্ত। চোখের শুভ্রতার মধ্যে রক্তিম রেখাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যেত, তাঁর পায়ের গোড়ালী (হালকা ও) কম গোশতবিশিষ্ট ছিল।

৯- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَثْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثِ

يَعْنَى بَنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ اضْحِيَّانَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلَتْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ .

৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জোসনাময়ী রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালাম। তিনি লাল চাদর ও লুংগি পরিহিত ছিলেন। আমি

একবার তাঁর প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাত্ছিলাম। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন চাঁদের তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল।

১০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ أَكَانَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ السِّيفِ قَالَ لَا مِثْلَ الْقَمَرِ .

১০। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল-বারাআ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা (মুখমণ্ডল) কি তরবারির ন্যায় (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন, না, বরং চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল (র)।

১১- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أبيضَ كَأَمَّا صَيْغٌ مِنْ فِضَّةٍ رَجُلِ الشَّعْرِ .

১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন গৌর বর্ণের, যেন রূপা গলিয়ে গড়া এক দেহকান্তি। তাঁর কেশরাজি ছিল ঈষৎ ঢেউ খেলানো।

১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَرَضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْءَةٍ وَرَأَيْتُ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ

مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبِكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكِرِيمَةَ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دَحِيَّةً .

১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মিরাজের রাতে) আমার সামনে পূর্ববর্তী নবীগণকে উপস্থিত করা হয়েছিল। আমি মূসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম, তিনি ছিলেন (ইয়ামনের) শানুআহ গোত্রের লোকদের ন্যায় হালকা-পাতলা গড়নের। আমি মরিয়ম-তনয় দীসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসউদের চেহারার সাথে তাঁর চেহারার বেশ মিল আছে। আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে তোমাদের এ সংগীর সাথে তাঁর চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখলাম। আমার দেখা লোকদের মধ্যে দিহ্বা কালবীর চেহারার সাথে তাঁর অধিক সামঞ্জস্য রয়েছে।

۱۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا بَقِيَ عَلَيَّ وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَأَهُ غَيْرِي قُلْتُ صِفْهُ لِي قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقْصِدًا .

১৩। সাঈদ আল-জুরাইরী (র) বলেন, আমি আবুত তুফাইল (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাদের মধ্যে কেবল আমিই অবশিষ্ট আছি। আমি (সাঈদ) তাকে বললাম, আমাকে তাঁর দেহাবয়বের কিছু বর্ণনা দিন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন শৌর বর্ণের, অতিশয় সুন্দর রক্তিমাত, মধ্যম গড়নের সুগঠিত দেহকান্তির অধিকারী।

১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
الْحُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَابِتِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ
اِبْرَاهِيمَ بْنِ اِخْنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ
عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِفْلَجَ الشَّيْطَانِ اِذَا تَكَلَّمَ
رَأَى كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَائِيَاهُ .

১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁতগুলোর মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল, পরস্পর একেবারে মিলিত ছিল না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন মনে হত তাঁর সামনের দাঁতগুলোর মধ্য থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ২

মুহরে নব্বুয়াত।

১৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِنْتُ خَالَتِي
اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ اِبْنَ اُخْتِي وَجِعَ فَمَسَحَ
بِرَاسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ فَقُمْتُ خَلْفَ
ظَهْرِهِ فَظَنَرْتُ اِلَى اِلْحَاتِمِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ فَاِذَا هُوَ مِثْلُ زُرِّ اَلْحِجَلَةِ .

১৫। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ বোনপুত্র অসুস্থ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলাল, আমার জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করেন এবং তিনি উষু করলে আমি তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করি। অতঃপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে তাঁর উভয় কঁধের

মাঝামাঝি স্থানে মোহরে নব্বয়ত দেখতে পাই। তা ছিল ছপ্পরখাটের বোতাম সদৃশ (বু, যু, না)।

১৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

جَابِرٍ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي الَّذِي بَيْنَ كَتْفَيْهِ غَدَةً حُمْرَاءُ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ .

১৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায় কবুতরের ডিমের মত লাল মাংসপিণ্ড আকারে মোহরে নব্বয়ত ছিল (যু)।

১৭- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ جَدِّهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَوْا أَشَاءُ أَنْ أَقْبَلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتْفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ .

১৭। রুমাইসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকট থেকে তাঁকে সাদ ইবনে মুআয (রা) সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, ইচ্ছা করলে আমি তাঁর দুই কাঁধের মধ্যস্থিত মুহুরে নব্বয়ত চুমা দিতে পারতাম : তার মৃত্যুতে দয়াময় আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়েছিল।

১৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ

قَالُوا أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَدِّدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ وَقَالَ بَيْنَ كَتْفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ .

১৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবলক্কের বর্ণনা দিতেন... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এও বলেন, তাঁর দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মাহরে নবুয়াত ছিল এবং তিনিই সর্বশেষ নবী।

১৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ابْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَكْطَبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا زَيْدٍ أَدْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهْرِي فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْحَتَمِ قُلْتُ وَمَا الْحَتَمُ قَالَ شِعْرَاتُ مُجْتَمِعَاتٍ .

১৯। উমার ইবনে আখতাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আবু যায়েদ! আমার নিকটে এসো এবং আমার পিঠ মলে দাও। আমি তাঁর পিঠে হাত বুলালাম। আমার আংগুলগুলো মুহুরে নবুয়াতের উপর পড়লো। অধঃস্তন রাবী ইলবা বলেন, আমি আবু যায়েদ (রা)-কে বললাম, মুহুরে নবুয়াত কি? তিনি বলেন, একগুচ্ছ লোমের সমষ্টি।

২০ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثِ الْخَزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ جَاءَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطْبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا فَقَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ فَقَالَ اِرْفَعْهَا فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ فَرَفَعَهَا فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ

فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا يَا سَلْمَانَ فَقَالَ هَدِيَّةٌ
 لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أُبْسُطُوا ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْحَتَامِ عَلَى
 ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَازَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 بِكَذَا وَكَذَا دَرْهَمًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخِيلًا فَيَعْمَلُ سَلْمَانُ فِيهِ
 حَتَّى تُطْعَمَ فَغْرِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ الْأَنْخَلَةَ وَاحِدَةً عَزَسَهَا
 عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمَلْ نَخْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا غَرَسْتُهَا
 فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهِ .

২০। বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন সালমান ফারসী (রা) তাজা খেজুরে পূর্ণ একটি খাঞ্চা নিয়ে তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে সালমান! এসব কিসের খেজুর? সালমান (রা) বলেন, এগুলো আপনার ও আপনার সাহাবীগণের জন্য সদাকা এনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এগুলো তুলে নাও, আমরা সদাকা ভোগ করি না। অতএব সালমান (রা) তা তুলে নিয়ে গেলেন। পরদিন আবার তিনি অনুরূপ খাঞ্চা নিয়ে হাজির হন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখেন। তিনি বলেন : হে সালমান! এগুলো কিসের খেজুর? তিনি বলেন, আপনার জন্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন : হাত বাড়াও। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠদেশে মুহুরে নবুয়াত দর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। সালমান (রা) এক ইহুদীর গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত এত দিরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন এই শর্তে যে, সালমান (রা) তাঁর জন্য একটি খেজুর বাগান রচনা করে

দিবেন এবং তা ফলবান হওয়া পর্যন্ত তার যত্ন করতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই গাছগুলো রোপন করেন। একটিমাত্র গাছ রোপন করেছিলেন উমার (রা)। সে বছরই একটি গাছ ব্যতীত বাগানের সব গাছে ফল ধরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এ গাছটির কি হল? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ গাছটি আমি রোপন করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছটি তুলে ফেলে তা আবার নিজ হাতে রোপন করেন। অতএব সে বছরই গাছটিতে ফল ধরে।

২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدُّورِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي خَاتَمَ النَّبُوَّةِ فَقَالَ كَانَ فِي ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ .

২১। আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে মুহুরে নব্বয়্যাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি বলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এক টুকরা সুটোল মাংসপিণ্ড।

২২- حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَرْجِسَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجَمْعِ حَوْلَهَا خَيْلَانٌ كَأَنَّهَا ثَالِثُ لَيْلٍ فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَلَكَ فَقَالَ

الْقَوْمِ اسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) .

২২। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি তাঁর পেছনে এভাবে ঘুরতে লাগলাম (রাবী ঘুরে দেখালেন)। তিনি আমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তাঁর পিঠের চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে হাতের মুঠোর মত মুহুরে নব্বয়্যাত দেখলাম, যার চারপাশে ছিল ছোট ছোট তিলের সমাহার। অতঃপর আমি তাঁর সামনে ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তিনি বলেন, তোমাকেও (আল্লাহ মাফ করুন)। লোকজন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ এবং আপনাদের জন্যও। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “তুমি তোমার গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মুমিন নারী-পুরুষদের জন্যও” (সূরা মুহাম্মাদ : ১৯)।

অনুচ্ছেদ : ৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের বর্ণনা

২৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى نِصْفِ
أَذُنَيْهِ .

২৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল তাঁর উভয় কানের অর্ধেক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।

২৪- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَقْرَةِ .

২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানিতে গোসল করতাম। ২ তাঁর মাথার চুল ছিল কানের লতির নিম্নভাগ অতিক্রম করে প্রায় কাঁধ বরাবর (১৬৯৯)।

২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا أَبُو قَطْنٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرُوعًا بَعِيدًا مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

২৫। আল-বরাআ ইবনে আয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর উভয় বাহুমূলের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسَ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

২৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, বেশি কুঞ্চিতও ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর বাবরী চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

২. বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করা জায়েয (অনু.)।

২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنَا بَنُ عُبَيْنَةَ
عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا مَكَّةَ قَدَمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ .

২৭। উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হিজরতের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কায় আমাদের নিকট এসেছিলেন। তখন তাঁর বাবরী চুলগুলো চারটি গুচ্ছে বিভক্ত ছিল (১৭২৭)।

২৮- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِلَىٰ أَنْصَافِ
أُذُنَيْهِ .

২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল তাঁর কানের অর্ধেক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

২৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عْتَبَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ
يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ يُحِبُّ
مُؤَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ رَأْسَهُ .

২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথমে) চুল (সিঁথি না কেটে) স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। আরবের মুশরিকরা তাদের মাথায় সিঁথি কাটত। আর কিতাবধারীরা (ইহুদী-খৃষ্টান) চুল স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত কিতাবধারীদের নীতি অনুসরণ করা পছন্দ করতেন। পরে অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় সিঁধি কাটেন।

৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ الْمَكِّيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعٍ .

৩০। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলকে চার গুচ্ছে বিভক্ত দেখেছি।

অনুব্ধেদ : ৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশবিন্যাস সম্পর্কে।

৩১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

৩২- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ وَيَكْثُرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَانَ ثَوْبُهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ .

৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শ তাঁর মাথায় তেল ব্যবহার

করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। অতিরিক্ত তৈল ব্যবহারের দরুন তাঁর মাথায় ব্যবহৃত কাপড়টি তেলের কাপড়বৎ মনে হত।

৩৩- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشُّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي طَهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي اتِّعَالِهِ إِذَا اتَّعَلَ .

৩৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, মাথা আঁচড়াতেন বা জুতা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন।

৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ الْأَغْبَا .

৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, বরং মাঝে মাঝে আঁচড়াতে হবে।

৩৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْقَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَرَجَّلُ غَبًّا .

৩৫। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে (চুল-দাড়ি) আঁচড়াতেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে ।

৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ

قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ
يَبْلُغْ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُدْغِيهِ وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَاءِ
وَأَلْكَتُمْ .

৩৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, তিনি খেযাব লাগাবার অবস্থায় পৌছেননি। তাঁর উভয় কানের পাশে মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল। অবশ্য আবু বাকর (রা) মেহুদী ও কাতামের খেযাব লাগাতেন।^৩

৩৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَبَحَى بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَيْثِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় ও দাড়িতে মাত্র চৌদ্দগাছি সাদা চুল গণনা করেছি।

৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يُسْتَلُّ (سُئِلَ) عَنْ
شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يَرِ مِنْهُ شَيْبٌ فَإِذَا
لَمْ يُدْهَنْ رَأَى مِنْهُ .

৩. কাতাম এক প্রকার ঘাস, যার রস কালো এবং যা খেযাবরূপে ব্যবহৃত হত (সম্পা.)।

৩৮। সিমাক ইবনে হার্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকা চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় তেল ব্যবহার করলে তাঁর সাদা চুল দেখা যেত না এবং তেল ব্যবহার না করলে সাদা চুল দেখা যেত।

৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكَنْدِيُّ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকা চুলের সংখ্যা ছিল কুড়িটির মত।

৪ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيْبَتْنِي هُوْدٌ وَالْوَأَقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .

৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বার্ধক্যে পৌছেছেন। তিনি বলেন : সূরা হুদ, আল-ওয়াকিআ, আল-মুরসালাত, আন্বা ইয়াতাসাআলুন ও ইয়াশ্-শামসু কুব্বিরাত ইত্যাদি আমাকে বার্ধক্যে পৌছে দিয়েছে।^৪

৪. এসব সূরায় কিয়ামত, দোযখ, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে ভীতিকর ও মর্মস্পর্শী আলোচনা রয়েছে (সম্পা.)।

১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَبَّبْتَنِي هُوْدٌ وَأَخْوَاتُهَا .

৪১। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো দেখছি আপনি বার্ষিকো উপনীত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হুদ ও এ জাতীয় সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَتَانَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطِ الْعَجَلِيِّ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ التَّمِيمِيِّ تَيْمَ الرِّيَابِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيَ ابْنُ لِي قَالَ فَأَرَيْتُهُ فَقُلْتُ لِمَا رَأَيْتُهُ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضِرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَبَّيْهُ أَحْمَرٌ .

৪২। আবু রিমসা আত-তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমায় দেখিয়ে দিল। আমি তাঁকে দেখে বললাম, ইনি সত্যিই আল্লাহর নবী। তাঁর গায়ে দু'খানা সবুজ রঙের কাপড় ছিল (লুংগি ও চাদর)। তাঁর কয়েকটি চুলে বার্ষিক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, আর তা ছিল লাল বর্ণের।

৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قِيلَ لِحَبِيبِ بْنِ سَمْرَةَ أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْبٌ إِلَّا شَعْرَاتٌ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَآرَاهُنَّ الدُّهْنُ .

৪৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে সামুরা (রা)-কে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল পেকেছিল কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে মাত্র কয়েকটি পাকা চুল ছিল। তেল লাগালে তা দেখা যেত না।

অনুচ্ছেদ : ৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে।

৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَمِثَةَ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ ابْنِ لَيْلَى فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ .

৪৪। আবু রিমসা (রা) বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি বলেন : এ কি তোমার ছেলে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি তাঁর সাক্ষী থাকুন। তিনি বলেনঃ তোমার অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হবে না এবং তার অপরাধের জন্যও তুমি অভিযুক্ত হবে না। ৫ আবু রিমসা (রা) বলেন, আমি (তাঁর) কয়েকটি পাকা লাল চুল দেখলাম।

আবু ঈসা (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদের সবচেয়ে নির্ভুল ও পরিষ্কার হাদীস এটি। কারণ সহীহ ও বিশ্বস্ত রিওয়য়াতসমূহ দ্বারা জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত বার্ষিক্যাবস্থায় উপনীত হননি। আবু রিমসা (রা)-র নাম রিফাআ ইবনে ইয়াসরাবী আত-তাইমী।

৫. জাহিলী যুগে একজনের অপরাধের জন্য তার নিকটাত্মীয়-স্বজনকেও অভিযুক্ত করা হত। ইসলামী আইনে কেবল অপরাধীই অভিযুক্ত হয় (সম্পা.)।

৬৫- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شَرِيكَ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَالَ نَعَمْ.

৪৫। উসমান ইবনে মাওহিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-কে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেঁচাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি আবু আওয়ানা বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন উম্মু সালামা (রা) থেকে।

৬৬- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَتَيْنَا النَّضْرُ بْنَ زُرَّارَةَ عَنْ
أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنِ الْجَهْدَمَةِ أُمِّ رَأَةِ شَيْثِرِ بْنِ الْخِصَاصِيَةِ
قَالَتْ أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَقَدْ
اغْتَسَلَ وَرَأْسَهُ رَدْعٌ أَوْ قَالَتْ رَدْعٌ مِّنْ حِنَاءٍ شَكَ فِي هَذَا الشَّيْخِ

৪৬। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা)-র স্ত্রী জাহযামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর মাথার পানি ঝাড়তে ঝাড়তে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। তিনি কেবল গোসল করেছিলেন। তাঁর মাথার সামান্য রং ছিল অথবা মেহদীর রং ছিল।

৬৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَثْرُ بْنُ عَاصِمٍ
أَبَانًا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ مَخْضُورًا قَالَ حَمَادٌ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُنْدًا لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُورًا.

৪৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল খেযাব-রঞ্জিত দেখেছি। হাম্মাদ-আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেযাবকৃত চুল দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরমা ব্যবহার।

৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَنبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اكْتَحَلُوا بِالْأَثْمَدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ .

৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জোমরা চোখে ইসমিদি সুরমা ব্যবহার করবে। এর ব্যবহারে চক্ষু উজ্জ্বল (দৃষ্টিশক্তি প্রখর) হয় এবং চোখের পলকের উদগম হয়। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি সেটি থেকে প্রতি রাতে তাঁর উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন (১৭০১)।

৪৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَنَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا عَمَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

بِالْأَثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমানোর পূর্বে তাঁর প্রতি চোখে তিনবার করে ইসমিদি সুরমা লাগাতেন। ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) বর্ণিত হাদীসে আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। সেটি থেকে তিনি রাতে ঘুমানোর সময় প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنَيْتُ الشَّعْرَ .

৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (রাতে) ঘুমানোর প্রাক্কালে ইসমিদি সুরমা লাগানো তোমাদের উচিত। কারণ তা চোখের জ্যোতি বর্ধনে এবং চোখের পলক গজাতে সহায়ক।

৫১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْأَثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنَيْتُ الشَّعْرَ .

৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের সর্বপ্রকার সুরমার মধ্যে ইসমিদি সুরমাই সর্বোত্তম। তা চোখের জ্যোতি বর্ধক ও চোখের পলতার লোম গজাতে সহায়ক।

৫২ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
عَنْ عَشْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَثْمَدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ .

৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করা তোমাদের কর্তব্য। কারণ এগুলোর ব্যবহারে চোখের জ্যোতি বাড়ে এবং চোখের পাতার লোম গজায়।

অনুবাদ : ৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক।

৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ابْنَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى
وَأَبُو ثَمِيْلَةَ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الْقَمِيصُ .

৫৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পোশাক ছিল জামা (১৭০৬)।

৫৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ
الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ
الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصُ .

৫৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিল জামা (১৭০৮)।

৫৫- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ
أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْقَمِيصُ .

৫৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পোশাক পরিধান করতেন তার মধ্যে জামাই ছিল তাঁর অধিক পছন্দনীয় (১৭০৭)।

আবু ইসা বলেন, এরূপই বলেছেন যিয়াদ ইবনে আইউব তার হাদীসে। তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা-তার মাতা থেকে, তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে। এরূপই বর্ণনা করেছেন একাধিক রাবী আবু তুমাইলা থেকে যিয়াদ ইবনে আইউবের বর্ণনার মতই। আর আবু তুমাইলা ইয়াযীদ তার মাতা থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তা-ই এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বর্ণনা।

৫৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ
هَشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ
أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ كَانَ كُمٌ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرَّسْغِ .

৫৬। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা ছিল কজি পর্যন্ত (১৭০৯)।

৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مَزِينَةَ لِنُبَايَعَهُ وَإِنْ
قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ أَوْ قَالَ زُرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَأَدْخَلَتْ يَدِي فِي
جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْحَاتِمَ .

৫৭। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াইনা গোত্রের একদল লোকের সাথে বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি তাঁর জামার গলাবন্ধ দিয়ে হাত চুকিয়ে মুহুরে নবুয়াত স্পর্শ করলাম।

৫৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا

حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى أَسَاسَةِ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّعَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ .

৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যারের (রা)-র উপর ভর করে বাইরে এসে লোকদের নামায় পড়ান। তখন তাঁর গায়ে ছিল কারুকার্যময় ইয়ামানী কিভরী চাদর। তিনি কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে চাদর পরেছিলেন।

আব্দুল ইবনে হুমাইদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল বলেন, ইব্রাহীম ইবনে মুদীম আমাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি তা পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা শুরু করলাম। তিনি বলেন, আপনার কিতাবখানা দেখে পড়লে মনে হয় ভালো হত। আমি কিতাব লওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার কাপড় চেপে ধরে বলেন, আগে হাদীসটি মুখত শুনিয়ে দিন, পরে কিতাব আনুন + কারণ আপনার ঘর থেকে ফিরে আসার আগেই যদি আমার সূচ্য হয়ে যায়, তাহলে হাদীসটি শোনা থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যাব। কাজেই আমি স্মৃতি থেকেই হাদীসটি তাকে শুনালাম, তারপর কিতাব এনে তা থেকে পড়ে শুনালাম।

৫৯ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَرْكٍ عَنْ

سَعِيدِ ابْنِ أَبِي الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ اسْتَلْكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ) .

৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন, তখন সংশ্লিষ্ট কাপড়টির নাম উচ্চারণ করতেন, যেমন : পাগড়ী, জামা বা চাদর, তারপর বলতেন : “হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমি আমাকে এ কাপড় পরিয়েছ। আমি তোমার নিকট এ কাপড়ে নিহিত কল্যাণ কামনা করি এবং যে উদ্দেশ্যে এ কাপড় তৈরি করা হয়েছে তারও প্রত্যাশা করি। অপরদিকে আমি এতে নিহিত অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে, তার অনিষ্ট থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি” (১৭১১)।

হিশাম ইবনে ইউনুস আল-কুফী-কাসেম ইবনে মালেক আল-মুযানী-জুরাইরী-আবু নাদরা-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَيْبَانًا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْحَبْرَةَ .

৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পোশাক পরতেন তার মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পরিধেয় ছিল ইরামানী বুটিদার চাদর (১৭৩৪)।

৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَيْبَانًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًا كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقٍ سَاقِيهِ قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهَا حَبْرَةً .

৬১। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাল বর্ণের লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জজ্বার চাকচিক্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রাবী সুফিয়ান বলেন, আমি মনে করি উক্ত লাল কাপড়জোড়া নকশাদার ছিল।

৬২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَبْنَانَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ
اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا
مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ
جُمْتُهُ لَتَضْرِبَ قَرِيبًا مِّنْ مَنْكِبَيْهِ .

৬২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লাল বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর দেখিনি, যখন তাঁর বাবরী চুলগুলো তাঁর কাঁধের কাছাকাছি ঝুলে থাকত।

৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
أَبْنَانَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ إِبَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ
ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْضَرَانِ .

৬৩। আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সবুজ নকশাদার চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبْنَانَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَثْبَرِيُّ عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحَيْبَةَ وَعَلِيْبَةَ عَنْ قَيْلَةَ

بِئْتِ مَحْرَمَةٌ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُلْبَتِينَ كَانَتَا
بِرِزْقِ عَفْرَانَ وَقَدْ نَفَضْتُهُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

৬৪। কাইলা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর পরনে জাফরানী রং-এর দু'টি পুরাতন কাপড় ছিল, কিন্তু ঐ রং নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

৬৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضُلِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الْغِيَابِ لِيَلْبَسَهَا أَحْيَاءُكُمْ
وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ .

৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের সাদা কাপড় ব্যবহার করা কর্তব্য। তোমাদের জীবিতরা যেন তা পরিধান করে এবং তোমাদের মৃতদের তা দিয়ে তোমরা কাফন দিবে। কারণ তা তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক (৯৩৩)।

৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَتَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ شَيْبٍ عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا
أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ .

৬৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কারণ তা পবিত্রতর ও উৎকৃষ্টতর এবং এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

৬৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ائْتَانَا يَحْيَى بْنُ ذَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ .

৬৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালবেলা বের হলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল একটি কালো পশমী চাদর।

৬৮- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةً الْكُمَيْنِ .

৬৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুমী জুব্বা পরিধান করেন। জুব্বাটির হাতাদ্বয় ছিল সংকীর্ণ (১৭১২)।

অনুচ্ছেদ : ৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে।

৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ بَعْ بَعْ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنْتَى لَأَخْرُفِيمَا بَيْنَ مَثْبِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَجْرَةِ عَائِشَةَ مَعْشِيًا عَلَى فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرِي أَنَّ بِي جُنُونًا وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ .

৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার পরনে ছিল গৌর বর্ণের

দু'খানা কাতানের কাপড়। তার একটি দ্বারা তিনি নাক পরিষ্কার করেন, তারপর বলেন, বাহ! বাহ!! আবু হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক সাফ করছে। এমন এক সময় গত হয়েছে যখন আমি রাসূলুল্লাহ সান্না-ইলুম আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বাব ও আইশা (রা)-র ঘরের মাঝখানে সংজ্বাহীম অবস্থায় পড়ে থাকতাম। পথচারীরা আমাকে পাগল মনে করে আমার ঘাড় পদদলিত করত। অথচ আমার মধ্যে কোন উন্মাদনা ছিল না। ক্ষুধার জ্বালায় এরূপ অবস্থা হয়েছিল। ৬

৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُبْزٍ قَطُّ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَيَّ ضَفْفٌ قَالَ مَالِكٌ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مَا الضَّفْفُ فَقَالَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ .

৭০। মালেক ইবনে দীনার (ম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্না-ইলুম আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট ভরে রুটি বা গোশত খাননি। তবে লোকজনের সাথে বসে খেলে তিনি পেট ভরে খেতেন। মালেক (র) বলেন, আমি এক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাফফ' অর্থ কি? সে বলল, লোকদের সাথে একত্রে আহার করা।

অনুবাদ : ৪৬

রাসূলুল্লাহ সান্না-ইলুম আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মোখা।

৭- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاهِمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حُقَيْنِ اسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

৬. আবু হুরায়রা (রা) ও বিলাল (রা) ছিলেন মহানবী সান্না-ইলুম আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ছোট-বাজার থেকে শুরু করে মারাত্মক পারিবারিক প্রয়োজনে সহায়তাকারী। এ হাদীসে তাই আবু হুরায়রা (রা)-র অবস্থা ছিল। ধরে রাসূল-পরিবারের আর্থিক অবস্থার জিন্ন তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী কালে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। আবু হুরায়রা (রা) তার পোশাকের দ্বারা হেদিকে ইঙ্গিত করেছেন (সম্পা)।

৭১। ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো রং-এর একজোড়া মোযা উপহার দেন, যা কারুকার্যহীন ছিল। তিনি মোযাধয় পরিধান করেন, অতঃপর উয়ু করেন এবং সেগুলোর উপর মাসেহ করেন।

৭২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْمُغْبِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَهْدَى دَحِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَقَالَ اسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجِبَّةٌ فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخْرُقَا لَا يَدْرِي النَّبِيُّ ﷺ أَذَكَى هُمَا أَمْ لَا .

৭২। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেছেন, দিহ্য়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজোড়া চামড়ার মোজা উপহার দেন। তিনি তা পরিধান করেন। আরেক বর্ণনামতে সাথে একটি জুব্বাও ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐগুলো ব্যবহার করেন, অতঃপর তা পুরানো হয়ে যায়। তা জবেহকৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরী ছিল কি না তিনি তা জিজ্ঞেস করেননি।

অনুচ্ছেদ : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার বর্ণনা।

৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا قِبَالَانِ .

৭৩। কাভাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অম্মি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, উভয় জুতায় দু'টি করে ফিতা ছিল (১৭১৮)।

৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ مُثْنَى شِرَاكُهُمَا .

৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার দু'টি করে ফিতা ছিল এবং উভয় ফিতা দোহারা ছিল।

৭৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا

عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ قَالَ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫। ইসা ইবনে তহমান (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) পশমবিহীন চামড়ার একজোড়া জুতা বের করে আমাদের দেখান। উভয়টির দু'টি করে ফিতা ছিল। রাবী বলেন, পরে অধঃস্তন রাবী সাবিত (র) আনাস (রা)-র সূত্রে আমাকে বলেন, ঐ জুতাজোড়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

৭৬- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لَابْنِ عُمَرَ رَأَيْتَكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ نَلْبَسَهَا .

৭৬। উবাইদ ইবনে জুরাইহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আমি আপনাকে দেখছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরিধান করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উয়ূ করতে দেখেছি। তাই আমিও অনুরূপ জুতা পরতে পছন্দ করি।

৭৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ

عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبَالَانِ .

৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার দু'টি করে ফিতা ছিল।

৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سَفِيَّانُ عَنْ

السَّيِّدِيِّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ .

৭৮। আমর ইবনে হুরাইস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন পাদুকা পরে নামায পড়তে দেখেছি যার তলায় দুই পরত চামড়া ছিল।

৭৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَنَا مَعْلُ بْنُ أَخْبَرَنَا

مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لَا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيَنْتَعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْفَهُمَا
جَمِيعًا .

৮. জুতা পরিষ্কার থাকলে তা পরিহিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়া জায়েয (অনু.)।

৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাচল না করে। সে হয় দুই পায়েই জুতা পরবে অথবা দুই পা-ই খোলা রাখবে (১৭২০)।

কুতাইবা-মালেক-আবুয-যিনাদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ يَعْغِي الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ .

৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে তার বাঁ হাতে আহার করতে অথবা এক পায়ে জুতা পরে চলাচল করতে নিষেধ করেছেন।

৪১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْيَتَّكِنِ الْيَمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَأَخْرَهُمَا تُنْزَعُ .

৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের যে কেউ জুতা পরিধানকালে যেন আগে ডান পায়ে পরিধান করে এবং তা খোলার সময় বাঁ পায়ের জুতা আগে খোলে। অতএব জুতা পরিধানে ডান পা প্রথম এবং খুলতে দ্বিতীয় হবে (১৭২৫)।

৪২- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُلِهِ وَطَهُورِهِ .

৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেশ বিন্যাস, জুতা পরিধান এবং পবিত্রতা অর্জনে (উযু করতে) যথাসম্ভব ডান থেকে শুরু করতেই পছন্দ করতেন।

৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَيْبَانًا هَشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ .

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতায় দু'খানা করে ফিতা ছিল। তদ্রূপ আবু বাকর ও উমার (রা)-র জুতায়ও। সর্বপ্রথম একটি করে ফিতা বেঁধেছিলেন উসমান (রা)।

অনুচ্ছেদ : ১২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির বর্ণনা।

৪৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُرُقٍ وَكَانَ فَصَّهُ حَبَشِيًّا .

৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রূপার তৈরী। এতে লাল রং-এর আবিসিনিয় পাথর বসানো ছিল (১৬৮৪)।

৪৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتَمُ بِهِ وَلَا
يَلْبَسُهُ .

৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তিনি সেটি দ্বারা সীলমোহর করতেন, পরতেন না।

৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصَهُ مِنْهُ .

৮৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুস্বাহ সাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রৌপ্যনির্মিত। তার পাথরও ছিল রূপার (১৬৮৫)।

৪৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ
إِلَى الْعَجَمِ قَبِيلَ لَهُ أَنْ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ
فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَاتَنِي أَنْظَرُ إِلَى بِيَاضِهِ فِي كَفِّهِ .

৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম অনারবদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠিপত্র লেখার ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হল, অনারবরা সীলমোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। কাজেই তিনি একটি আংটি তৈরি করান, যার শুভ্রতা এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَقَشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ .

৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির এক লাইনে 'মুহাম্মাদ', এক লাইনে 'রাসূল' এবং এক লাইনে 'আল্লাহ' অংকিত ছিল (১৬৯২)।

৪৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَبُو عَمْرٍو أَنبَأَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمِ فَصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا خَلَقْتَهُ فَضَةً وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর নিকট (পাঠানোর উদ্দেশ্যে) চিঠি লিখলেন। তাঁকে বলা হল, তারা সীলমোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আংটি গড়ালেন। সেটির বেটনী ছিল রূপার এবং তাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংকিত ছিল।

৯ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ .

৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যাওয়ার সময় তাঁর আংটি খুলে রাখতেন (১৬৯১)।

৯১- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا
عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ثُمَّ كَانَ
فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কুশার আংটি গড়িয়েছিলেন। তা (প্রথমে) তাঁর হাতেই ছিল, এরপর আবু বাকর ও উমার (রা)-এর হাতে ছিল, তারপর ছিল উসমান (রা)-এর হাতে। অবশেষে সেটি বিরে আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অংকিত ছিল।

অনুচ্ছেদ ১: ১৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতে আংটি পরতেন।

৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ .

৯২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি তাঁর ডান হাতে পরিধান করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম-আহমাদ ইবনে সালেহ-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহুব-সুলাইমান ইবনে বিলাল-শারীক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু নামের (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৯৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ سَلْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ

فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ .

৯৩। হাম্বাদ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু রাফেকে তার ডান হাতে তার আংটি পরতে দেখেছি। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাক্বরকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে জাক্বর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন (১৬৮৯)।

৯৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ إِبرَاهِيمَ بْنَ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ .

৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে জাক্বর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ .

৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ وَلَا أَحَالَهُ إِلَّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ .

৯৬। আস-সাল্ত ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তার ডান হাতে আংটি পরতেন। আমার মনে হয় তিনি এও বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন (১৬৮৭)।

৯৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فِيهِ مِثْلَ كَفِّهِ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَنَهَى أَنْ يُنُقِشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِبٍ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ .

৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। পরার সময় সেটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে থাকত। তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” কথাটি অংকিত ছিল। তিনি অন্য কাউকে নিজের আংটিতে অনুরূপ (বাক্য) অংকন করতে নিষেধ করেছেন। এ আংটিই মুআইকীবের হাত থেকে আরীস কূপে পড়ে যায় (আর খুঁজে পাওয়া যায়নি)।

৯৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخْتَمَانِ فِي بَسَارِهِمَا .

৯৮। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন (রা) তাদের বাম হাতে আংটি পরতেন (১৬৮৮)।

৯৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ الطَّبَاعِ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ .

৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরেছেন।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা সাঈদ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-আনাস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্র ছাড়া আর কোন সূত্রেই জানি না। কাতাদা (র)-র কোন কোন সাথী কাতাদা থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে আংটি পরেছেন। এ হাদীসও সহীহ নয়।

১০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَا الْبَسُّ أَبَدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

১০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি তৈরি করান। সেটি তিনি তাঁর ডান হাতে পরতেন। ফলে আরো অনেকে সোনার আংটি তৈরি করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি খুলে ফেলে দেন এবং বলেন : আমি এ আংটি আর কখনো পরব না। তাই লোকেরা তাদের নিজ নিজ আংটিও খুলে ফেলে দেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা।

১০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَن قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ

১০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য খচিত (১৬৩৭)।

১০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ .

১০২। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের বাঁট ছিল রৌপ্য খচিত।

১০৩ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُوْدٍ وَهُوَ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً .

১০৩। হুদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার দাদা বা নানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাতে প্রবেশ করাকালে তাঁর সাথে তলোয়ারটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত। রাবী তালিব (র) বলেন, আমি তাঁকে (হুদকে) রৌপ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য খচিত (১৬৩৬)।

১০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدُبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةٌ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ حَنْفِيًّا .

১০৪। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার তলোয়ার সামুরা (রা)-র তলোয়ারের নমুনায় তৈরি করলাম। আর সামুরা (রা) ধারণা প্রকাশ করতেন যে, তিনি তার তলোয়ারখানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের নমুনায় বানিয়েছেন। আর তা ছিল হানীফা গোত্রের (কারিগরদের) তৈরী।

উকবা ইবনে মুকাররম আল-বসরী-মুহাম্মাদ ইবনে বাকর-উসমান ইবনে সাদ (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লৌহবর্মের বর্ণনা।

১০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ أَخْبَرَنَا
يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ
بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانٌ فَتَهَضَّ إِلَى
الصُّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى
اسْتَوَى عَلَى الصُّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ .

১০৫। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। তা পরিহিত অবস্থায় তিনি একটি পাথরের উপর উঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু সক্ষম হননি। তিনি তাঁর নিচে তালহা (রা)-কে বসিয়ে তার কাঁধে চড়ে পাথরের উপর উঠে আসীন হন। যুবাইর (রা) বলেন,

আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম :
তালহা তার জন্য বেহেশত অবধারিত করে নিল (১৬৩৮)।^{১৭}

১.৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ النَّسَائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ
يَوْمَ أَحُدٍ دِرْعَانٌ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا .

১০৬। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। উহদ যুদ্ধের
দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে দু'টি লৌহবর্ম ছিল।
তিনি একটির উপর অপরটি পরিধান করেন।

অনুব্ধেদ : ১৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরজ্ঞাপের বর্ণনা।

১.৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ بَنِي
شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ
فَقِيلَ لَهُ هَذَا ابْنُ حَظَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ .

৭. উহদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-এর অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসের এক
অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলিম সেনাকে একটি
গিরিপথে পাহারায় নিযুক্ত করেন। যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি তাদের সেখানে অনড়
ধাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু মুসলমানদের বিজয় দেখে তারা স্থান ত্যাগ করে। ফলে
পেছন দিক থেকে কাফেরদের অকস্মাৎ আক্রমণে মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। খোদ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। এহেন কঠিন
মুহুর্তে হযরত তালহা (রা)-ই তাঁর নিকটে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের হেফায়ত করতে গিয়ে শত্রুদের তীর ও পাথরের আঘাতে জর্জরিত হন।
হযরত তালহার গায়ে আশিটিরও বেশী যখম হয়। তার একখানি হাত চিরতরে অবশ
হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল যখম ও
রক্তরঞ্জিত হয় এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিহত হওয়ার গুজবও রটে যায়। তখন তিনি উঁচু পাথরে চড়ে, তাঁর মৃত্যুর
খবর যে মিথ্যা, তাই প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন এবং মুসলমানদের মনোবল ফিরিয়ে
আনার চেষ্টা করছিলেন (অনু.)।

১০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহার শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বলা হল, ইবনে খাতাল কাবা ঘরের পর্দার সাথে জড়িয়ে আছে। তিনি বলেন : তাকে হত্যা কর (১৬৬৯)। ৮

১. ৪ - حَدَّثَنَا عَيْسَى ابْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ قَالَ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ حَظَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا .

১০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে যখন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামাতেই এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কাবা ঘরের পর্দার সাথে লেগে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে হত্যা কর। রাবী ইবনে শিহাব বলেন, আমার নিকট একরূপ বর্ণনা পৌছেছে যে, মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

৮. ইবনে খাতালের নাম ছিল আবদুল আযীয। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। পরে সে আবার মুর্তাদ হয়ে যায়। মদীনায় ইসলাম কবুলের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক এলাকায় থাকাত সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। একটি সামান্য কারণে সে এক মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে মক্কায় ফিরে যায় এবং কাফেরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্নাম ও অবমাননাসূচক কাব্য রচনা করতে থাকে এবং দুটি গায়িকা দাসী ক্রয় করে তাদের দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্নাম ও কুৎসামূলক কবিতা পাঠের আসর বসাতে থাকে। মক্কা বিজয়ের দিন তাই এ নরাধমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় (অনু.)।

অনুচ্ছেদ : ১১৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ীর বর্ণনা।

১০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ
الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ .

১০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন (১৬৮০)।

১১০- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ عِمَامَةً سَوْدَاءً .

১১০। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কালো পাগড়ি দেখেছি।

১১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ .

১১১। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

৯. কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, এটা ছিল মদীনার কোন জুমুআর নামাযের খুতবা। কেউ বলেছেন, এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতকালীন খুতবা। অধিকাংশ উলামার মতে, মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেয়া খুতবার কথাই এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে (অনু.)।

১১২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

১১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি বাঁধলে তার দুই প্রান্ত তার উভয় কাঁধের মাঝ বরাবর ছেড়ে দিতেন। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালেমকেও আমি জুড়প করতে দেখেছি (১৬৮১)।

১১৩- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَسِيْلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عَصَابَةٌ دَسْمَاءُ .

১১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি বা তৈলাক্ত বন্ধনী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুঃস্বপ্ন বর্ণনা।

১১৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتِ الْبَيْتَانَا

১০. মূল শব্দ হল 'দাস্মাউ', এর অর্থ কালো বা তৈলাক্ত দুটোই হয় (অনু.)।

عَائِشَةُ كِسَاءٌ مُلْبَدًا وَاِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ .

১১৪। আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) আমাদের সামনে একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের লুংগি বের করে বলেন, এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

১১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ ابْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ ارْفَعْ اِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتَمُّ وَأَبْقَى فَالْتَمَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا هِيَ بُرْدَةٌ مُلْجَاءُ قَالَ أَمَا لَكَ فِي أُسْوَةٍ فَانظُرْتُ فَإِذَا اِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ .

১১৫। আল-আশআস ইবনে সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুকে তার চাচার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার পথ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনে পেলাম, কে যেন পেছন থেকে বলছেন, তোমার লুংগি উপরের দিকে উঠাও। কারণ তা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। আমি পেছন ফিরে দেখি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তো মামুলি একটা চাদর (এতেও কি গর্ব প্রকাশ পায়)। তিনি বলেন : আমার চালচলনে কি তোমার জন্য কোন অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর লুংগি তাঁর উত্তর অঙ্গের মারখান পর্যন্ত ঝুলছে।

১১৬- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عُمَانُ يَتَزَرُّ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا كَانَتْ إِزَارَةُ صَاحِبِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

১১৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, উসমান (রা) তার স্বর্ধ-জন্মাদেশ পর্যন্ত লুংগি ঝুলিয়ে পরতেন এবং বগতেন, এরূপই ছিল আমার সাধী-বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুংগি পরার নমুনা।

১১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُدَيْرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ لِسَانِي أَوْ سَاقِيهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْأَزَارِ فَإِنْ آبَيْتَ فَاسْفَلِ فَإِنْ آبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْأَزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

১১৭। হযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্মা (বা তার নিজের জন্মা) ধরে বলেন : এটা হচ্ছে পাজামা বা লুংগি ঝুলাবার (সর্বনিম্ন) সীমা। এতে যদি তুমি সফট না হও, তাহলে আরেকটু নিচে। এতেও যদি তুমি সফট না হও তাহলে জেনে রাখ, পায়ের পোছা স্পর্শ করার অধিকার লুংগি বা পাজামার নেই (১৭৩০)।

অনুবাদ : ১১৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদব্রজে হাঁটাচলা সম্পর্কে।

১১৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنْ أَنْتَجِدُ أَنْفُسَنَا وَأَنْهُ لَغَيْرُ
مُكْتَرٍ .

১১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক সৌন্দর্যময় আর কিছু দেখিনি, যেন তাঁর চেহারা দীপ্তিমান সূর্য বিরাজ করছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে দ্রুতগামীও কাউকে দেখিনি। মনে হত যমিন যেন তাঁর জন্য গুটিয়ে আসছে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতেন কিন্তু আমরা অতি কষ্টেই তাঁর নাগাল পেতাম।

১১৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عَيْسَى
ابْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ .

১১৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলতেন, যেন কোন উচ্চ স্থান থেকে অবতরণ করছেন। ১১

১২০ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ الْمَسْعُودِيِّ
عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَى تَكْفَأُ كَأَنَّمَا
يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ .

১২০। আলী ইবনে আবু তালিব-(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পথ চলতেন তখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোন উচ্চ স্থান থেকে অবতরণ করছেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কাপড়ের টুকরা ব্যবহার সম্পর্কে।

১২১ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ

صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ الْقِنَاعَ كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ .

১২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাঁর মাথায় এক ঋণ কাপড় ব্যবহার করতেন। (মাথার তেল লেগে যাওয়ায় মনে হত) তা যেন তেলির কাপড়।

অনুচ্ছেদ : ২১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপবেশন।

১২২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَنبَأَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ جَدَّتَيْهِ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقَرْقِصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ التَّمْتَخِشُ فِي الْجُلُوسَةِ أَرَعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ .

১২২। কাইলা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে কুরফাসা^{১২} নিয়মে বসা

১২. কামূসে উল্লেখিত হয়েছে : উভয় উরু ঝাড়া করে দু'হাত দিয়ে তাকে বেটনী দিয়ে নিতবে ভর দিয়ে বসাকে কুরফাসা বৈঠক বলা হয় (অনু.)।

অবস্থায় দেখলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বিনয়-নম্রভাবে বসে থাকতে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলাম।

১২৩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ قَالُوا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَضْعًا أَحَدِي رَجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

১২৪। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন (২৭০২)।

১২৪- حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ ابْنًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيِّ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ أَحْتَبَى بِيَدَيْهِ .

১২৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে নিতম্বের উপর ভর করে মসজিদে বসতেন।

অনুব্ধেদ : ২২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেলান দিয়ে বসা সম্পর্কে।

১২৫- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُتَكِنًا عَلَى الرَّسَادَةِ عَلَى يَسَارِهِ .

১২৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাম কাতে বালিশের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় দেখেছি (২৭০৭)।

১২৬ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مُتَكِنًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا حَتَّى قَلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

১২৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদের নিকট জঘন্যতম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বর্ণনা করব না? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেন : (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেনঃ (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। আমরা মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি থামতেন।

১২৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مَتَكِنًا .

১২৭। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যি আমি কখনো (কিছুর উপর) ঠেস দেয়া অবস্থায় আহার করি না (১৭৭৮)।

১২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَكُلُ مُتَكَّنًا

১২৮। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কখনো হেলান দেয়া অবস্থায় আহার করি না।

১২৯- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُتَكَّنًا عَلَى وِسَادَةٍ .

১২৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বালিশের উপর ঠেস দেয়া অবস্থায় দেখেছি (২৭০৮)।

আবু ঈসা বলেন, ওয়াকী 'তাঁর বাম কাতে' শব্দদ্বয় উল্লেখ করেননি। একাধিক রাবী এক্রপই বর্ণনা করেছেন ওয়াকীর বর্ণনার ন্যায় ইসরাঈল থেকে। ইসহাক ইবনে মানসূর কর্তৃক ইসরাঈল থেকে বর্ণিত হাদীস ছাড়া আর কোন বর্ণনাকারীকে আমরা জানি না, যিনি বাম কাতে ঠেস দেয়ার উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বালিশ ছাড়া অন্য কিছুতে হেলান দেয়া সম্পর্কে।

১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ .

১৩০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি উসামা (রা)-এর উপর ভর করে ঘর থেকে বের হলেন। তখন তাঁর পরনে একখানা ইয়ামানী নকশাদার চাদর ছিল। তারপর তিনি তাদের নামায পড়ান।

১৩১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَقْفَانِيُّ الْحَلَبِيُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَعَلَى رَأْسِهِ عَصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ يَا فَضْلُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَشَدُّهُ بِهَذِهِ الْعَصَابَةِ رَأْسِي قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

১৩১। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোলাম যখন তিনি মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর মাথায় হলুদ বর্ণের একটি পটি বাঁধা ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন : হে ফাদল! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাযির। তিনি বলেন : এ কাপড় খণ্ডটি দ্বারা আমার মাথা শক্তভাবে বেঁধে দাও। রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি বসেন এবং তাঁর একখানা হাত আমার কাঁধের উপর রেখে দাঁড়ান, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করেন। এ হাদীসে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।^{১৩০}

১৩. তা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথারে দাঁড়ালেন এবং লোকদের ডাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। তারপর তার যিহ্বায় যার যে প্রাপ্য ছিল তা নির্বিধায় বলার ও যথাযথভাবে আদায় করে নেয়ার আহবান জানান। লোকেরা এক এক করে তাদের নিজ নিজ প্রাণ্য উল্লেখপূর্বক যথারীতি তা উসুল করে নেয় (অনু.)।

অনুচ্ছেদ : ২৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহারের নিয়ম-কানুন ।

১৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ لَكَيْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلَاثًا .

১৩২। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাওয়ার শেষে) আংগুলগুলো তিনবার করে চাটতেন।

আবু ইসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার ছাড়াও অন্য রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত রয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংগুল তিনটি চেটে নিতেন।

১৩৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا
لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ .

১৩৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারশেষে তাঁর তিনটি আংগুল চাটতেন।

১৩৪ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصَّدَائِقِيُّ الْبَغْدَادِيُّ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مُتَكِنًا .

১৩৪। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কখনো হেলান দেয়া অবস্থায় আহার করি না (১৭৭৮)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-সুফিয়ান-আলী ইবনুল আকমার (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৩৫- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ لَكَّعِبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَ وَيَلْعَقُهُنَّ .

১৩৫। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিন আংগুলের সাহায্যে আহার করতেন এবং সেগুলো চাটতেন।

১৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أُمِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمَرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مَقْمَعٌ مِنَ الْجُوعِ .

১৩৬। মুসআব ইবনে সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খেজুর উপস্থিত করা হল। আমি তাঁকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ক্ষুধার তীব্রতায় হাঁটু খাড়া করে পাছায় ভর দিয়ে বসে খাচ্ছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুটি সম্পর্কে।

১৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا

شَيْبَةُ أَلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِّنْ خُبْرِ الشَّعْبِ يَوْمَئِذٍ مُتَتَابِعِينَ حَتَّى قُبِضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৩৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিজন কখনো যবের রুটি
দ্বারাও ভৃষ্টির সাথে পরপর দু'দিন আহার করেননি।^{১৪}

۱۳۸- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
خُبْرَ الشَّعْبِ .

১৩৮। সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমি আবু উমামা আবু-বাহিলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে কখনো যবের রুটি অতিরিক্ত
হত না (২৩০১)।

۱۳۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ
يَزِيدَ عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَوْرًا هُوَ وَآهْلُهُ لَا
يَجِدُونَ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْرِهِمْ خُبْرَ الشَّعْبِ .

১৪. এ দ্বারা অবশ্য এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, অভাবের দরুনই তাঁর অবস্থা একরূপ
হয়েছিল। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসাধারণ বদান্যতা ও দানীলতা
এবং বৈশ্বায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নেয়ার কারণেই তাঁকে একরূপ সাদাসিধা জীবন যাপন
করতে হয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাতে পারতেন।
কিন্তু তা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না (অনু.)।

১৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিজন কখনো কখনো পরপর কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাতেন। কারণ তাঁদের রাতের খাবার বলতে কিছু থাকত না। আর অধিকাংশ সময় তাদের প্রধান খাদ্যই ছিল যবের রুটি (২৩০২)।

۱۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ يَعْنِي الْحَوَارِيَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاحِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَتْ مَنَاحِلُ فَقِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعَجْنُهُ.

১৪০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনো ময়দা দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আপনাদের নিকট চালুনী ছিল কি? তিনি বলেন, সেকালে আমাদের নিকট চালুনী ছিল না। তাকে বলা হল, তাহলে যবের রুটি আপনারা কিরূপে তৈরি করতেন? তিনি বলেন, যবের আটায় আমরা ফুৎকার দিতাম। এতে যা যাওয়ার তা উড়ে যেত, তারপর আমরা আটাকে খামির করে নিতাম (২৩০৬)।

۱۴۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ

نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَوَانٍ وَلَا فِي سَكْرَجَةٍ وَلَا خُبْزٍ لَهُ مُرَقُّ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى هَذِهِ السَّفْرِ .

১৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো উচ্চ দস্তরখানে (বা টেবিলে) এবং রকমারি চাটনি ও হজমির ক্ষুদ্র পেয়ালার সমাবেশ করেও আহার করেননি, না কখনো তাঁর জন্য পাতলা রুটি বানানো হয়েছে। রাবী বলেন, আমি (ইউনুস) কাতাদাকে বললাম, তাহলে কিসের উপর (খালা) রেখে তারা আহার করতেন? তিনি বলেন, সচরাচর চামড়ার এই দস্তরখানের উপর (১৭৩৫)।

١٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا أَشْبِعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ الْأَبْكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَا قَالَتْ أَذْكَرُ الْحَالِ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا وَاللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ .

১৪২। মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন এবং বললেন, আমি কখনো পেট ভরে আহার করি না। এজন্য আমি কাঁদতে চাইলে অবশ্যই কাঁদতে পারি (অর্থাৎ এখন পেট ভরে আহার করতে গেলেই পূর্বেকার অবস্থার কথা মনে পড়ে কান্না এসে যায়, তখন আর পেট ভরে খাই না)। মাসরুক (র) বলেন, আমি বললাম, কেন (কান্না আসে)? তিনি বলেন, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন তা স্মরণে এসে যায়। আল্লাহ্র শপথ! কোন দিনই তিনি পরপর দুই বেলা রুটি-গোশত দ্বারা পেট ভরে আহার করেননি (২২৯৮)।

১৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
 قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَئِذٍ مُتَّابِعِينَ
 حَتَّى قُبِضَ .

১৪৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকাল পর্যন্ত কখনো তিনি পরপর দু'দিন যবের
 রুটিও পেট ভরে আহার করেননি (২২৯৯)।

১৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 عُمَرَ وَأَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَوَانٍ وَلَا أَكَلَ
 خُبْزًا مَرْقُوقًا حَتَّى مَاتَ .

১৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইস্তিকাল পর্যন্ত কখনো উঁচু দস্তরখানে আহার
 করেননি এবং পাতলা রুটিও খাননি (২৩০৫)।

অনুচ্ছেদ : ২৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরকারী (সালন) সম্পর্কে

১৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
 هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ
 الْأَدَامُ الْخَلُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ نَعَمْ الْأَدَامُ أَوْ
 الْأَدَامُ الْخَلُّ .

১৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সিরকা কতই না উত্তম ঝোল (১৭৯০)।

১৪৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ السُّتْمُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمَلَأُ بَطْنَهُ .

১৪৬। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বাশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি তোমাদের চাহিদামত খাদ্য পানীয় পাচ্ছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নিম্ন মানের খেজুরও পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করতে পাননি।

১৪৭ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْأَدَامُ الْحَلُّ .

১৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সিরকা কতই না উত্তম ঝোল (১৭৮৮)।

১৪৮ - حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأَتَى بِلَحْمٍ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا نَتْنَا فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلَهَا قَالَ أَدْنُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

১৪৮। যাহদাম আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মুসা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। মুরগীর গোশত আনা হলে উপস্থিত লোকদের একজন (তা না খেয়ে) পিছনে সরে গেল। আবু মুসা (রা) বলেন, তোমার কি হল? সে বলল, আমি মুরগীকে পঁচা-দুর্গন্ধময় জিনিস খেতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, আর কখনো মুরগীর গোশত খাব না। আবু মুসা (রা) বলেন, তুমি (আমার) নিকটে এগিয়ে এস (এবং খাও)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি (১৭৭৪-৫)।

۱۴۹- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى .

১৪৯। ইবরাহীম ইবনে উমার ইবনে সাফীনা (র) থেকে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হবারার গোশত খেয়েছি (১৭৭৬)।

۱۵۰- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى قَالَ فَقَدِمَ طَعَامُهُ وَقَدِمَ فِيهِ طَعَامُهُ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرٌ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَذَنْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ أَنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أُطْعِمَهُ أَبَدًا .

১৫০। যাহদাম আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মুসা (রা)-র নিকট ছিলাম। তখন তার খাবার আনা হল এবং তার খাবারের সাথে মুরগীর গোশতও দেয়া হয়। উপস্থিত লোকদের মধ্যে

তাইমুল্লাহ গোত্রের একজন লোক ছিল। তার গায়ের রং ছিল লাল, দেখতে মুক্তদাস বলে মনে হয়। যাহদাম (র) বলেন, লোকটি আহারে শরীক হল না। আবু মুসা (রা) তাকে বলেন, নিকটে আস (এবং খানা খাও)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি মুরগীকে এক জিনিস খেতে দেখেছি, যাতে আমার মনে এর প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি আর কখনো এর গোশত খাব না বলে শপথ করেছি।

১৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ

وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ .

১৫১। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যাইতুন তৈল আহার কর এবং তা গায়ে লাগাও। কারণ তা বরকতময় গাছ থেকে উৎপন্ন (১৮০০)।

১৫২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا

مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ .

১৫২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যাইতুন তৈল খাও এবং তা শরীরে লাগাও। কারণ যাইতুন তৈল মুবারক গাছ থেকে উৎপন্ন (১৭৯৯)।

আবু ইসা বলেন, আবদুর রাযযাক এ হাদীসের সনদে গড়মিল করেছেন। অতএব তিনি এটিকে কখনো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীসরূপে আবার কখনো মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেন।

আস-সানজী আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে মাবাদ-আবদুর রাযযাক-মামার-যায়েদ ইবনে আসলাম (র)-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে উমার (রা)-র উল্লেখ নাই।

১৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الدَّبَاءُ فَأَتَى بَطْعَامٍ أَوْ دُعَى لَهُ فَجَعَلَتْ أَتْبَعُهُ فَأَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ .

১৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ খুবই পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার আনা হল অথবা তাঁকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা হল। আমি পেয়ালা থেকে খুঁজে খুঁজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লাউয়ের টুকরা রেখে দিচ্ছিলাম। কারণ আমি জানতাম, তিনি লাউ পছন্দ করেন।

১৫৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دَبَاءً يَقْطَعُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكَيْتُرُ بِهِ طَعَامَنَا .

১৫৪। হাকীম ইবনে জাবির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং দেখলাম, তাঁর নিকট একটি লাউ কেটে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে। আমি বললাম, এ দিয়ে কি ভৈরি হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন : এর দ্বারা আমাদের তরকারী বাড়াবো ।

আবু ইসা বলেন, এ জাবির হচ্ছেন জাবির ইবনে তারেক । তাকে ইবনে আবু তারেকও বলা হয় । ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরই একজন । এ একটিমাত্র হাদীস ছাড়া তার থেকে আর কোন মরফু হাদীস নেই । আবু খালিদেদ নাম সাদ ।

১৫৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دَبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدَّبَّاءَ حَوَالِي الصُّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدَّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ .

১৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দেয় । আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেই দাওয়াতে গেলাম । সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যবের রুটি এবং লাউ ও গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত সালন পেশ করে । আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালার চতুর্দিকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে খাচ্ছেন । সেদিন থেকে আমার নিকটও লাউ পছন্দনীয় ।

১৫৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَسَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ

وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الحُلُوءَ وَالْعَسَلَ .

১৫৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু

১৫৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرِيبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنْبًا مَشُورِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ .

১৫৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (ছাগলের) পাঁজরের ভূনা গোশত পেশ করেন। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু (পুনরায়) উষু করেননি (১৭৭৭)।

১৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ .

১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসে ভূনা গোশত খেয়েছি।

১৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغْفِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغْفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَفَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَآتَى بِجَنْبِ مَشُورِيٍّ ثُمَّ أَخَذَ الشُّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْزُ فَحَزَّ لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَالْقَى الشُّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَقَى فَقَالَ لَهُ أَقْصُهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ أَوْ قُصَّهُ عَلَى سِوَاكِ .

১৫৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মেহমান হলাম। আহারের জন্য (ছাগলের) পঁজরের ভূনা গোশত আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা ছুরি দিয়ে তা থেকে কেটে কেটে আমাকে দিচ্ছিলেন।^{১৫} তখন বিলাল (রা) এসে নামাযের খবর দিলেন। তিনি ছুরি রেখে দিয়ে নামাযের জন্য চললেন এবং বললেনঃ তার কি হল, তার হাত দু'টি ধুলিমলিন হোক! মুগীরা (রা) বলেন, আমার গৌফ বেশী বড় হয়ে গিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এসো তোমার গৌফ মেস্‌ওয়াকের উপর রেখে কেটে দেই অথবা বলেন : মেস্‌ওয়াকের উপর রেখে তোমার গৌফ কেটে ফেল।

১৬০ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَكَانَتْ تُعَجِّبُهُ فَهَسَّ مِنْهَا .

১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোশত আনা হল এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হল। তিনি বাহুর গোশতই অধিক পছন্দ করতেন। তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিড়ে চিবিয়ে খেলেন (১৭৮৫)।

১৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ

إِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

১৫. আবু দাউদ ও বায়হাকীর বর্ণনার আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি ধারা গোশত কেটে খেতে নিষেধ করেছেন। অথচ এ হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। গোশত ভালোভাবে সিদ্ধ ও নরম না হলে ছুরি ধারা তা কেটে খাওয়া জায়েয অথবা সিদ্ধ ও নরম হওয়া সত্ত্বেও টুকরা খুব বড় হলে তাও ছুরি ধারা কেটে খাওয়ায় কোন দোষ নেই (জর্ন)।

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسَمُّ فِي الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرَى
أَنَّ الْيَهُودَ سَمُوهُ .

১৬১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাহর গোশতই বেশী পছন্দনীয় ছিল। বাহর গোশতেই বিষ প্রয়োগ করে তাকে দেয়া হয়েছিল। অভিমত এই যে, ইহুদীরাই বিষ প্রয়োগ করেছিল।

١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ
طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ
نَاوَلْنِي الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ قَالَ نَاوَلْنِي الذِّرَاعَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ لَنَا وَلَتْنِي
الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ .

১৬২। আবু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (ছাগল যবেহ করে তা) ডেকচিতে করে পাকালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহর গোশতই বেশী পছন্দ করতেন। তাই আমি তাঁকে একটি বাহর গোশত তুলে দিলাম। তিনি আবার বলেনঃ আমাকে বাহর গোশত দাও। আমি তাঁকে আরেকখানা বাহর গোশত দিলাম। তিনি আবার বলেনঃ আরেকটি বাহর গোশত দাও। আমি বললাম, হে সাল্লাল্লাহু রাসূল! ছাগলের কয়টি বাহর থাকে? তিনি বলেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তুমি নিশ্চুপ থেকে আমাকে বাহর গোশত দিতে থাকতে, তাহলে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বাহু চাইতাম ততক্ষণই তুমি দিতে পত্রতে।

১৬৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبَّادٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِيًّا وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجًا .

১৬৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহর গোশতই অধিক প্রিয় ছিল তা নয়; বরং প্রকৃত রূপান্তর এই যে, অনেক দিন পরপর তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। তাই তাঁকে বাহর গোশত পরিবেশন করা হত। কেননা বাহর গোশত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায় (১৭৮৬)।

১৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِّنْ قَوْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ .

১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : উৎকৃষ্টতর গোশত হল পৃষ্ঠদেশের গোশত।

১৬৫- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السُّؤْمَلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَعْمَ الْأَدَامُ الْخَلُّ .

১৬৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সিরকা কতই না উত্তম ঝোল।

১৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عِيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ أَبِي حَمْرَةَ الثَّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْنَدُكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا خُبْزًا يَابَسًا وَخَلًّا
قَالَ هَانِيٌّ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِّنْ أَدَمٍ فِيهِ خَلٌّ .

১৬৬। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে বলেন : তোমার নিকট (খাওয়ার)
কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনো রুটির কয়টি টুকরা ও সিরকা
ছাড়া আর কিছু নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাই
নিয়ে এসো। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালমবিহীন নয় (১৭৫১)।

১৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضَّلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَّلِ الثَّرِيدَ عَلَى سَائِرِ
الطَّعَامِ .

১৬৭। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন : অন্য সব খাদ্যসামগ্রীর তুলনায় সারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ
রয়েছে, নারীদের উপর আইশারও অনুরূপ শ্রেষ্ঠ রয়েছে (১৭৮২)।

১৬৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طَوْلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَّلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ
كَفَضَّلِ الثَّرِيدَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

১৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল খাদ্যের উপর সারীদের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, মহিলাদের উপর আইশারও অদ্বৈত শ্রেষ্ঠত্ব।

১৬৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

اسْمَاعِيلَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرٍ أَقْطَبَ ثُمَّ رَأَاهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক টুকরা পনির খেয়ে উয়ু করতে দেখেছেন। তারপর তিনি তাঁকে ছাগলের বাহুর গোশত খেতে দেখেছেন, অতঃপর নামায পড়েছেন, কিন্তু পুনরায় উয়ু করেননি।

১৭০ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَاثِلِ

بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَاثِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَوْلِمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ بَتَمْرٍ وَسَوْتِيقٍ .

১৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করে খেজুর ও ছাতু দিয়ে ওলীমা (বিবাহ ভোজের) অনুষ্ঠান করেন (১০৩৩)।

১৭১ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ

سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا قَائِدُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّتِهِ سَلْمَى أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ فَقَالَتْ يَا

بُنَى لَا تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ قَالَ بَلَىٰ اصْنَعِيهِ لَنَا قَالَ فَقَامَتْ وَأَخَذَتْ شَيْئًا
مِّنَ الشَّعِيرِ فَطَحَنَتْهُ ثُمَّ جَعَلَتْ فِي قِدْرٍ وَصَبَتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِّنْ زَيْتٍ
وَدَقَّتِ الْفُلْفُلَ وَالتَّوَابِلَ فَفَرَّتَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجَبُ
النَّبِيُّ ﷺ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ .

১৭১। সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাক্বর তার নিকট এসে তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খাবার পছন্দ করতেন এবং আত্মহের সাথে খেতেন তা আমাদের তৈরি করে খাওয়ান। সালমা (রা) তাদের বলেন, স্নেহের বৎসগণ! আজ সে খাবার তোমাদের পছন্দ হবে না। তারা বলেন, হাঁ, অবশ্যই পছন্দ হবে। আপনি আমাদের জন্য তা তৈরি করুন। তারপর সালমা (রা) উঠে গিয়ে কিছু যব নিয়ে শিখলেন। সেগুলো একটা ডেকচিতে ঢাললেন এবং তাতে কিছু যাইতুনের তৈল, সামান্য মরিচের গুড়া ও গরম মশলা মিশালেন। রান্না হওয়ার পর তিনি তাদের সামনে তা পেশ করলেন এবং বলেন, এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য, যা তিনি আত্মহ সহকারে খেতেন।

১৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
أَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَثْرَلِنَا فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَا
نُحِبُّ اللَّحْمَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

১৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহ করলাম। তিনি বলেন : তাদের যেন জানাই ছিল, আমরা গোশত খেতে ভালোবাসি। এ হাদীসে দীর্ঘ ঘটনা আছে।

১৭৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَآكَلَ مِنْهَا وَآتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رَطْبٍ فَآكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّى ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَآتَتْهُ بِعَلَاةٍ مِنْ عِلَالَةٍ الشَّاةِ فَآكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

১৭৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোথাও যাওয়ার জন্য) বের হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনসারী মহিলাকে বাড়িতে গেলেন। মহিলাটি তাঁর জন্য একটি ছাগল যবেহ করেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উক্ত মহিলা পিয়াল্লায় করে তাঁর জন্য খেজুর পেশ করেন। তিনি তা থেকেও খেলেন, তারপর যোহর নামাযের জন্য উয়ু করলেন এবং নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে ঐ মহিলা অবশিষ্ট গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র জন্য নিয়ে আসেন। তিনি তা খেয়ে আসরের নামায পড়েন। কিন্তু (নতুন করে) উয়ু করেননি (৭৯)।

১৭৪- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَكُنَّا دَوَائِلَ مُعَلِّقَةً قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ مَهْ يَا عَلِيُّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ قَالَ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سَلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصْبِ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ .

১৭৪। উম্মুল মুনবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে সংগে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। আমাদের কতগুলো খেজুরের ছড়া কুলিয়ে রাখা ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে খেতে লাগলেন এবং আলী (রা)-ও তাঁর সাথে খেতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বলেনঃ ধাম হে আলী! তুমি সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করেছ। রাবী বলেন, তখন আলী (রা) বসে রইলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে থাকলেন। রাবী বলেন, আমি তাদের জন্য বীট ও বার্লি তৈরি করে পেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আলী! এটা তুমি খাও, এটা তোমার (স্বাস্থ্যের) উপযোগী (১৯৮৫)।

১৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فَيَقُولُ أَعْنَدُكَ غَدَاءٌ فَأَقُولُ لَا قَالَتْ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَأَتَانَا يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ أَكَلُ .

১৭৫। উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট (সকালের দিকে) এসে বলতেন : তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না। আইশা (রা) বলেন, তখন তিনি বলতেন : আমি রোযার নিয়াত করলাম। আইশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমার নিকট এলে আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের নিকট কিছু উপটোকন এসেছে। তিনি বলেনঃ তা কি? আমি বললাম, হাইস। তিনি বলেনঃ আমি যে ভোরে রোযার নিয়াত করেছি! আইশা (রা) বলেন, তারপর তিনি তা খেলেন (৬৮২)।

১৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُمَيَّةَ الْأَعْوَرِ عَنْ يَوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ثُمَّ قَالَ هَذِهِ إِدَامٌ هَذِهِ فَآكَلِ .

১৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি যবের রুটির একটি টুকরা নিলেন, অতঃপর তার উপর একটি খেজুর রাখলেন, তারপর বললেন : এ খেজুর এ রুটির ব্যঞ্জন বা সালন। তারপর তিনি তা খেলেন।

১৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ .

১৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাতিল ও পেয়ালার অবশিষ্ট খাদ্য খেতে বেশ পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ : ২৭

খাওয়ার আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ম বর্ণনা।

১৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالُوا لَا نَأْتِيكَ بِوَضْءٍ قَالَ إِنَّمَا أَمْرْتُ بِالْوَضْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ .

১৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হল। লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্য উযুর পানি আনব না? তিনি বলেন : নামায পড়তে দাঁড়ালেই কেবল আমাকে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (১৭৯৬)।

১৭৭ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَاتَى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَتَوَضَّأُ فَقَالَ أَصَلَّى فَاتَوَضَّأُ .

১৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এলে তাঁর সামনে আহার পরিবেশন করা হল। তাঁকে বলা হল, আপনি কি উযু করবেন না? তিনি বলেন : এখন কি আমি নামায পড়ব যে, আমাকে উযু করতে হবে?

১৮০ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكََةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَآخَبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرَكََةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ .

১৮০। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাত গ্রন্থে পড়েছি যে, খাওয়া-দাওয়ার পর উযু করলে তাতে বরকত হয়। এ বিষয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ

করলাম এবং তাওরাতে আমি যা পড়েছি তাও তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে উষু করলে আহায়ে বরকত হয় (১৭৯৫)।

অনুচ্ছেদ : ২৮

খাওয়ার আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব দোয়া পড়তেন।

১৮১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ

أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَدَلٍ الْيَافَعِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَهَ مِنْهُ أَوْلَ مَا أَكَلْنَا وَلَا أَقْلَ بَرَكَهَ فِي آخِرِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا قَالَ إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

১৮১। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট খাবার পরিবেশন করা হল। খাওয়ার প্রথম দিকে তাতে এত বেশি বরকত বোধ হল যে, ইতিপূর্বে আমি কখনো এরূপ দেখিনি। কিন্তু খাওয়ার শেষ দিকে কম বরকত বোধ হল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কেমন ব্যাপার? তিনি বলেন : আমরা প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' পড়েই আহার শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে এমন এক লোক এসে খাওয়ায় শরীক হয়েছে যে মহান আল্লাহর নাম ছাড়াই খেতে আরম্ভ করেছে। ফলে তার সাথে শয়তানও খাওয়ায় शामिल হয়েছে।

১৮২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى أَيْبَانَا دَاوُدُ أَيْبَانَا هَشِيمٌ

الدُّسَوَانِيُّ عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ
فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ .

১৮২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ আহারের সময় বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে সে যেন বলে, “বিসমিল্লাহি আওয়ালাহ ওয়া আখিরাহ” (খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে)।

১৮৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ أَنبَأَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ
أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ أَدْنُ يَا
بُنَى فَمَسَّ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلَّ بِبَيْمَتِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ .

১৮৩। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন তাঁর সামনে আহার উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন, হে বৎস! কাছে এসো, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে আহার কর এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাওয়া আরম্ভ কর (১৮০৫)।

১৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَنبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ
رِيَّاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
فَرَّغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ .

১৮৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারশেষে বলতেন :

“আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

১৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْبَانًا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْأَمَانَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُؤَدَّرٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا .

১৮৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে (আহারশেষে) দস্তরখান তুলে নেওয়ার সময় তিনি বলতেনঃ “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা” (প্রশংসা আল্লাহর জন্য, পর্বাণ্ড প্রশংসা, পরিষ্ক ও মুবারক প্রশংসা এই আহারের জন্য, যা কখনো বর্জনযোগ্যও নয় এবং যা থেকে মুখাপেক্ষীহীন হওয়া যায় না)।

১৮৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتْرِ مَنْ أَصْحَابِهِ فَبَاءَ أَغْرَابِي فَأَكَلَهُ يَلْقَمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ سَعَى لَكُنَّكُمْ .

১৮৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাথীকে নিয়ে আহার করছিলেন। তখন এক বেদুঈন এসে দুই গ্রায়েই খাবার নিঃশেষ করে দিল। রাসূলুল্লাহ

সান্নালাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে যদি বিসমিল্লাহ্ বলত তবে এ খাবার তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত (১৮০৭)।

১৮৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ أَوْ
يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيُحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

১৮৭। আনসি ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নালাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে বান্দা এক গ্রাস খাবার খেয়ে অথবা এক ঢোক পানি পান করে আদ্বাহর প্রশংসা ও শোকর-গোযারী করে তার প্রতি তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ : ২৯

রাসূলুল্লাহ সান্নালাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের শিলালা।

১৮৮- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَخْرَجَ الْبَيْتَا أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ قَدَحًا غَلِيظًا مُضْبِيًّا بِحَدِيدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هَذَا قَدَحُ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ .

১৮৮। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাশ ইবনে মালেক (রা) লোহার পাতলবুদ্ধ একটি কাঠের মোটা পেয়ালার বের করে আমাদের দেখান এবং বলেন, হে সাবিত! এটাই রাসূলুল্লাহ সান্নালাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের পেয়াল।

১৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْبَاتِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ

حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ
وَاللَبَنَ .

১৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পেয়ালায় পানি, নাবীয, মধু ও দুধ সব রকম পানীয় পান করিয়েছি।

অনুবাদ : ৩০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ফলমূল খেয়েছেন।

১৯০ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَزِيُّ أَنبَانَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ
الْقَثَاءَ بِالرُّطْبِ .

১৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে জাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সাথে একত্রে শসা খেতেন (১৭৯৩)।

১৯১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُهَيْبَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ .

১৯১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে একত্রে তরমুজ খেতেন (১৭৯২)।

১৯২ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنبَانَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يَقُولُ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ وَهَبٌ وَكَانَ
صَدِيقًا لَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ
الْخَرِيزِ وَالرُّطْبِ .

১৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী সাদ্দাহ্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খরবুজা ও খেজুর একত্র করে খেতে দেখেছি।

১৯৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ البَطِيخَ بِالرُّطْبِ .

১৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্দাহ্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সাথে তরমুজ মিলিয়ে খেতেন।

১৯৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمْرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيَّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيَّكَ وَأَنْتَ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنْتَ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَفِي مَدِينَتِنَا بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَكَيْدَ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ .

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের গাছে নতুন ফল হতে দেখলে (প্রথমে) তা নবী সাদ্দাহ্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করত। রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহ্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমাদের কলমূলে বরকত দাও, আমাদের এ শহরে বরকত দাও, আমাদের সা’ ও মুদে

(বাঁটখারায়) বরকত দাও। হে আল্লাহ! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু ও তোমার নবী ছিলেন। আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কা নগরীর জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি তোমার নিকট তাঁর অনুরূপ দোয়া মদীনার জন্য করছি, যেদ্বারা তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য করেছিলেন এবং আমি তাঁর দ্বিগুণ দোয়া করছি।” তারপর তিনি কাছে যে ছোট শিশুকে দেখতে পেতেন তাকে ডেকে এনে উক্ত ফল দান করতেন।

১৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَيْبَانَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوَدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ بَعَثَنِي مَعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ وَعَلَيْهِ أَجْرٌ مِنْ قِثَاءٍ زُغَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقِثَاءَ فَاتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حُلِيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ .

১৭৫। রুবাই বিনতে মুআবিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে আফরা (রা) আমাকে কিছু ছোট ছোট শসাসহ এক পাঠ জঙ্গা খেজুর দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকড়ী খেতে পছন্দ করতেন। আমি এগুলো নিয়ে তাঁর নিকট পৌছলাম। তখন তাঁর সামনে বাহরাইন থেকে আগত কিছু অলংকার ছিল। তিনি উক্ত অলংকার থেকে মুঠ করে আমাকে কিছু অলংকার দান করেন।

১৭৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَيْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوَدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ

النَّبِيُّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِّنْ رُّطْبٍ وَأَجْرٍ زُعْبٍ وَأَعْطَانِي مَلَأَ كَفَّهُ حَلِيًّا أَوْ
قَالَتْ ذَهَبًا .

১৯৬। রুবাই বিনতে মুআবিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক পাত্র ভাজা খেজুর ও কচি শসা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এক মুঠ ভর্তি গহনা বা সোনা দান করেন।

অনুব্ধেদ : ৩১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানীয় বস্তু সম্পর্কে।

১৯৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ اثْنَانَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الْحَلْوُ الْبَارِدُ .

১৯৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল শীতল মিষ্টি পানীয় (১৮৪৪)।

২৯৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ بِنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ
فَجَاءَتْنَا بَانَاءٌ مِّنْ لَيْنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ
وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشُّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَثَرْتُ بِهَا خَالِدًا
فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرُ عَلَى سُورِكَ أَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ

১৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ ইবনুল ওলীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাইমূনা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের সামনে এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে পান করলেন। আমি তখন তাঁর ডান দিকে ছিলাম, আর খালিদ ছিলেন তাঁর বাম দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : এবার পান করার অধিকার তোমার। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে খালিদকে অগ্রাধিকার দিতে পার। আমি বললাম, আমি আপনার খুঁটার ব্যাপারে নিজের উপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাকে আল্লাহ কোন খাবার খাওয়ান, সে যেন এ দোয়া পড়ে : “আল্লাহুমা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্‌ইম্না খাইরাম মিনহু” (হে আল্লাহ! এ খাবারের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং ভবিষ্যতে এর চাইতে উত্তম খাবার আমাদের দাও)। আর যাকে আল্লাহ দুধ পান করান, সে যেন নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে : “আল্লাহুমা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু” (হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদের আরো বেশি করে এ নিয়ামত দান কর)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুধ ছাড়া আর কোন জিনিস নেই যা একই সাথে খাবার ও পানীয় উভয়ের কাজ দিতে পারে।

আবু দ্বিসা বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এ হাদীস এরূপই বর্ণনা করেছেন মামার-যুহরী-উরওয়াহ-আইশা (রা) সূত্রে। এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবদুর রায়যাক প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন মামার-যুহরী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসাবে। তাতে তারা উরওয়া-আইশা সূত্রের উল্লেখ করেননি। একইরূপ বর্ণনা করেছেন ইউনুস প্রমুখ যুহরীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

মুরসাল হিসাবে। আবু ইসা বলেন, লোকদের (রাবী) মধ্য থেকে ইবনে উয়াইনা এটি 'মুসনাদ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আর বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা বিনতুল হারিস (রা)। ইনি খালিদ ইবনুল ওলীদের খালা, ইবনে আব্বাস (রা)-র খালা ও ইবনে আসামের খালা। লোকেরা আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন থেকে এ হাদীসের রিওয়াযাত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ আলী ইবনে যায়েদের মাধ্যমে আমর ইবনে আবু হারমালা থেকে বর্ণনা করেন। এছাড়া শোবা (র) আলী ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমর ইবনে হারমালা। তবে সহীহ হল উমার ইবন আবু হারমালা।

অনুবাদ : ৩২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করার নিয়ম সম্পর্কে।

১৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَيْبَانًا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ

وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন (১৮৩০)।

২০০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ

حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنِ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا .

২০০। আমর ইবনে ওআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে (উভয় অবস্থায়) পান করতে দেখেছি (১৮৩১)।

করবে যার সুবাস প্রকাশ পায়, কিন্তু রং দৃষ্টিমোচর হয় না। আর মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুবাস তীব্র নয় (হালকা) (২৭২৪)।

আলী ইবনে হজর-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-জুরাইরী-আবু নাদরা-তাফাবী-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাদ্বাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافِ عَنْ خَانَ عَنْ أَبِي عُمَانَ
النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ
فَأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .

২১৩। আবু উসমান আন-নাহ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কাউকে ফুল উপহার দেয়া হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ তা বেহেশত থেকে আগত (২৭২৮)।

২১৪- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بِنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيِّ
أَبْنَانَا أَبِي عَنْ بِيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ عُرِضَتْ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَلْفَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى
فِي إِزَارِهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ رِدَاءَكَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ مَا رَأَيْتُمْ رَجُلًا أَحْسَنَ
صُورَةً مِّنْ جَرِيرِ الْأَمَّا بَلَّغْنَا مِنْ صُورَةِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

২১৪। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যুদ্ধের জন্য লোক বাছাইকালে) আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সামনে পেশ করা হয়। তিনি চাদর খুলে কেবল লুংগি পরিহিত অবস্থায় হেটে দেখান। তিনি তাকে বলেন, তোমার চাদর পরে নাও। তারপর

উমার (রা) সমবেত লোকদের বলেন, আমি জারীরের চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি। তবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের কাছে যা পৌছেছে তা স্বতন্ত্র।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাক্যাঙ্গণের ধরন।

২১৫- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَ فِصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ .

২১৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না, বরং ধীরস্থিরভাবে স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন। ফলে তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তি যথাযথভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।

২১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَّمَ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَثْنِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لَتُعْقَلَ عَنْهُ .

২১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রয়োজনে) কোন কথা তিনবারও পুনর্বাক্ত করতেন, যাতে (শ্রোতা) তাঁর থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

২১৭- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ أَتْبَانًا جُمَيْعُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ مِّنْ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عَنِ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِيَّ هُنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا قُلْتُ صِفْ مَنْطِقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيلُ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَضْلٌ لَا فَضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ لَيْسَ بِالْجَاهِلِيِّ وَلَا الْأَمْهِنِ يُعْظِمُ النِّعْمَةَ وَأَنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِثْلَهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغَضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِعُضْبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلْبُهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيَمْنَى بَطْنَ إِيْهَامِهِ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَقْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْقَمَامِ .

২১৭। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা (উম্মাতের) চিন্তায় ও (আল্লাহর) ধ্যানের মগ্ন থাকতেন। তাকে শান্ত ও নিশ্চিন্ত দেখা যেত না। দীর্ঘ নীরবতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মুখে কথা বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর কথার শব্দ একটু অপরটি থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হত

এবং তাঁর কথ্য প্রয়োজনের অতিরিক্তও নয় অথবা কমও নয়। তিনি কারো প্রতি কঠোরভাষীও ছিলেন না এবং কাউকে হয়ে প্রতিপন্থও করতেন না। তিনি নিয়ামতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এবং কখনো তার নিন্দা করতেন না। খাদ্যদ্রব্যের বেলায়ও তিনি কোনরূপ নিন্দাবাদ করতেন না, আবার অযাচিত প্রশংসাও করতেন না। পার্শ্ব বা সাংসারিক কোন বস্তুর দরুন তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু সত্য-ন্যায়ের সীমা লংঘিত হলে তাঁর রাগ কিছুতেই ধামতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতিকার করা হত। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না। তিনি কারো প্রতি ইশারা করলে, পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন। কোন বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করলে তিনি হাত উল্টে (উপূর করে) দিতেন। যখন কথা বলতেন, কখনো বা হাত নাড়াতেন, কখনো বা ডান হাতের তালু ঘুরা বাম হাতের কঙ্কালগুলোর পেটে চাপ দিতেন। তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতেন। তিনি যখন আনন্দিত হতেন (লজ্জাবশত) চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেলতেন। তিনি বেশির ভাগ মুচকি হাসি দিতেন, তখন তাঁর দাঁতগুলো শিলাবৃষ্টির ন্যায় চকচক করত।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি প্রসঙ্গ।

৩১৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ أَخْبَرَنَا

الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاطَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
كَانَ فِي سَاقِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا
وَكَانَتْ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلٍ ﷺ .

৩১৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের জঙ্ঘাভাগ ছিল হালকা-পাতলা। তিনি মুচকি হাসি দিতেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে

মনে হত তিনি উভয় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ নবী সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে সুরমা লাগানো থাকত না (আ, হা)।^{১৬}

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

২১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْفَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২১৯। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক মুচকি হাসি দিতে আর কাউকে দেখিনি।^{১৭}

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অবশ্য ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়ই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اسْحَاقَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا كَانَ ضِحْكُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا تَبَسُّمًا .

২২০। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিই দিতেন।

১৬. রাসূলুল্লাহ সাদ্দান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পলক জন্মগতভাবেই কালো ছিল। দেখলে মনে হত যেন তাতে সুরমা লাগানো হয়েছে (অনু.)।

১৭. 'তাবাসসুম' এমন হাসি যাতে কেবল চোঁট নড়ে কিন্তু দাঁত দেখা যায় না এবং শব্দও হয় না, যাকে বলা হয় মিষ্টি হাসি। দাহক এমন হাসি যাতে দাঁত দেখা যায় এবং এক পর্যায়ে শব্দও হয়। "কাহকাহা" হল মুখ খুলে উচ্চ আওয়াজে হাসি এবং এভাবে হাসা মাকরুহ (অনু.)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। আমরা এ হাদীস লাইস ইবনে সাদের রিওয়াজত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রেই কেবল জ্ঞানতে পেরেছি।

২২১- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَنِينًا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا
 أَعْمَشٌ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَوْلَّ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَخْرَجَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُؤْتَى
 بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرَضُوا عَلَيْهِ صَغَارٌ ذُنُوبُهُ وَتُخْبَأُ عَنْهُ
 كِبَارُهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُقْرٌ لَا يَنْكُرُ وَهُوَ
 مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِهَا فَيُقَالُ أَعْطَوْهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمَلَهَا حَسَنَةٌ
 فَيَقُولُ أَنْ لِي ذُنُوبًا مَا أَرَاهَا هُنَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২২১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আমি জানি যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বেহেশতে যাবে এবং সবশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। তার বড় বড় গুনাহসমূহ গোপন রেখে তার ছোট ছোট গুনাহগুলো তার সামনে পেশ করার আদেশ হবে। তাকে বলা হবে, তুমি এই এই দিন এই এই গুনাহ করেছ। সে তা স্বীকার করবে, অস্বীকার করবে না এবং তার মারাত্মক গুনাহসমূহের ব্যাপারে ভীত-শংকিত থাকবে। তারপর আদেশ হবে, তোমরা তার কৃত প্রতিটি গুনাহর স্থলে তাকে একটি করে নেকী দিয়ে দাও। সে বলবে, আমার তো আরো গুনাহ ছিল। সেগুলো তো এখানে দেখছি না। আবু যার (রা) বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ মুহূর্তে) হেসে দিলেন, এমনকি তার দন্তরাজি পর্যন্ত প্রকাশ পেল।

২২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بِيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ الْأَضْحَكَ .

২২২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে (তাঁর নিকট আসতে) বাঁধা দেননি এবং তিনি আমাকে দেখলেই হাসি দিতেন।

২২৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ الْأَتْبَسَمَ .

২২৩। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসি দিতেন।

২২৪- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَحْرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلَقَ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ التَّوْمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ قَالَ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ

أَضَعَفَ النَّبِيَا قَالِ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُنِي مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সবশেষে দোষখ থেকে বেরিয়ে আসবে আমি তাকে চিনি। সে হেঁচড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে (জাহান্নাম থেকে) বেরিয়ে আসবে। তখন তাকে বলা হবে : যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখবে, লোকেরা জান্নাতের সকল স্থান দখল করে নিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! বেহেশতের সব জায়গাই তো লোকেরা দখল করে নিয়েছে। তখন স্ত্রীকে বলা হবে, তুমি যে এক সময় দুনিয়াতে অবস্থান করেছিলে, তখনকার কথা মনে আছে কি? সে বলবে, হাঁ মনে আছে। তাকে বলা হবে, তুমি আকাংখা কর। তখন সে তার আকাংখা ব্যক্ত করবে। বলা হবে, তুমি যা কিছু আকাংখা করেছ তা মনজুর করা হল, তাছাড়া দুনিয়ার দশ গুণ দান করা হল। তখন সে বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি রাজাধিরাজ হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন; আমি দেখলাম, এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসছেন, এমনকি তাঁর দস্তরাজি প্রকাশ পেল (২৫৩৩)।

২২৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أْتَى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا
فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى
ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا
إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ

ضَحَكَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحَكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ
 ضَحَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَبِّيكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ
 اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدًا غَيْرِي .

২২৫। আলী ইবনে রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত থাকার অবস্থায় তার আরোহণের জন্য একটি জন্তুখান আনা হল। তিনি রেকাবে পা রেখে বলেন, বিসমিল্লাহ। তিনি তার পিঠে আরোহণ করে স্থির হয়ে বসে বলেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ। তারপর বলেন, 'সুব্বহানালাযী সাখ্বারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্‌রিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবুন (পবিত্রতা ঐ সত্তার, যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, মচেত একে অনুগত করা ছিল আমাদের সাধ্যের অতীত। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই ফিরে যাব)। এরপর তিনি 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' তিনবার ও 'আল্লাহ আকবার' তিনবার বলেন। তারপর বলেন : "সুব্বহানালা ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফির লী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুন্বা ইন্না আনতা" (তুমিই যাবতীয় ক্রটি থেকে পাক ও পবিত্র। আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা কর প্রভু! তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই)। এরপর আলী (রা) হাসলেন। ইবনে রবীআ বলেন, আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন, হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি, যেরূপ আমি করলাম (যেরূপ আমি দোয়া পড়লাম)। তারপর তিনিও হেসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (দোয়ার পর) আপনার হাস্য কারণ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেছিলেন : বান্দা যখন বলে, হে আমার রব! আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তার এ বিশ্বাসও সুদৃঢ় থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাক করতে পারে সে সাধ্য কারো নেই। তখন আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

২২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ
 سَعْدٍ قَالَ قَالَ سَعْدٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
 حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌ وَكَانَ
 سَعْدٌ رَامِيًا وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرْسِ يُغَطِّي جِبْهَتَهُ فَنَزَعَ لَهُ
 سَعْدٌ بِسَهْمٍ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئْ هَذِهِ مِنْهُ يَعْنِي جِبْهَتَهُ
 وَأَثْقَلَبَ وَتَسَالَ بِرَجُلِهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
 قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ قَالَ مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ .

২২৬। আমার ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম, এমনকি তাঁর সামনের পাটির দস্তুরাজি প্রকাশ পেল। আমার (র) বলেন, আমি বললাম, তিনি কেন হেসেছিলেন? তিনি বলেন, (যুদ্ধ চলাকালে) এক কাফেরের হাতে একটি ঢাল ছিল। আর সাদ (রা) ছিলেন নিপুণ তীরন্দাজ। কিন্তু ঐ কাফের তার ঢালটি ক্ষিপ্ততার সাথে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার কপাল ও মাথা রক্ষা করছিল। সাদ (রা) একটা তীর বের করে তা ধনুকে জুড়ে নিয়ে চুপিসারে অপেক্ষায় থাকলেন। সে যেইমাত্র মাথা উঁচু করে, আমি সাদ (রা) তীর নিক্ষেপ করেন। তা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে তার কপালে বিদ্ধ হলে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, আর তার পদদ্বয় উপরে উঠে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন, এমনকি তাঁর সামনের পাটির দাঁত পরিদৃষ্ট হয়। যাবী বলেন, আমি বললাম, তিনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বলেন, লোকটির সাথে সাদের এ কাজের দরুন।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিকতা ।

২২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شَرِيكَ

عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا
ذَا الْأُذُنَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ يَعْنِي يُمَارِجُهُ .

২২৭। আনাস ইবনে মালেক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো কখনো) তাকে বলতেন : হে দুই কানবিশিষ্ট লোক। মাহমূদ বলেন, আবু উসামা বলেছেন, তিনি কৌতুক করে তা বলতেন (১৯৪১)।

২২৮ - حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ أَنبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي

التَّبَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ إِنَّ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى
يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ .

২২৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (ছোটদের) সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইটিকে কৌতুক করে বলতেন : হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর (ছোট পোষা পাখিটি) (১৯৩৯)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কৌতুক করতেন। এখানে তিনি এক ছোট বালককে ডাকনামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন : হে আবু উমাইর! এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ছোট বালক-বালিকাদের পাখী ধরে খেলার জন্য দেয়াতে কোন দোষ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন : হে আবু উমাইর, কি হল তোমার নুগাইরের। বালকটির একটি বুলবুলি পাখী ছিল। সে তাকে নিয়ে খেলাধুলা করত। পাখীটি মরে

গেলে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তাকে কৌতুক করে বলেন : হে আবু উমাইর, কি করেছে নুগাইর?

২২৯ - حَدَّثَنَا عِيَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَلِيُّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ اثْبَانًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَدْعِينَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا تَدْعِينَا يَعْنِي تُمَارِحُنَا .

২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে সাল্লাল্লাহু রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন। তিনি বলেন : আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি (এমনকি কৌতুকেও) (১৯৪০)।

২৩০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي حَامِلٌ عَلَىٰ وَكِدٍ نَاقَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ .

২৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরোহণযোগ্য একটি সওয়ারীর প্রার্থনা করে। তিনি বলেন : আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আরোহণ করাব। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উষ্ট্রী ছাড়া অন্য কিছু কি উট প্রসব করে (১৯৪২)?

২৩১ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اثْبَانًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। আবু সুফিয়ান (রা) ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবৃত্তি করছিলেন : “আমি সত্য নবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই; আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)”।

২৩৭- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَاَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنْسِ اَنْ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمَرَةَ الْقَضَاءِ وَاِبْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ + اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ .

ضَرْبًا يُزِيلُ اَلْهَامَ عَنْ مَقْبَلِهِ + وَيُذْهِلُ اَلْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ .

فَقَالَ لَهُ عَمْرُ يَا اِبْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللّٰهِ تَعَالَى تَقُولُ شِعْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَمَّ اَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ

২৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরাভুল কাবা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) তাঁর সম্মুখভাগে এই কবিতা আবৃত্তি করে হেটে যাচ্ছিলেন : “হে বনী কুফফার! ছেড়ে দে তাঁর চলার পথ! আজি মারব তোদের কুরআনের ভাষায় মারার মত। কল্পা উড়ে যাবে তোদের গর্দান হতে, বন্ধু হবে বন্ধু থেকে জুদা তাতে।”

উমার (রা) তাকে বলেন, হে ইবনে রাওয়াহা! মহান আল্লাহর হেরেমের ভেতর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উমার! ছেড়ে দাও, তাকে বলতে দাও। কেননা এ কবিতা তাদের অস্তুরে শরাঘাতের চাইতেও মারাত্মক হয়ে বিদ্ধ হবে (২৭৮৪)।

২৩৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَتَانَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشِدُونَ الشُّعْرَ وَيَتَذَكَّرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرَبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ .

২৩৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শতাধিক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর সাথীরা কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিষয়াদি আলোচনা করতেন। তিনি চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন (২৭৮৭)।

২৩৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَتَانَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمْتُ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةٌ لَيْبِدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ .

২৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আরব কবিদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কথা বলেছে লাবীদ। তা হল: “আলা কুল্ল শাইয়িন মা খালান্নাহা বাতিলুন” [ওনো হে মানুষ ভাই, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল (২৭৮৬)]।

২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَتَانَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَصْرُو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمِّهِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هِيَ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ يَغْنِي بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ كَادَ لِيُسَلَّمَ .

২৪০। আমার ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থানে তাঁর সাথে তাঁর পেছনে আরোহিত ছিলাম। তখন আমি উমাইয়া ইবনে আবুস্ সালতের এক শত কবিতার পংক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলাম। একটি পংক্তি আবৃত্তি করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলতেন : আরো শুনাও। এভাবে আমি এক শতটি পংক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনাই। অবশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে ইসলামের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। ১৭

২৪১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ
وَأَلْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحْسَانَ
بْنِ ثَابِتٍ مَثْبِرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُنَافِعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ
يُؤَيِّدُ حَسَانَ بَرُوحَ الْقُدُسِ مَا يُنَافِعُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৪১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা)-র জন্য মসজিদে একটি মিম্বার রেখে দিতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গৌরবসূচক কবিতা পড়তেন অথবা তিনি (আইশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে (কাফেরদের কুৎসার) প্রতিউত্তর দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : হাস্‌সান যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১৭. উমাইয়া ইবনে আবুস্ সালতের কবিতার মধ্যে একত্ববাদ, আখেরাত ও ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা ছিল বেশি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন (অনু.)।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কাঙ্ক্ষেরদের প্রতিউত্তর দেয়, ততক্ষণ আল্লাহ পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা তাকে সহায়তা করেন (২৭৮৩)।

ইসমাঈল ইবনে মুসা ও আলী ইবনে হুজর-ইবনে আবুয যিনাদ-তার পিতা-উওয়া-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈশ আলাপ প্রসঙ্গে।

২৬২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ الْبَزَّارِ أَنبَأَنَا أَبُو النَّضْرِ أَنبَأَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثًا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةٍ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةٌ أَنْ خُرَافَةٌ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُدْرَةَ أَسْرَتَهُ الْجِنُّ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدَّوهُ إِلَى الْإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةٍ حَدِيثُ أُمَّ زَرْعٍ .

২৪২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একটি কাহিনী শুনান। তাদের একজন বলেন, এতো খুরাফার কাহিনীর মতই মনে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : খুরাফা কে তোমরা তা জান কি? খুরাফা ছিল উযরা গোত্রের সদস্য। জাহিলী যমানায় এক রাতে জিনেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। সে বহুদিন তাদের সাথে কাটায়। অতঃপর তারা তাকে লোকালয়ে ফেরত দিয়ে যায়। সে জিনদের দেশে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দেখেছিল সেগুলো লোকদের নিকট বর্ণনা করত।

তখন থেকে লোকেরা এই খুরাফার কাহিনী উষ্ম যারআর কাহিনীর সাথে তুলনা করে।

২৪৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ أَحَدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدَنَ وَتَعَاقَدَنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا فَقَالَتْ قَالَتِ الْأُولَى لِرَجُلٍ لَحْمٌ جَمَلٍ غَثٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعَرٍ لَا سَهْلَ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى قَالَتْ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرَهُ إِنْ أَذْكَرَهُ أَذْكَرُ عَجْرَهُ وَيُجْرَهُ قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي الْعَشْتُقُ إِنْ أَنْطَقَ أَطْلُقُ وَإِنْ أَسْكُتَ أَعْلَقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلُ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا مَخَافَةٌ وَلَا سَامَةٌ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهَدَّ وَإِنْ خَرَجَ أَسَدٌ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهْدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفٌّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفُّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَيْتُ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي عِبَايَاءُ أَوْ غِيَابَاءُ طَبَقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَكٌ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَعَ كَلًّا لَكَ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْتَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْتَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمُبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيَقْنُ أَنَّهُنَّ هُوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشَرَ

زَوْجِي أَبُو زَرَعٍ فَمَا أَبُو زَرَعٍ أَنَا مِنْ حُلِيِّ أَدْنَى وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ
 عَضْدِي وَبَجَحَنِي فَبَجَحْتُ إِلَى نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غَنِيمَةِ يَسْقِي
 فَبَجَعَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ أَطِيطِ وَدَائِسِ وَمُنِّي فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَقْبَحُ
 وَأَرْقُدُ فَاتَّصَبَحُ وَأَشْرَبُ فَاتَّقَمَهُ أُمُّ أَبِي زَرَعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرَعٍ
 عَكُومُهَا رِدَاحٌ وَيَتُّهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرَعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرَعٍ
 مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ وَتُشْبَعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرَعٍ فَمَا بِنْتُ
 أَبِي زَرَعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلءُ كِسَانِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا
 جَارِيَةُ أَبِي زَرَعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرَعٍ لَا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَبْشِيئًا وَلَا
 تَنْقُتُ مِيرَاتَنَا تَنْقِيئًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيئًا قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرَعٍ
 وَالْأَوطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ
 مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَتَكَحَّهَا فَتَكَّحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا
 سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطْبًا وَأَرَّاحَ عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ
 كُلِّ رَاحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِّي أُمُّ زَرَعٍ وَمِيرِي أَهْلَكَ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ
 كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ أُنْيَةِ أَبِي زَرَعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زَرَعٍ لِأُمِّ زَرَعٍ .

২৪৩। আইশা (রা) বলেন, এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসে
 প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন
 খবরই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী শীর্ণকায়,
 দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এক পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে,
 যেখানে আরোহণ করা সহজ নয় এবং গোশতের মধ্যে তেমন চর্বিও নেই,

বার কারণে কেউ সেখানে উঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পারে। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারব না। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল দুর্কলতা এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করব। তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে তা জানতে পারে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দিবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তিহামার রাতের মত মধ্যম, যা না গরম না ঠাণ্ডা (নাতিশীতোষ্ণ)। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী, (ঘরে) প্রবেশ করে তখন চিতাবাঘের ন্যায় এবং যখন বাইরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না। ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী আহা করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে কিছুই বাকি রাখে না। সে যখন নিদ্রা যায় (আমাকে দূরে রেখে) একই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিগুটি মেয়ে গুয়ে থাকে; এমনকি হাত বের করেও দেখে না যে, আমি কি হালে আছি (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের খবরও নেয় না)। সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী পথভ্রষ্ট, দুর্বলচিন্তা এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি হতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় (খুবই দুর্বল ও হালকা এবং মহিলাদের জন্য অনভিপ্রেত) এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারনাবের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ন্যায়। নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উঁচু অটালিকার ন্যায় (উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন) এবং তরবারি কুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (দানশীল ও সাহসী)। তার ছাই-ভেজের পরিমাণ প্রচুর এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম মালেক, আর আমি মালেকের কি প্রশংসা করব? সে হচ্ছে এর চাইতেও

অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার সম্পর্কে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সে তার অনেক উর্ধে)। তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় (মেহমানদের জন্য জবেহ করার জন্য) এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশি (বা ভাধুরার) আওয়াজ শোনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অতিথিদের জন্য জবেহ করার ব্যৱস্থা হচ্ছে। একাদশ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে আবু যারআ, তার কথা কি আর বলব? সে আমাকে এত বেশী অলঙ্কার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে (আমি মুটিয়ে গেছি)। সে আমাকে এত সুখে রেখেছিল এবং আমি এত আনন্দিত ছিলাম যে, এজন্য আমি নিজেকে গর্বিত মনে করতাম। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে আনে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল (খুব গরীব ছিল)। অতঃপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হেঁস্বাধ্বনি, উষ্ট্রের হাওদার ঝটখটানী এবং শস্য মাড়াইয়ের ঝংঝংসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে ভৎসনা বা বিদ্রূপ করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে দেরী করে ঘুম থেকে জাগতাম, যখন আমি (পান করতাম) খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যারআর মা, তার কথা কি বলব! তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। আবু যারআর পুত্রের ব্যাপারে কি আর বলব! সেও খুব ভালো ছেলে। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষমুণ্ড তরবারি (ছিমছাম দেহবিশিষ্ট)। আর তার খাদ্য মাত্র (চার মাস বয়স্ক) ছাগলের একখানা পা (অর্থাৎ স্বল্পভোজী)। আর আবু যারআর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে স্বীয় পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সুঠামদেহের অধিকারিণী, যা তার সতীনদের জন্য সর্বদা ঈর্ষার উদ্রেক করে। আবু যারআর ক্রীতদাসী, তার গুণের কথাই বা কত বলব! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে না, বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না, আমাদের ঘরকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না। একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। আবু যারআ (যখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল) এমন সময়

বাইরে বের হয় এবং সে এক রমণীকে দেখতে পায়, যার সাথে দু'টি পুত্র সন্তান ছিল। তারা তার মায়ের স্তন নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধপান করছিল এবং খেলছিল)। এ মহিলাকে দেখে (অমর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দেয় এবং তাকে বিবাহ করে। অতঃপর আমি আর এক সজ্জন ব্যক্তিকে বিবাহ করি, যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মু যারআ! তুমি (এগুলো থেকে) ঋণ এবং নিজ আত্মীয়- স্বজনদেরও নিজ খুশীমত উপহার দাও। মহিলা আরও বলে, কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারআর সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারে না। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : “আবু যারআ তার স্ত্রী উম্মু যারআর প্রতি যেরূপ আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ”।^{১৮}

অনুবাদ : ৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানে সম্পর্কে।

২৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنبَأَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

أَنبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيَمْنَى تَحْتَ حَذِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

২৪৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে বলতেন : “প্রভু! যেদিন তুমি তোমার

১৮. শুধু পার্থক্য একটু যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেইনি, কল্প জাজীবন সম্বাবহার করে আসছি। স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারই এ হাদীস উদ্ধৃতির কারণ (সঙ্গা.)।

বান্দাদের পুনর্জীবিত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর।”

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাল্লা-আবদুর রহমান-ইসরাঈল-আবু ইসহাক-আবু উবাইদা- আবদুল্লাহ (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে (ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা-এর স্থলে) “ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাকা” (যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের সমবেত করবে) আছে।

২৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِيعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَالْبِهِ النُّشُورُ .

২৪৫। হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মরি (ঘুমাই) এবং জীবিত হই (জেগে উঠি)।” তিনি ঘুম থেকে জেগে বলতেন : “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের (নিদ্রিত করার) পর পুনরায় জীবিত (জাগ্রত) করেছেন। তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।”

২৬৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَّالَةَ عَنْ عَقِيلِ أَرَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفِيَّهُ فَنَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

২৪৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তার উভয় হাত একত্র করে তার উপর ফুঁ দিতেন 'কুল হুয়াল্লাহ আহাদ', 'কুল আউযু বিরক্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরক্বিন নাম' সূত্রায় পড়ে, অতঃপর শরীরের যতদূর পর্বস্ত্র হাত বুলান সম্ভব ততদূর হাত বুলাতেন। তিনি তিনবার এরূপ করতেন। তিনি মাথা থেকে আরম্ভ করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, দেহের সম্মুখভাগ এবং শেষে শরীরের বাকী অংশে হাত বুলাতেন।

২৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَاتَاهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

২৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালেন, এমনকি তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। আর তিনি ঘুমালেই নাক ডাকতেন। বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জামায়াত প্রস্তুত বলে অবগত করলেন। তিনি উঠে গিয়ে নামায পড়লেন, কিন্তু পুনরায় উষু করেননি। এ হাদীসে আরো ঘটনা আছে।^{১১১}

২৪৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَّأَنَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا حَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَوَّى .

১১১. এ হাদীসের অবশিষ্ট বিস্তৃত বর্ণনা পন্থবর্তী অনুচ্ছেদের ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আসছে। ঘুমের দ্বারা উষু না ছুটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি ঘুম গেলে আমার চক্ষু ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রতই থাকে। কাজেই ঘুমের দ্বারা তার উষু ভংগ হত না (অনু.)।

২৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়াময় যেতেন, তখন বলতেন: “আলহামদু লিল্লাহিহিহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়াময় যেতেন, তখন বলতেন: “আলহামদু লিল্লাহিহিহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম মিন্হান্না লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুবিয়া” (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাদ্য দান করেছেন, পানীয় পান করিয়েছেন, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন ক্ষেপে পরিমাণে পূরণ করেছেন এবং আমাদের শোকার জন্য আশ্রয়স্থল দান করেছেন। এমন বহু লোক রয়েছে, যাদের এতটুকু প্রয়োজন মেটাবার ও আশ্রয় গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেই”।

২৪৯ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَسَ بَلِيلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ .

২৪৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা (সফরে থাকাকালীন) শেষ রাতের দিকে আরাম করতে চাইলে শয্যা রচনা করে ডান কাতে গুয়ে ঘুমাতেন। আর তিনি সুবহে সাদেকের নিকটবর্তী সময়ে আরাম করতে চাইলে তাঁর কনুইয়ের উপর হাত ঝাড়া করে দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতেন।

অনুবাদ : ৪০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত-বন্দেগী।

২৫০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَشْرُ بْنُ مَعَاذٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَقَلَّ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

২৫০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল) নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন এই যে এত কষ্ট স্বীকার করেন, অথচ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ আন্বাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

২৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ جُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ

مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنْ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল) নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হল, আপনি এটা করছেন? অথচ আপনাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আন্বাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

২৫২ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ عَثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ

الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنِي عَمِيُّ يَحْيَى بْنُ عَيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّفَعَلْ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে,

তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে বলা হত, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এরূপ (কষ্ট) করছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সার্বভৌম গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি বলতেন : আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

২৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السُّحْرِ أَوْ تَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَتَبَّ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَقَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَتَوْضَأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

২৫৩। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন, তারপর উঠে (তাহাজ্জুদ) নামাযে দাঁড়াতে। রাত শেষ হয়ে আসলে তিনি বিতর নামায পড়ে শয্যা গ্রহণ করতেন এবং আগ্রহ হলে স্ত্রীর নিকট এসে প্রয়োজন মেটাতে। অতঃপর আযান শোনামাত্র তিনি উঠে পড়তেন এবং নাপাক অবস্থায় থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উষু করে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

২৫৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سَلِيمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ قَاضِطَجَعْتُ فِي عَرَضِ الْوَسَادَةِ وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ

রাকআত। মাআন (র) বলেন, ছয় বার। তারপর তিনি বিতুর নামায় পড়ে শয্যাগত হন। অতঃপর তাঁর নিকট মুআযযিন আসেন। তিনি উঠে হালকাভাবে সংক্ষেপে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায় পড়েন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে ফজরের নামায় পড়েন। ১৯

২৫৫ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা (বিতুরসহ) তের রাকআত নামায় পড়তেন। ২০

২৫৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

২৫৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের কারণে বা ঘুমের আধিক্যের কারণে রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) নামায় পড়তে অপারগ হলে, দিনের বেলা বার রাকআত নামায় পড়ে নিশ্চেন। ২১

১৯. ইমাম আবু হানীফা এবং হানাফী মাযহাব মতে তাহাজ্জুদ নামায় ১২ রাকআত (সম্পা.)

২০. হানাফী মাযহাবমতে, বিতুর নামায় তিন রাকআত এবং কোন কোন মাযহাব মতে এক রাকআত (সম্পা.)

২১. এ হাদীস থেকেও তাহাজ্জুদ নামায় ১২ রাকআত প্রমাণিত হয়। উপরন্তু এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, কোন কারণে রাতের নফল ইবাদত করতে না পারলে তৎপরিমাণ ইবাদত দিনের বেলা করা যেতে পারে (সম্পা.)।

২৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ

بِعْنِي ابْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ .

২৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য
উঠলে সে যেন (আগে) সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।

২৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا

اسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ
بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ
عَتَبَتَهُ أَوْ فَسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ
صَلَّى رُكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهَمَّا
دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهَمَّا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ
صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهَمَّا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهَمَّا دُونَ
اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشَرَ رُكْعَةً .

২৫৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি সংকল্প করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নামায গভীর মনোযোগ সহকারে দেখব। আমি তাই তাঁর
ঘরের বা তাঁবুর চৌকাঠের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়লেন,
তারপর অতি দীর্ঘ দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর ঐ দুই রাকআতের

চাইতে কিছু কম দীর্ঘ দুই রাকআত নামায পড়লেন, তারপর আরো দুই রাকআত পড়লেন, ঐ দুই রাকআতের চাইতে কিছু কম দীর্ঘ, তারপর আরো দুই রাকআত পড়লেন তার চাইতেও কম দীর্ঘ। সবশেষে তিনি বিতর পড়লেন। সর্বমোট তের রাকআত নামায হল।

২৫৯- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّامَ قَبْلَ أَنْ تَوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَتَّامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

২৫৯। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদের) নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকআতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি আরো চার রাকআত পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কেও আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। অবশেষে তিনি তিন রাকআত বিতর নামায পড়তেন। আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বিতর পড়ার পূর্বে কি ঘুমান? তিনি বলেন : হে আইশা! আমার দুই চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না (৪১৪)।

২৬০- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيُ مِنَ
اللَّيْلِ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا
اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ .

২৬০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা এগারু রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে এক রাকআত পড়তেন বিতর। নামাযশেষে অবসর হয়ে তিনি ডান কাত্তে শুয়ে পড়তেন (৪১৫)।

ইবনে আবু উমার-মান-মালেক-ইবনে শিহাব (র) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা-মালেক-ইবনে শিহাব (র) সূত্রেও একইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৬১- حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ
تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

২৬১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো) রাতের বেলা নয় রাকআত নামায পড়তেন (৪১৭)।

মাহমুদ ইবনে গাইলান-ইয়াহুইয়া ইবনে আদাম-সুফিয়ান সাওরী-আমাশ (র) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ
وَالْجَبْرُوتِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ
رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوعِهِ
وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَانَ سَجُودُهُ نَحْوًا
مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثُمَّ
رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السُّجُودَيْنِ نَحْوًا مِّنَ السُّجُودِ وَيَقُولُ رَبِّ
اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي حَتَّى قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَأَلْ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ
وَالْأَنْعَامَ شُعْبَةَ الَّذِي شَكَ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ .

২৬২। হযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লেন। রাবী বলেন, তিনি নামাযে দাখিল হওয়ার পর বলেন : “আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, শাহানশাহ-রাজাধিরাজ, প্রতিপালক, শ্রেষ্ঠ ও মহত্বের অধিকারী”, তারপর (সূরা আল-ফাতিহা পাঠান্তে) সূরা আল-বাকারা পড়েন, অতঃপর রুকু করেন। তাঁর রুকু ছিল কিয়ামের (দাঁড়ানোর) সমান দীর্ঘ। রুকুর অবস্থায় তিনি বলেন : “সুবহানা রক্বিয়াল আযীম, সুবহানা রক্বিয়াল আযীম (আমার মহান রব অতীব পবিত্র, আমার মহান রব অতীব পবিত্র), অতঃপর রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়ান। তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাণও ছিল তাঁর রুকুর মতই দীর্ঘ। এ সময় তিনি বলছিলেন : “লিরক্বিয়াল হামদ, লিরক্বিয়াল হামদ” (আমার প্রভুর জনই সকল প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা)। এরপর তিনি সিজদা করলেন এবং তাঁর সিজদাও ছিল তাঁর দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ। সিজদায় তিনি বলছিলেন :

“সুবহানা রক্বিয়াল আলা, সুবহানা রক্বিয়াল আলা (আমার মহান প্রভু অতীব পবিত্র, আমার মহান প্রভু অতীব পবিত্র)। তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলে বসলেন। তাঁর দুই সিজদার মধ্যবর্তী ষেঠকও ছিল সিজদার সমান দীর্ঘ। এ অবস্থায় তিনি বলছিলেন, “রক্বিগফির লী, রক্বিগফির লী” (প্রভু আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন)। তিনি এ নামায়ে একাদিক্রমে সূরা আল-বাকারা, সূরা আল ইমরান, সূরা আন-নিসা, সূরা আল-মাইদা ও সূরা আল-আনআম পড়লেন। ২২ রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল-মাইদা পড়েছেন, না আনআম পড়েছেন এ সম্পর্কে শোবার সন্দেহ আছে।

আবু ইসা বলেন, আবু হাম্বার নাম তালহা ইবনে যায়েদ। আর আবু হাম্বা আদ-দাবায়ির নাম নাসর ইবনে ইমরান।

২৬৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي
الْمَعْتُوكِلِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَابَةَ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً.

২৬৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের একটিমাত্র আয়াত পাঠ করেই গোটা রাত কাটিয়ে দিলেন (৪২৩)। ২০

২২. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকআতে চারটি সূরা পড়েছিলেন। আবু দাউদের রিওয়ায়েত থেকে তাই জানা যায়। তবে একই রাকআতে একাধিক সূরাও তিনি পড়তেন (অনু.)।

২৩. আয়াতটি ছিল : أَنْ تَعْبُدَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَبِمَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ : (হে আল্লাহ!) তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো পুরাতনশালী সর্বজ্ঞ” (সূরা আল-মাইদা : ১১৮)।

২৬৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قِيلَ لَهُ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ لَنْ أَقْعُدَ وَأَدْعَ النَّبِيَّ ﷺ

২৬৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন যে, (ক্লান্ত হয়ে) আমার মনে একটা অশুভ ধারণার উদ্ভব হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার অন্তরে কিরূপ ধারণা এসেছিল? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা নামাযে রেখে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী-জারীর-আমাশ (র) সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৬৫ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرًا مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

২৬৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো কখনো) বসে নামায পড়তেন এবং কিরাআতও বসা অবস্থায় পড়তেন। তিনি তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট কিরাআত পড়তেন। তিনি কিরাআত শেষে রুকু ও সিজদা করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।

২৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ .

২৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, তিনি (কখনো) দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে নামায় পড়তেন, আবার (কখনো) দীর্ঘ রাত ধরে বসে বসে নামায় পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়লে দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই রুকু-সিজদায় যেতেন এবং বসে কিরাআত পড়লে বসা অবস্থায়ই রুকু-সিজদা করতেন।

২৬৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السُّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَرُبَّمَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

২৬৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো) বসে বসে নফল নামায় পড়তেন। তাতে তিনি যে সূরা পড়তেন তা এত দীর্ঘস্থিরতার সাথে পড়তেন যে, ছোট সূরাও দীর্ঘতর সূরার চাইতেও দীর্ঘ হয়ে যেত।

২৬৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَوَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

২৬৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের নিকটবর্তী কালে অধিকাংশ সময়ে (নফল) নামায বসেই পড়তেন।

২৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ .

২৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের আগে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত তাঁর ঘরে এবং ইশার পরে দুই রাকআত (সুন্নাত নামায) তাঁর ঘরে পড়েছি। ২০

২৩. এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ার অর্থ জামাআতে পড়া নয়, বরং তাঁর দেওয়ানেশি পড়া। কারণ এখানে বর্ণিত নামাযগুলো সুন্নাত। আর এ সুন্নাত নামায জামাআতে পড়ার বিধান নেই। এ হাদীসে সুন্নাত নামাযের যে পরিমাণ দোয়া হয়েছে, হানীফী মাযহাবে তাই গ্রহণ করা হয়েছে, একমাত্র যোহরের নামায ছাড়া। অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা থেকে যোহরের ফরযের আগে চার রাকআত সুন্নাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সুন্নাত নামাযসমূহ ঘরে পড়তেন (অনু.)।

২৭০- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
عَنْ جَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ
صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا
رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ
الْفَجْرِ ثَلَاثِينَ :

২৭০। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
আইশা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সুন্নাত) নামায
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি যোহরের ফজরের পূর্বে দুই
রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পর দুই রাকআত, ইশার পর
দুই রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তেন (৪১১)।

২৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا
عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ قَالَ فَقَالَ أَنْكُمْ لَا
تُطِيقُونَ ذَلِكَ قَالُوا قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ صَلَّى فَقَالَ كَانَ إِذَا
كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ
وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى
أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا
وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ
وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ .

২৭১। আসেম ইবনে সুররা (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-কে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবাভাগের (নফল) নামায

সম্পর্কে স্ক্রিপ্টিস করলাম। তিনি বলেন, তা তোমাদের সেই ক্ষমতা নেই। আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে যার সাথে কুলায় সে পড়বে। আলী (রা) বলেন, আসরের সময় সূর্য যত উপরে থাকে, সকালের দিকে যখন সূর্য ততটা উপরে উঠত, তখন তিনি দুই রাকআত (ইশ্রাকের) নামায পড়তেন। পশ্চিম দিকে সূর্য যতদূর উপরে থাকলে যোহরের ওয়াস্ত অবশিষ্ট থাকে, পূর্বদিকে সূর্য তত উপরে উঠলে তিনি চার রাকআত (সাল্লাতুদ দোহা বা চাশত) নামায পড়তেন। এছাড়া তিনি যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত পড়তেন। আসরের পূর্বেও তিনি দুই সালামে চার রাকআত পড়তেন এবং তার মাঝখানে তিনি নৈকটখাণ্ড ফেরেশতাগণ, আঙ্কিয়া (আ) এবং তাদের অনুগত মুমিন-মুসলমানের জন্য শান্তি কামনা করতেন (আস্তাহিয়্যাতে পড়তেন)।

২৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ خَفِيفَتَيْنِ .

২৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার বোন) হাফসা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ফজরের ওয়াস্ত হলে এবং মুআযযিন আযান দিলে পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্তকারে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

২৭৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مَعْلُوْبَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ بَرْقَانَ عَنْ مَيْسُوْنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِرِكَعَتِي الْعِدَاةِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিকট থেকে আট রাকআত (সুন্নাত) নামায মুখস্ত করেছি। ষোহরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাকআত এবং এশার (ফরযের) পর দুই রাকআত। ইবনে উমার (রা) বলেন, হাকসা (রা) আমাকে ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআতের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ দুই রাকআত পড়তে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ : ৪১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাশতের নামায।

২৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرُّشَكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ نَعَمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২৭৪। মুআযা (র) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সালাতুদ দুহা (চাশতের নামায) পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চার রাকআত। আর পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর মর্জি হলে তিনি আরো বেশি পড়তেন।

২৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ عَنْ حُمَيْدِ

الطَّرِيقِ عَنِ اَبْنِ بِنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتِّ
رُكْعَاتٍ .

২৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায় ছয় রাকআত পড়তেন।

২৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيٍّ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ لَنَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَاعْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِيَّ
رُكْعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَوةً قَطُّ أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ
الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

২৭৬। আরদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায় পড়তে
দেখেছেন বলে আমাকে উম্মু হানী (রা) ছাড়া আর কেউ অবহিত
করেননি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা
বিজয়ের দিন তার ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর গোসল করে তিনি আট
রাকআত নামায় পড়েন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
এত সন্তোষে আর কখনো অন্য কোন নামায় পড়তে দেখিনি। অবশ্য
তিনি রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবেই করেন।

২৭৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ
الْجَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ إَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .

২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না; তবে সফর থেকে ফিরে এলে পড়তেন।

২৭৮ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْبَعَةَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيَهَا .

২৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিয়মিত চাশতের নামায পড়তেন এবং আমরা বলতাম, তিনি বুঝি এ নামায আর ছাড়বেন না। আবার কখনো তিনি চাশতের নামায এমনভাবে ছেড়ে দিতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়ত আর এ নামায পড়বেন না।

২৭৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِجَابٍ عَنْ قُرَيْعِ الضُّبِيِّ أَوْ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ قُرَيْعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ الرُّكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تَفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَأَحِبُّ أَنْ يُصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ قُلْتُ أَمَّا كَلِّهِنَّ قِرَاءَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا .

২৭৯। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমে ঢলার পূর্বে সর্বদা চার রাকআত নামায পড়তেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পূর্বে আপনি এই চার রাকআত নামায নিয়মিত পড়ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার সময় হলে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ করা হয় না। ঐ সময় আমার কিছু নেক আমল আকাশে পৌঁছক, এটাই আমি পছন্দ করি। আমি বললাম, ঐ নামাযের প্রতি রাকআতে কি কিরাআত পড়তে হয়? তিনি বলেন : হাঁ। আমি বললাম, দুই রাকআত পর সালাম কিরাতে হয় কি? তিনি বলেন : না।

আহমাদ ইবনে মানী-আবু মুআবিয়া-উবাইদা-ইবরাহীম-সাহ্ম ইবনে মিনজাব-কাযাআ-আল-কারসা-আবু আইউব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ مُسْلِمٍ بِنِ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحِبَّ أَنْ يُصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

২৮০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেনঃ এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এ সময় আমার কিছু সৎকাজ আসমানে উঠক, আমি তাই পছন্দ করি।

২৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ

الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ مِشْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

ضَمْرَةٌ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّيهَا عِنْدَ الزُّوَالِ وَيَتَدُّ فِيهَا .

১৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যোহরের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার সময় চার রাকআত নামায পড়তেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : ৪২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে নফল নামায পড়া সম্পর্কে।

٢٨٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ
فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبُ بَيْتِي مِنَ
الْمَسْجِدِ فَلَا أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً .

২৮২। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, (নফল) নামায আমার ঘরে পড়া ভালো, না মসজিদে পড়া ভালো? তিনি বলেন : তুমি তো দেখছ, আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে। তথাপি ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায আমি আমার ঘরে পড়তেই ভালোবাসি।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা।

٢٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ

عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مِثْلَ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ الْأَرْمَازَانَ .

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো অবিরাম রোযা রাখতেন। আমরা বলতাম, তিনি বুঝি পুরো মাসই রোযা রাখবেন। তিনি আবার কখনো একটানা রোযা বর্জন করতেন। আমরা বলতাম, এ মাসে হয়ত তিনি রোযা রাখবেন না। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর থেকে রম্মানের রোযা ছাড়া কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَقْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَصُومُ عَنِ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتُ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ نَائِمًا .

২৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কোন মাসে তিনি ক্রমাগত রোযা রেখে যেতেন। মনে হত তিনি বুঝি এ মাসে আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কোন মাসে তিনি একাধারে রোযা ছাড়তেন। মনে হত তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। ছুমি যদি তাঁকে রাতভর নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতে, তবে সেই অবস্থায়ই

তাকে দেখতে পেতে। আর যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে তাঁকে সেই অবস্থায়ই দেখতে পেতে (৭১৭)।

২৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ اثْبَانًا شَعْبَةَ

عَنْ أَبِي بَشْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ الْأَرْمَازَانَ .

২৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তাঁর বুঝি (এ মাসে) রোযা ভাংগার ইচ্ছা নেই। আবার তিনি একাধারে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তাঁর বুঝি (এ মাসে) রোযা রাখার ইচ্ছা নেই। তিনি (হিজরত করে) মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাসের রোযা ছাড়া কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

২৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

২৮৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান ও রমযান মাস ছাড়া একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে দেখিনি (৬৮৪)।

আবু ইসা বলেন, উক্ত হাদীসের সনদসূত্র সহীহ। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আবু সালামা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রেও। একাধিক রাবী এ হাদীস

আবু সালামা-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। হয়ত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) উক্ত হাদীস আইশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) উভয়ের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৮৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

২৮৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান মাসের মত আর কোন মাসে এতো বেশি রোযা রাখতে দেখিনি। মাত্র কয়েক দিন ছাড়া গোটা শাবান মাসই তিনি রোযা রাখতেন। বলতে কি তিনি পুরো মাসই রোযা রাখতেন (৬৮৫)।

২৮৮- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুম্মুআর দিনের রোযা খুব কমই ভাঙতেন (৬৯০)।

২৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ

ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مَنِ آيَهُ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ كَانَ لَا يَبَالِي مِنْ آيِهِ صَامَ .

২৮৯। মুআযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন কোন তারিখে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, তিনি যে কোন দিন এই রোযা রাখতেন, এ ব্যাপারে তিনি কোনরূপ ইতস্তত করতেন না (৭১১)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইয়াযীদ আর-রিশক হলেন ইয়াযীদ আদ-দুবাই এবং ইনিই হলেন ইয়াযীদ ইবনুল কাসিম। ইনি ছিলেন বণ্টনকারী। বসরাবাসীদের আঞ্চলিক ভাষায় রিশক অর্থ বণ্টনকারী। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ, হাম্বাদ ইবনে যায়েদ, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম প্রমুখ ইমামগণ।

২৯০ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَيْبَعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

২৯০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন (৬৯৩)।

২৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ .

২৯১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চাইতে অধিক রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না।

২৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ .

২৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর নিকট বান্দার) আমলসমূহ পেশ করা হয়। রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয় (৬৯৫)।

২৯৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمَعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْأَثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ الْحَمِيسَ .

২৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন এবং অপর মাসে মংগল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন (৬৯৪)।

২৯৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا افْتَرَضَ
رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ
وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

২৯৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের
যমানায় কুরাইশরা আশুরার দিন রোযা রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই দিন রোযা রাখতেন। তিনি (হিজরত করে)
মদীনাতে আসার পরও এই দিন রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরও
রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর
রমযানের রোযাই ফরয হিসেবে রয়ে গেল এবং আশুরার রোযা পরিত্যক্ত
হল। ফলে যার ইচ্ছা সে এই দিন রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা রোযা
রাখত না (৭০১)।

২৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْصُ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ كَانَ
عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمُ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ .

২৯৫। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা
(রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কোনও ইবাদতের জন্য বিশেষ কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি
বলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী বা নিরবচ্ছিন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত আমল করার সামর্থ্য তোমাদের কার আছে?

২৯৬ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي

امْرَأَةً فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلَانَةٌ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَعْلُ حَتَّى تَمْلُوا وَكَانَ
أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

২৯৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট এক মহিলা উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন : এ মহিলা কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা। সে রাতে ঘুমায় না (ইবাদতে কাটায়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নফল ইবাদত করা কর্তব্য। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ প্রতিদান দিতে বিরক্ত হবেন না, কিন্তু তোমরা (ইবাদত করতে করতে) বিরক্ত হয়ে পড়বে। কোন ব্যক্তি নিয়মিত করতে পারে এরূপ আমলই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।

২৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّقَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ
فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَيُّ
الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلَّ .

২৯৭। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় আমল ছিল কোনটি? তারা উভয়ে বলেন, পরিমাণে কম হলেও যে আমল নিয়মিত করা যায়, সেটাই তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ

حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيُ فَقُمْتُ مَعَهُ فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقْرَةَ فَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةِ الْإِلا وَقَفَ فَسَأَلَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابِ الْإِلا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةَ سُورَةَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ .

২৯৮। আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন, তারপর উযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িলাম। তিনি সূরা (আল-ফাতিহার পর) সূরা আল-বাকারা পড়তে শুরু করলেন। তিনি রহমতের আয়াত পড়ে থেমে গিয়ে রহমত কামনা করেন এবং আযাবের আয়াত পড়ে থেমে গিয়ে (আল্লাহর কাছে আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি রুকু করেন এবং রুকুতে কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় অবস্থান করেন। তিনি রুকুতে বলেনঃ “সুবহানা যিল-জাবরুত ওয়াল-মালাকুত ওয়াল-কিবরিয়ায়ে ওয়াল-আয্মাত” (প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমত্বের মালিক এবং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মহাপবিত্র)। তারপর তিনি রুকুর সমান (সময়) সিজদা করলেন এবং তাঁর সিজদায় বলেনঃ “সুবহানা যিল-জাবরুত ওয়াল-মালাকুত ওয়াল-কিবরিয়ায়ে ওয়াল-আয্মাত”। তারপর (দ্বিতীয় রাকআতে) তিনি সূরা আল ইমরান পড়লেন, এরপর (পরবর্তী রাকআতগুলোতেও) অনুরূপ একেকটি সূরা পড়েন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত (কুরআন তিলাওয়াত)।

২৯৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةَ مُفْسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

২৯৯। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত (কুরআন পাঠ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং তিনি প্রতিটি হরফ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন (২৮৫৮)।

৩০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَدًّا .

৩০০। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি আওয়াজ দীর্ঘ করে পড়তেন।

৩০১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ .

৩০১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করে কিরাআত

পড়তেন। তিনি বলতেন (পড়তেন), 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন', তারপর খেমে যেতেন; এরপর পড়তেনঃ 'আর-রাহমানির রাহীম', তারপর খেমে যেতেন; এরপর পড়তেনঃ 'মালিকি ইয়াওমিদীন' (২৮৬২)।

৩.২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَكَانَ يُسْرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رِيْمًا أَسْرًا وَرِيْمًا جَهْرًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

৩০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযে কিরাআত কেমন ছিল? তিনি কি নীরবে কিরাআত পড়তেন, না উচ্চস্বরে? তিনি বলেন, তিনি কখনো নীরবে আবার কখনো সশব্দে কিরাআত পড়তেন। আমি বললাম, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা (সহজ পন্থা) রেখেছেন (৪২২)।

৩.৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِشِي .

৩০৩। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা আমি আমার ঘরের ছাদের উপর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মসজিদুল হারামে) কিরাআত পাঠ শুনেতে পেতাম।

৩.৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا

مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَقَرَأَ وَرَجَعَ
قَالَ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَوْ لَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَأَخَذْتُ لَكُمْ
فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ اللَّحْنِ .

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখলাম, তিনি তখন এ আয়াত পড়ছিলেন (অনুবাদ)ঃ “নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যেন আল্লাহ তোমার পূর্বাপর গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন” (৪৮ঃ ১-২)। তিনি বারবার এ আয়াত টেনে টেনে (সুমধুর) সুরে তিলাওয়াত করছিলেন। অধঃস্তন রাবী মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার কাছে লোকদের ভীড় জমাবার আশংকা না থাকলে আমি সেই আওয়াজে বা সুরে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাতাম।

৩০৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسِ الْحُدَّانِيِّ
عَنْ حُسَّامِ بْنِ مِصْلَكٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ
الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيِّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ
وَكَانَ لَا يُرْجَعُ .

৩০৫। কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই সুন্দর চেহারা ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুন্দর চেহারা ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি (গায়কদের ন্যায়) স্বর কাঁপিয়ে কুরআন পাঠ করতেন না।

৩০৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ

عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ رِيًّا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحَجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ .

৩০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত এরূপ ছিল যে, তিনি ঘরের মধ্যে পড়লে ঘরের প্রাঙ্গণের লোক তা শুনতে পেত।

অনুবাদ : ৪৪৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নাকাটি শব্দে।

৩০৭ - حَدَّثَنَا سُؤدَةُ ابْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيْرُ كَأَزِيْرِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ .

৩০৭। আবদুল্লাহ ইবনুস শিখ্বীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তাঁর পেট থেকে ছলার উপরের ডেকচি থেকে নির্গত শব্দের অনুরূপ (কান্নার) শব্দ উথিত হচ্ছিল।

৩০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُبَيْدَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأُ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ أَنِّي أَحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءَ شَهِيدًا) قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنِي النَّبِيَّ ﷺ تَهْمِلَانِ .

৩০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ আমাকে কুরআন থেকে পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমি কুরআন পড়ে শুনাও, অথচ আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে: তিনি বলেনঃ আমি অন্যের ত্রিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করছি। তখন আমি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলাম। আমি পড়তে পড়তে “এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব” (৪ : ৪১) পর্যন্ত পৌছলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চক্ষুধর থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে (২৯৬৪)।

৩-৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى لَمْ يَكُذْ يَرْكَعَ فَرَكَعَ فَلَمْ يَكُذْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكُذْ أَنْ يُسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُذْ أَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكُذْ أَنْ يُسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُذْ أَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكُذْ أَنْ يُسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُذْ أَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ رَبِّ أَلَمْ تَعْدِنِي الْأُتْعَذِبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ أَلَمْ تَعْدِنِي الْأُتْعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ انْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمَدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى .

৩০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় সূর্যগ্রহণ লাগে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই নামাযে দাঁড়ান। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন যে, মনে হল যেন তিনি রুকুতে যাবেন না। তারপর তিনি রুকু করেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকেন, মনে হল যেন তিনি মাথাই তুলবেন না। অতঃপর তিনি মাথা তুলে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, মনে হল যেন তিনি সিজদাই করবেন না। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদারত থাকেন, মনে হল যেন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। অতঃপর তিনি সিজদা থেকে মাথা তোলেন, কিন্তু মনে হল যেন তিনি আর সিজদায় যাবেন না। তারপর তিনি (দ্বিতীয়) সিজদা করেন এবং সিজদায় এত দীর্ঘক্ষণ কাটান, মনে হল তিনি যেন সিজদা থেকে মাথা তুলবেন না। এ অবস্থায় দ্বিতীয় রাকআতের শেষ সিজদায় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন : “প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমি তাদের (উম্মাতের) মধ্যে থাকা অবস্থায় তুমি তাদের উপর কোন আযাব নাযিল করবে না? প্রভু! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় এবং আমিও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দিবে না”। তিনি এভাবে দুই রাকআত নামায সমাপন করলেন এবং ততক্ষণে সূর্যও ফর্সা (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন, তারপর বলেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু’টি নিদর্শন (কারো জীবন-মৃত্যুর কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না)। অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ লাগলে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মহান আল্লাহর স্বরণে খাবিত হও।

৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ابْنَةً لَهُ تَقْضَى فَاخْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَاتَتْ وَهِيَ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ أُمَّ إِيْمَنَ فَقَالَ يَغْنَى النَّبِيُّ ﷺ أَتَبْكِينَ عِنْدَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِنْ نَفْسُهُ تَنَزَّعَ مِنْ بَيْنِ جَنَّتَيْهِ وَهُوَ بِحَسَدِ اللَّهِ تَعَالَى .

৩১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক মুমূর্ষু কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের সামনে রাখলেন। তাঁর সামনেই সে মৃত্যুবরণ করে। এতে উম্মু আইমান (রা) চীৎকার করে কাঁদতে লাগেন। নবী সাদ্দাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি আব্বাহর রাসূল সাদ্দাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (এভাবে) কাঁদছ? উম্মু আইমান (রা) বলেন, আমি কি আপনাকে কাঁদতে দেখিনি! তিনি বলেনঃ আমি তো কাঁদিনি, এটা হচ্ছে মায়া-মমতীর প্রকাশ। মুমিন ব্যক্তি সকল অবস্থায় কল্যাণ ও কুশলেই থাকে। স্বপ্ন তার উভয় পাঁজরের মধ্যস্থল থেকে তার প্রাণবায়ু ছিনিয়ে নেয়া হয়, আর সে তখনো আব্বাহ তাআলার প্রশংসারত থাকে।

۳۱۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَلَ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَهْرَقَانِ .

৩১১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহুদ্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দনরত অবস্থায় উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র লাশ চুম্বন করেন অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল (৯২৮)।

۳۱۲- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا

ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ
عَيْنَيْهِ تَدْمِعَانِ فَقَالَ أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِبِ اللَّيْلَةَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا
قَالَ انزِلْ فَنزَلَ فِي قَبْرِهَا .

৩১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যার (উম্মু কুলসুম) জানাযায় হাযির হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কবরের পাশে বসা ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আজ রাতে স্ত্রীসহবাস করেনি? আবু তালহা (রা) বলেন, আমি আছি। তিনি বলেনঃ তুমি কবরে নামো। অতএব আবু তালহা (রা) তার কবরে নামেন।

অনুব্ধেদ : ৪৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা।

৩১৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهُ لَيْفٌ .

৩১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরী। তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল (১৭০৫)।

৩১৪ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهُ لَيْفٌ
وَسَأَلْتُ حَفْصَةَ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ مِسْحًا

ثُنَيْبِهِ ثُنَيْبَيْنِ فَيَنَامَ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ ثُنَيْبُهُ أَرْبَعِ
 ثُنَيْبَاتٍ كَانَ أَوْطَأَ لَهُ قَثْنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثُنَيْبَاتٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا
 فَرَشْتُمُونِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ إِلَّا أَنَا ثُنَيْبَاهُ بِأَرْبَعِ ثُنَيْبَاتٍ
 قُلْنَا هُوَ أَوْطَأَ لَكَ قَالَ رُدُّوهُ لِحَالِهِ الْأُولَى فَإِنَّهُ مَنَعْتَنِي وَطَأْتُهُ
 صَلَوَتِي اللَّيْلَةَ .

৩১৪। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, চামড়ার বিছানা ছিল, তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। অনুরূপভাবে হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, একখানা চট ছিল। আমি সেটিকে দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম এবং তার উপর তিনি ঘুমাতে। এক রাতে আমি বললাম, এ চটখানা যদি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দেই, তাহলে তা তাঁর জন্য আরেকটু আরামদায়ক হবে। তাই আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকালবেলা তিনি বলেন : এ রাতে তুমি আমাকে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, আপনার বিছানাই। তবে সেটিকে আপনার জন্য কিছুটা নরম ও আরামদায়ক করার জন্য আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেনঃ এটিকে পূর্ববস্থায় রেখে দাও। কারণ এর কোমলতা আমার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়-নব্বতা।

৩১৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

৩১৫। উম্মার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালংঘন করো না, যেভাবে নাসারাগণ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা। কাজেই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলা। ২০

৩১৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا سُؤدَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شِئْتَ اجْلِسِي إِلَيْكَ .

৩১৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনার সাথে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে (যা একান্তে বলতে চাই)। তিনি বলেনঃ তুমি মদীনার যে রাস্তায় ইচ্ছা বসো, আমি তোমার সাথে বসে তোমার কথা শুনব।

২৩. নাসারা অর্থাৎ খৃষ্টানরা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের অত্যধিক সম্মান ও প্রশংসা করতে করতে তাঁকে আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) তথা স্বয়ং খোদা পর্যন্ত বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। অনুরূপভাবে ইহুদীরা উজাইর (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের ব্যাপারে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এও বলেছেন : আমার সম্পর্কে এমন কোন উক্তি তোমরা করো না, যা আল্লাহর দাসত্ব ও রিসালাতের পরিপন্থী হয় (অনু.)।

৩১৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جُبْرِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلِ مِنْ لَيْفٍ عَلَيْهِ أَكَافٌ مِنْ لَيْفٍ .

৩১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন। বনু কুরাইযার (যুদ্ধের) দিন তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। তার লাগামের রশি ও পশি উভয়টিই ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরী।

৩১৮- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْعَى إِلَى خَبْرِ الشَّعِيرِ وَالْأَهَالَةِ السُّخْنَةِ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفْكُهَا حَتَّى مَاتَ .

৩১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যবের রুটি ও পুরাতন চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে তিনি তাও নির্বিধায় গ্রহণ করতেন। এক ইহুদীর নিকট তাঁর একটি লৌহবর্ম বন্ধক ছিল। ইস্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সেটি ছাড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর হয়নি।

৩১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

مِنْهُمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يُطَوَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشَرِّهِ وَلَا خُلِقَهُ وَيَتَفَقَّدُ
 أَصْحَابَهُ وَيَسْتَلُّ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيه
 وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَهِّبُهُ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ
 أَنْ يَغْفُلُوا وَيَهْلُوا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عِتَادٌ لَا يُقْصِرُهُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا
 يُجَاوِزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعْمَهُمْ
 نَصِيحَتُهُ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنَزَلَةٌ أَحْسَنُهُمْ مَوَاسَةً وَمَوَازِرَةٌ قَالَ
 فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ
 إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ وَإِذَا أَنْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ
 وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ يُعْطَى كُلُّ جُلَسَاتِهِ بِنَصِيْبِهِ لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنْ أَحَدًا
 أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ صَابِرَهُ حَتَّى يَكُونَ
 هُوَ الْمُنْصَرَفُ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمِيسُورٍ مِنَ
 الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بِسَطِّهِ وَخُلِقَهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبَا وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي
 الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ لَا تَرْفَعُ فِيهِ
 الْأَصْوَاتُ وَلَا تُرْبِنُ فِيهِ الْحَرَمُ وَلَا تَتَنَّى فَلَئِنَّمَا مُتَعَادِلِينَ يَتَفَاضَلُونَ
 فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَاضِعِينَ يُوقِرُونَ فِيهِ الْكِبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ
 وَيُؤَثِّرُونَ ذَا الْحَاجَةَ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ .

৩২১। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
 আমি আমার যাম্মাইলুন নাবিগ্নী (সা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বলা বাহুল্য,

তিনি প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। আমার আকাংখা ছিল যে, তিনি আমার নিকট তাঁর দেহাবয়ব সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন, যাতে আমি তা স্মরণ রাখতে পারি এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তি হিসাবেও মহান এবং মানুষের দৃষ্টিতেও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। এভাবে তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

হাসান (রা) বলেন, কিছুকাল আমি হসাইন (রা)-র নিকট এ হাদীস গোপন রাখি। অতঃপর তার নিকট আমি এটি বর্ণনা করে জানতে পারলাম যে, সে আমার পূর্বেই আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে এবং আমি তাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেও একই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে। উপরন্তু সে তার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন-নির্গমন, তাঁর চালচলন ও আচার-আচরণ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছে। কোন কিছুই জানতে সে বাদ রাখেনি। হসাইন (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের বিবরণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি যখন তাঁর ঘরে আশ্রয় নিতেন, তখন তাঁর ঘরে অবস্থানকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন : এক ভাগ মহামহিম আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য, এক ভাগ তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য এবং এক ভাগ তাঁর নিজের জন্য। তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত অংশকে আবার তিনি নিজের ও জনগণের জন্য বিভক্ত করতেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাক্ষাত দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পৌছানোর ব্যবস্থা করতেন। কোন জিনিস তিনি তাদেরকে না দিয়ে পুঞ্জীভূত করতেন না। উম্মাতের বেলায় তাঁর একই নিয়ম ছিল যে, তিনি স্ত্রী ও গণীদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং নিজের সময়টুকু তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করতেন। তাদের কেউ একটি প্রয়োজন নিয়ে কেউ দু'টি প্রয়োজন নিয়ে, আবার কেউ অনেক প্রয়োজন নিয়ে হাযির হতেন। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত

করতেন যা তাদের ও এই উম্মাতের জন্য কল্যাণকর। তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি তাদের উপাযোগী বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করতেন। তিনি আরো বলতেনঃ তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট এ বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়। অনন্তর যারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আমার নিকট পৌঁছতে অক্ষম, তোমরা যেন তাদের সেই প্রয়োজনগুলো আমার নিকট পৌঁছে দাও। যারা নিজেদের প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, যারা তাদের প্রয়োজনসমূহ তার নিকট পৌঁছে দেয়, কিয়ামতদিন আত্মাহুত তাদের পদযুগল মশবুত ও স্থিতিশীল রাখবেন। তাঁর দরবারে এরূপ জরুরী বিষয়েরই আলোচনা হত। তিনি অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সুযোগ দিতেন না। সাহাবীগণ তাঁর নিকট দীন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে আসতেন এবং তার স্বাদ গ্রহণ না করে বিচ্ছিন্ন হতেন না। এভাবে তারা হেদায়াত ও কল্যাণের দিশারী হয়ে (তাঁর দরবার থেকে) বেরিয়ে পড়তেন।

হসাইন (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইরে অবস্থানকালের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি তখন কি করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ছাড়া মুখ খুলতেন না, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেন, বিতৃষ্ণাবোধক বা পীড়াদায়ক ব্যবহার করতেন না। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করতেন এবং তাকে তার গোত্রের প্রতিনিধি ও সর্দার নিযুক্ত করতেন। তিনি জনগণকে (আত্মাহুত শাস্তি) সম্পর্কে সাবধান করতেন এবং নিজেও সাবধান থাকতেন, কিন্তু কারো সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন না। তিনি নিজ সহচরদের খবরাদি অবহিত হতেন এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তাদের কোন সমস্যা থাকলে তার সুষ্ঠু সমাধান করতেন, ভালো কাজের প্রশংসা করে তার প্রতি সম্বর্ধন ব্যক্ত করতেন এবং মন্দের প্রতি নিষা জ্ঞাপন করে তা প্রতিহত করতেন। তিনি সকলের বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতেন, তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল না। মানুষ যাতে দীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যায় বা কোন বিষয়ে বাস্তবায়িত দরুন

বিরক্ত হয়ে না পড়ে সে সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। তাঁর দরবারে প্রতিটি কাজে একটা শৃংখলা বজায় ছিল। সত্য-ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি কখনো শিথিলতাও প্রদর্শন করতেন না এবং সীমা অতিক্রমও করতেন না। শ্রেষ্ঠ লোকেরাই তাঁর দরবারে উপস্থিত হত। যার দ্বারা জনগণ উপকৃত হত তিনিই তাঁর বিবেচনায় সর্বোত্তম। যে ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-কষ্টে সর্বাধিক ব্যথিত হত, তিনিই তাঁর কাছে সর্বোত্তম।

হুসাইন (রা) বলেন, এরপর আমি তার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস (বৈঠক) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতে-বসতে আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি কোথাও কোন মজলিসে গেলে তার যে প্রান্তে খালি জায়গা পেতেন সেখানে বসতেন এবং অন্যদেরও অনুরূপ নির্দেশ দিতেন। সভাস্থ সকলের প্রতি তিনি তার প্রাপ্য দিতেন। ফলে তাদের প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অন্যদের চাইতে অধিক মর্যাদাবান। কেউ তাঁর নিকট কোন প্রয়োজনে আসলে সে চলে যেতে উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতেন। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা দান করতেন, তা না থাকলে বিনয় প্রকাশ করে বিদায় দিতেন। তাঁর সদা হাসিমুখ, প্রশস্ত মন ও সদাচার সবার জন্য বিস্তারিত ছিল। তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য। অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তার মজলিস ছিল জ্ঞানচর্চা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্যশীলতা ও বিশ্বস্ততার কেন্দ্র, সেখানে ছিল না কোন শোরগোল না কারো সম্মান-সম্মুখে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ। তার মজলিসে কারো দোষ প্রকাশ পেলে তা যথাসম্ভব গোপন রাখা হত। (বংশগত দিক থেকে) সকলেই সমান গণ্য হত, অবশ্য তাকওয়া ও সদাচারের দিক থেকে একের উপর অপরের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। তারা পরস্পরের সাথে বিনয়-নম্র ব্যবহার করতেন, বড়দের শ্রদ্ধা করতেন এবং ছোটদের স্নেহ করতেন, অভাবহস্তকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং আগন্তুকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন।

৩২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَهْدَى إِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ .

৩২২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে ছাগলের একটি পায়ী উপহার দেয়া হলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করব এবং আমাকে তা আহ্বারের দাওয়াত দেয়া হলে আমি অবশ্যই কবুল করব।

৩২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَعْلٍ وَلَا بِرِذْوَنٍ .

৩২৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অসুস্থাবস্থায়) আমাকে দেখতে এসেছিলেন (পদব্রজে), না খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে না কোন তাজী (তুর্কী) ঘোড়ায় আরোহণ করে।

৩২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارُ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُونُسَ وَأَقْعَدَنِي فِي حُجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَيَّ رَأْسِي .

৩২৪। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন ইউসুফ এবং আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে আমার মাথায় হাত বুলান।

৩২৫- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ وَهُوَ ابْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ عَلَيَّ رَحْلٍ رَثٍ وَقَطِيفَةٌ كُنَّا نَرَى تَمَنَّا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ لَبَيْكَ بِحُجَّةٍ لَأَسْمَعَنَّ فِيهَا وَلَا رِيَاءَ .

৩২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনের পিঠে পুরাতন গদিতে বসে হজ্জে যান, যার উপর একখানা চাদর ছিল, যার মূল্য আমাদের মতে চার দিরহামের অধিক নয়। তাঁর বাহন স্থির হয়ে বসার পর তিনি বলেন : (হে আল্লাহ) আমি তোমার নিকট উপস্থিত। তুমি আমার এ হজ্জকে প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত ও খ্যাতিমুক্ত করে দাও। ২৫

৩২৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صَنَعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ .

৩২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বারের দাওয়াত দেন। তিনি তাঁর সামনে লাউ সহযোগে প্রস্তুত সারীদ পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ খেতে পছন্দ করতেন। তাই তিনি লাউয়ের টুকরাগুলো তুলে খাচ্ছিলেন। সার্বিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার ঘরে কোন

খাবার তৈরি করা হলে তাতে লাউ যোগ করার সুযোগ হলে তা অবশ্যই যোগ করা হত।

৩২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قِيلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشْرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَقْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ .

৩২৭। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (সাধারণত) মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় থেকে উকন পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ নিজেই করতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

৩২৮- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفْرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَاذَا أَحَدَيْتُكُمْ كُنْتُ جَارُهُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَى فِكْتَبْتُهُ لَهُ فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا فَكُلُّ هَذَا أَحَدَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩২৮। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থাাদি সম্পর্কে আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে কি আর বলব, আমি ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর উপর ওহী নামিল হলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম। আমরা পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সংগে আলোচনায় যোগ দিতেন। আবার আমরা আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সাথে যোগ দিতেন। আবার কখনো আমরা পানাহার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সংগে সে বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতেন। আমি তোমাদের নিকট এই যা কিছু বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকেই বললাম।

৩২৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثُهُ عَلَى أَشْرَِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ يُقْبَلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثُهُ عَلَى حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا خَيْرٌ أَمْ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا خَيْرٌ أَمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَدَّقَنِي فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ .

৩২৯। আমরা ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের নিকটতম ব্যক্তির সাথেও তার মন রক্ষার্থে সম্পূর্ণ দেহে তার দিকে ফিরে কথা

বলতেন। তিনি আমার সাথেও তাঁর দেহ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এতে আমার ধারণা হত, (তাঁর দৃষ্টিতে) আমি গোত্রের শ্রেষ্ঠ লোক। আমি বললাম, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি ভালো, না আবু বাকর (রা)? তিনি বলেন : আবু বাকর। আমি আবার বললাম, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি ভালো, না উমর (রা)? তিনি বলেন : উমর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভালো, না উসমান (রা)? তিনি বলেন : উসমান। আমি যখন খোলাখুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনিও সত্যি সত্যি খোলাখুলি জওয়াব দিলেন, তখন আমি আফসোস করে বললাম, এরূপ কথা জিজ্ঞেস করা আমার উচিত হয়নি।

৩৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ أَفٍ قَطُّ وَمَا قَالَ لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ وَلَا لَشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا قَطُّ وَلَا شَيْئًا كَانَ الْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَعِمْتُ مَسْكًَا قَطُّ وَلَا عَطْرًا كَانَ أَطْيَبُ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেননি (বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি)। আমার কৃত কোন কাজের জন্য তিনি আমাকে কখনো বলেননি : এটা তুমি কেন করলে অথবা কোন কাজ না করায়ও তিনি কখনো বলেননি: এটা তুমি কেন করলে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি রেশম ও পশমের

মিশ্রণে তৈরী কাপড়ও নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখেছি এবং খাঁটি রেশমী কাপড়ও স্পর্শ করেছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মোলায়েম কিছু স্পর্শ করিনি। আমি কস্তুরীর ঘ্রাণও নিয়েছি এবং আতরের ঘ্রাণও নিয়েছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের ঘাম থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত কিছুই পাইনি (১৯৬৪)।

৩৩১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ هُوَ الضَّبِّيُّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثْرٌ صَفْرَةَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدْعُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ .

৩৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক লোক উপস্থিত ছিল। তার গায়ে ছিল হলুদ বর্ণের কাপড়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছু অপছন্দনীয় হলে তিনি সরাসরি তা বলতেন না। লোকটি উঠে চলে গেলে তিনি সাহাবীদের বলেন : যদি তোমরা তাকে এ রং-এর পোশাক ত্যাগ করতে বলে দিতে।

৩৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ وَأَسْمُهُ عَبْدُ ابْنِ عَبْدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسِّيئَةِ السِّيئَةَ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ .

৩৩২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবগতভাবেও অশ্লীল বা কর্কশভাষী ছিলেন না এবং স্বেচ্ছায়ও কর্কশভাষী বা অশ্লীলভাষী হতেন না। তিনি হাট-বাজারেও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। তিনি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে দুর্ব্যবহার করতেন না, বরং উপেক্ষা করতেন এবং ক্ষমা করে দিতেন।

৩৩৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً .

৩৩৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কখনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি এবং তিনি কখনো কোন খাদেম বা নারীকেও প্রহার করেননি।

৩৩৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضُّبِيِّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُتَّصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظَلَمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يَنْتَهِكْ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا فَإِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا وَمَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتَمًا .

৩৩৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি, যতক্ষণ না মহান আল্লাহর

কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়। আল্লাহ তাআলার কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হলে তিনি সর্বাধিক অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হলে তিনি সর্বদা সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন, যাবত না তা কোন গুনাহর কাজ হত।

৩৩৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ثُمَّ أَدْنَى لَهُ فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ ودَّعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءً فَحُشِه .

৩৩৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেনঃ সে তার গোত্রের নিকৃষ্ট দাস। তারপর তিনি তাকে আসার অনুমতি দেন এবং তার সাথে কোমল ব্যবহার করেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তার সম্পর্কে যা মন্তব্য করার করেছেন, অতঃপর তার সাথে কোমল ব্যবহার করলেন। তিনি বলেনঃ হে আইশা! যার রুঢ় আচরণের ভয়ে লোকেরা তাকে ত্যাগ করে বা এড়িয়ে চলে, সে নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

৩৩৬ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ حَدِيثَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ لَإِبِي هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جُلْسَانِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَائِمًا الْبُشْرَ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيْنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ وَلَا فَحَاشٍ وَلَا عِيَابٍ وَلَا مَشَاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤْسِ مِنْهُ وَلَا يُجِيبُ فِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثِ الْأَمْرَاءِ وَالْأَكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ الْأُفْئِدَةَ فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلْسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤْسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ انْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثٌ أَوْلَهُمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْئَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابَهُ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتَهُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْقُدُوهُ وَلَا يَقْبَلُ الشَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِيٍّ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيِ أَوْ قِيَامِ .

৩৩৬। আল-হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেছেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাথে তাঁর আচরণ কিরূপ ছিল তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের। তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় কোমল। তিনি কটুভাষী ও পাষণ হৃদয় ছিলেন

না, ঝগড়াটেও ছিলেন না, অশ্লীলভাষীও ছিলেন না, ছিদ্রাৰেষীও ছিলেন না, কৃপণও ছিলেন না। তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত কথার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। কারো কোন আবেদন অনাকাঙ্ক্ষিত হলে তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতেন না, আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনি অবশ্যই তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন : ঝগড়া, অংহকার ও নিরর্থক কথাবার্তা থেকে। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন : কারো দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি এরূপ কথাই বলতেন, যা থেকে সওয়াবের আশা আছে। তিনি যখন কথা বলতেন, উপস্থিত লোকজন এমনভাবে নীরব থাকতেন, যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আছে। তিনি কথা বন্ধ করলেপর তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন না। তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে থাকলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যরা নীরব থাকতেন। তাদের প্রত্যেকের কথা তাঁর নিকট তাদের প্রথম ব্যক্তির (কথার) ন্যায় ছিল। কোন কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন এবং কোন বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আগত্বকের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসংগত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, এমনকি তাঁর সাহাবীগণও আগত্বকে (তাঁর দরবারে) নিয়ে আসতেন এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি বলতেন : কেউ কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তার সাহায্য করবে। তিনি চাটুকারণিতার প্রশ্ন দিতেন না, অবশ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় তিনি নীরব থাকতেন। তিনি কারো কথায় বাধা দিতেন না, যাবত না সে সীমা লঙ্ঘন করত, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন।

۳۳۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا

৩৩৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনো “না” বলেননি।

৩৩৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقَرَشِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ فَيَأْتِيَهُ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَاذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

৩৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। রমজান মাসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁর বদান্যতা প্রকাশ পেত। এ মাসে জিবরীল (আ) এসে তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতে। জিবরীলের মোলাকাতকালে তিনি মুম্বলধারে বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

৩৩৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُرُ شَيْئًا لَغَدٍ .

৩৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী কালের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

৩৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلْقَمَةَ الْقُرَوِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ ابْتَغِ عَلَيَّ فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَعْطَيْتَهُ فَمَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفَقَ وَلَا تَحْفَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْلًا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَرَفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ لِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ .

৩৪০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে কিছু দান করার জন্য প্রার্থনা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার নিকট তো কিছু নেই! তবে আমার নামে ভূমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করে নাও। আমার নিকট কিছু (মাল) এলে আমি তার দাম পরিশোধ করব। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে যা ছিল তাতো দান করেছেন। আপনার সাধ্যাতীত বিষয়ে তো আল্লাহ আপনাকে দায়বদ্ধ করেননি। উমার (রা)-র কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমনোপূত হল। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইচ্ছামত খরচ করতে থাকুন। আরশের মালিকের ভাগুর অপ্রতুল হওয়ার আশংকা করবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসেন এবং আনসারীর কথায় তাঁর চেহারায় আনন্দের ছাপ ফুটে উঠে। অতঃপর তিনি বলেন : আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি।

৩৪১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ وَأَجْرٍ زُغَبٍ فَأَعْطَانِي مَلَأَ كَفَّهُ حَلِيًّا وَذَهَبًا .

৩৪১। রুবাই বিনতে মুআক্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাঞ্চাভর্তি খেজুর ও শসাসহ হাজির হলাম। তিনি আমাকে তাঁর মুঠভর্তি অলংকার ও সোনা দান করেন।

৩৪২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ قَالُوا أَخْبَرَنَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

৩৪২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার পরিবর্তে কিছু দিতেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাশীলতা।

৩৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

৩৪৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীন কুমারীর চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারা থেকেই আমরা বুঝতে পারতাম।

৩৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَخْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ .

৩৪৬। আইশা (রা) বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাইনি।

অনুবাদ : ৫০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তমোক্ষণ প্রসঙ্গ।

৩৪৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ فَقَالَ أَنَسُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ أَنْ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ .

৩৪৬। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে রক্তমোক্ষকের উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবু তাইবা তাঁর রক্তমোক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুই সা' খাদ্যশস্য দেয়ার আদেশ করেন এবং তার মনিব পরিবারের নিকট সুপারিশ করলে তারা তার (দৈনিক) প্রদেয় করের পরিমাণ হ্রাস করে। তিনি আরো বলেন : তোমরা যেসব চিকিৎসা গ্রহণ করে থাক, তার মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম চিকিৎসা অথবা তোমাদের প্রতিশোধকসমূহের মধ্যে রক্তমোক্ষণ উত্তম প্রতিশোধক (১২১৫)।

৩৪৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحِجَامَ أَجْرَهُ .

৩৪৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং আমাকে আদেশ করলে আমি রক্তমোক্ষকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করি।

৩৬৬- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سُقْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَظْنَهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطَهُ .

৩৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘাড়ের দুই পাশে ও উভয় কাঁধের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে তার মজুরী প্রদান করেন। তা হারাম হলে তিনি তাকে মজুরী দিতেন না।

৩৬৭- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْثَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا حَجَامًا فَحَجَّمَهُ وَسَأَلَهُ كَمْ خَرَجَكَ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ .

৩৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রক্তমোক্ষককে ডাকেন। সে তাঁর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার দৈনিক প্রদেয় মাশুল কত? সে বলল, তিন সা'। তিনি প্রদেয় মাশুল এক সা' হ্রাস করেন এবং তার মজুরী পরিশোধ করেন।

৩৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ وَجَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ .

৩৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং দুই কাঁধের মাঝখান বরাবর ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি সাধারণত মাসের ১৭ বা ১৯ বা ২১ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাতেন (২০০২)।

৩৪৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ بِمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ .

৩৪৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) মালাল নাম স্থানে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের পাতার উপরিভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ।

৩৫০- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا السَّاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ .

৩৫০। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার বেশ কিছু নাম আছে। যেমন আমি মুহাম্মাদ (চরম প্রশংসিত), আমি আহমাদ (চরম প্রশংসাকারী), আমি

মাহী (নির্মলকারী), আব্বাহ আমার দ্বারা কুফরকে বিলীন করবেন, আমি হাশের (সমবেতকারী)। আমার পদাংক অনুসরণ করে লোকদের সমবেত করা হবে এবং আমি আকিব (পশ্চাতে আগমনকারী), আকিব এমন ব্যক্তি যার পরে কোন নবী আসবে না। ২৫

৩৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُقْفِيُّ وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَأِمْ .

৩৫১। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার কোন এক রাস্তায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করি। তখন তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ, আমি-আহমাদ, আমি নবিস্থির রহমাত (দয়ার নবী) ও নাবিস্থিত তাওবা (অধিক তাওবাকারী), আমি মুক্বাফফী (সর্বশেষে আগমনকারী), আমি হাশের এবং আমি নাবিস্থাল মালাহিম। ২৬

ইসহাক ইবনে মানসূর-নাসর ইবনে শুমাইল-হাম্মাদ ইবনে সালামা-আসেম-ফির-হুযাইফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত অর্থে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) আসেম-ফির-হুযাইফা (রা) সূত্রে অনুরূপ বলেছেন।

২৫. আব্বাহা সুযুতী (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও উপাধি সম্বলিত একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে তাঁর পাঁচ শত নামের উল্লেখ আছে। ইবনুল আরাবীর তিরমিধীর ব্যাখ্যায় এক হাজার নামের বর্ণনা রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কুরআন থেকে আমার সাতটি নাম আছেঃ মুহাম্মাদ, আহমাদ, ইয়াসীন, মুযযাযিল, মুক্বাসসির ও আবদুল্লাহ (অনু.)।

২৬. নবিস্থাল মালাহিম (জিহাদের নবী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবন আব্বাহর রাস্তায় জিহাদে অতিবাহিত হয়। তিনি বলেনঃ আমার আবির্ভাবের দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ : ৫২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে।

৩৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاقِ

بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ
مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَكُمْ ﷺ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمَلَأُ بَطْنَهُ .

৩৫২। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
নোমান ইবনে বাশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি : জোমরা কি তোমাদের
চাহিদা মারফিক খাদ্য ও পানীয় পাচ্ছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি নিম্ন মানের খেজুর ও পেট
ভরে খেতে পাননি।

৩৫৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ أَسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كُنَّا أَلْ مُحَمَّدٍ نَمَكْتُ شَهْرًا مَا
نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

৩৫৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনবর্গ এক এক মাস এমনভাবে
কাটাভাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বলত না। শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে
দিন গুজরান হত।

৩৫৪- جَدُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا سَهْلٌ

بْنُ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ
شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ
حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ .

৩৫৪। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেটে দুইখানা পাথর বাঁধা দেখালেন।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি আবু তালহা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। “আমাদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম” কথার তাৎপর্য এই যে, তাদের এক একজন ক্ষুধা জনিত কষ্ট ও দুর্বলতা বশত নিজের পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন।

৩৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ الْقِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَقَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَانْطَلِقُوا إِلَيَّ مِنْزِلَ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبِكَ فَقَالَتْ انْطَلِقْ يَسْتَعْدِبْ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبِثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعِبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ

النَّبِيُّ ﷺ وَيُقَدِّيه بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيثِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ
بَسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا
تَنْقِيتَ لَنَا مِنْ رُطْبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ
تَخَيَّرُوا مِنْ رُطْبِهِ وَيُسْرِهِ فَآكَلُوا وَشَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْتَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهِثْمِ لِيَصْنَعَ
لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرٍّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا
أَوْ جَدْيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَآكَلُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا
قَالَ فَإِذَا أَتَانَا سَبِيٌّ فَأَتْنَا فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا
ثَالِثٌ فَأَتَاهُ أَبُو الْهِثْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْنَا مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ
اللَّهُ اخْتَرْنَا لِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا فَاتَى
رَأْيَتُهُ يُصَلِّيُ وَاسْتَوْصَ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ أَبُو الْهِثْمِ إِلَى امْرَأَتِهِ
فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِيَالِغٍ مَا قَالَ
فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَنْ تَعْتَقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَكَلَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خِيَالًا وَمِنْ بُوقِ
بَطَانَةِ السُّوءِ فَقَدُّوْقِي .

৩৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় বাজীর বাইরে এলেন, যখন তিনি

সাধারণত বাইরে আসেন না এবং কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেও আসে না। এমন সময় আবু বাকর (রা) তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন : হে আবু বাকর! কোন প্রয়োজন আপনাকে নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন; আব্বাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য, তাঁর চেহারা মোবারক দর্শনের জন্য এবং তাঁকে সালাম জানাবার জন্য বের হয়েছি। কিছুক্ষণ না যেতেই উমার (রা)-ও এসে উপস্থিত। তিনি বললেনঃ আপনাকে কিসে নিয়ে এসেছে হে উমার? তিনি বলেন, ক্ষুধার তাড়না হে আব্বাহর রাসূল! নবী-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমিও এরকম কিছু (ক্ষুধা) অনুভব করছি। এরপর তাঁরা আবুল হাইসাম ইবনে তাযিয়হান আল-আনসারী (রা)-র বাড়ীর দিকে রওনা করেন। বলা বাহুল্য তিনি ছিলেন খেজুর বাগান ও মেষ পালের মালিক, কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে বলেন : আপনার সাথী কোথায়? তিনি বলেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবুল হাইসাম (রা) মশকভর্তি পানি নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। তারপর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি তার বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। তারপর তিনি খেজুর গাছ থেকে কয়েক ছড়া খেজুর পেড়ে এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে আনলে না কেন? তিনি বলেন, হে আব্বাহর রাসূল! আমি মনে করলাম যাতে আপনারা নিজেদের পছন্দমত তাজা বা পাকা খেজুর বেছে খেতে পারেন, তজ্জন্যই এভাবে নিয়ে এসেছি। এরপর তাঁরা খেজুর এবং উক্ত পানি থেকে পান করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! এসব নিয়ামত সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে, এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচাপাকা খেজুর আর ঠাণ্ডা পানি (কতই না উত্তম নিয়ামত)। অতঃপর আব্বাহর রাসূল (রা) তাঁদের জন্য আহার তৈরি করতে চলে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে

দিলেনঃ দুঃখবতী ছাগল যবেহ করো না। কাজেই তিনি একটি নর ছাগল যবেহ করেন এবং তা রান্না করে তাদের জন্য নিয়ে আসলেন। তাঁরা তা আহ্বার করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ আমার নিকট স্বখন বন্দী আসবে তখন তুমি এসো। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'টি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম (রা) তাঁর নিকট হাজির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ এদের মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয় বেছে নাও। তিনি বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য আপনিই বেছে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হতে হয়। ঠিক আছে, তুমি এটিই নাও। আমি একে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদাচারের জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

আবুল হাইসাম (রা) তার স্ত্রীর নিকট পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তার স্ত্রী বলেন, একে দাসত্বমুক্ত করে দেয়া ছাড়া আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। তিনি বলেন, ঠিক আছে এখন সে আযাদ মুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা যত নবী ও ঋলীফা পাঠিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে একান্ত পরামর্শক দান করেছেন। একজন পরামর্শদাতা তাকে সর্বদা সৎকাজের পরামর্শ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়। অপরজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক থেকে হেফাজত করা হয়েছে সে তো বেঁচেই গেল (২৩১১)।

৩৫৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنْ بَيَانَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي

وَقَاصٍ يَقُولُ اِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِنِّي لَأَوَّلُ
 رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُغْرُو فِي الْعَصَابَةِ مِنْ
 أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحَبْلَةَ حَتَّى تَقْرَحَتْ
 أَشْدَاقُنَا حَتَّى أَنْ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْبَحَتْ
 بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خَبْتُ إِذَا وَضَلُّ عَمَلِي .

৩৫৬। কায়েস ইবনে হাযিম (র) বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু
 ওয়াহ্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায়
 রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় তীর ছুঁড়েছে।
 আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে এক
 যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করি। তখন খাদ্যাভাবে আমরা গাছের পাতা ও
 বাবলা গাছের ফল ছাড়া আহারের জন্য কিছুই পাইনি। ফলে আমাদের
 একেকজন ছাগল ও উটের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। কিন্তু আজকাল
 আসাদ গোত্রের লোকেরা দীনের ব্যাপারে আমার ক্রটি নির্দেশ করছে।
 তাহলে আমি তো বিফলকাম হলাম এবং আমার সকল আমলই বরবাদ
 হয়ে গেল (২৩০৭)।

৩৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا
 عَمْرُو بْنُ عَيْسَى أَبُو نُعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عُمَيْرٍ
 وَشَوْسًا أَبَا الرُّقَادِ قَالَا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عْتَبَةَ بْنَ غَزْوَانَ
 وَقَالَ انْطَلِقِ أَنْتِ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي أَقْصَى أَرْضِ الْعَرَبِ
 وَأَذْنَى بِلَادِ أَرْضِ الْعَجَمِ فَأَقْبِلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُرَيْدِ وَجَدُوا
 هَذِهِ الْكَذَّانَ فَقَالُوا مَا هَذِهِ قَالُوا هَذِهِ الْبَصْرَةُ فَسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا

حِيَالِ الْجِسْرِ الصَّغِيرِ فَقَالُوا هُنَا أَمْرَتُمْ فَنَزَلُوا فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ
 بِطَوْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُنْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنْتَى لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى تَفْرَحَتْ أَشَدَّافَنَا
 فَالْتَقَتْ بُرْدَةَ فَفَسَمَّتْهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ فَمَا مِنَّا مِنْ أَوْلَيْكَ السَّبْعَةَ
 أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ أَمِيرٌ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَسَتُجْرِيُونَ الْأَمْرَاءَ بَعْدَنَا .

৩৫৭। খালিদ ইবনে উমাইর ও শুয়াইস আবুর রুক্কাদ (র) বলেন, উম্মার ইবনুল খাত্তাব (রা) উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হও। যখন তোমরা আরবভূমির শেষ প্রান্তে এবং অনারব এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তখন সেখানে তাঁবু ফেলবে। অতএব তারা সামনে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তারা (বসরার) মিরবাদ নামক স্থানে পৌঁছে বিচিত্র ধরনের সাদা পাথর দেখতে পান। তারা বলেন, এগুলো কি? তারা বলেন, এটা হচ্ছে সাদা-বাসরাহ (সাদা পাথর)। তারা আরও সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। তারা দিজলা নদীর ক্ষুদ্র সেতুর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে বলেন, এখানেই সামরিক ছাউনি স্থাপনের জন্য তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তারা সেখানে ছাউনি স্থাপন করেন। অতঃপর রাবীগণ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতজন সাহাবীর সপ্তমজন ছিলাম। আমাদের খাদ্য বলতে গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গাছের পাতা খাওয়ার ফলে আমাদের মুখে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমি একখানা চাদর পেলাম। সেটি চিরে আমার ও সাদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম। এখন আমাদের সাতজনের প্রত্যেকেই কোন কোন এলাকার শাসক। অচিরেই তোমারা আমাদের পরবর্তী শাসকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারবে।

৩৫৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أَخَفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْذِيْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ آتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَكِبَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْئًا يُوَارِيهِ ابْطُ بِلَالٍ .

৩৫৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে আল্লাহর পথে এতটা আতংকিত করা হয়েছে অপর কাউকে যতটা আতংকিত করা হয়নি। আমাকে এতটা উৎপীড়ন করা হয়েছে আর কাউকে যতটা উৎপীড়িত করা হয়নি। একাদিক্রমে তিরিশটি দিন ও রাত আমার এমনভাবে কেটেছে যে, ঝিলালের বগলের নিচে রক্ষিত সামান্য বস্তু ছাড়া আমার ও তার জন্য কোন প্রাণীর আহারোপযোগী কিছুই ছিল না।

৩৫৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا آبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلَا عِشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفِّفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ كَثْرَةُ الْأَيْدِي .

৩৫৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে সকালে ও রাতে কখনো রুটি ও গোশত একত্র হয়নি। তবে মেহমানদের উপস্থিতিতে এর ব্যতিক্রম হত। অধঃস্তন রাবী আবদুল্লাহ (র) বলেন, দাফাফ অর্থ অধিক সংখ্যক হাত (মেহমান)।

৩৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

أَبِي فُذَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ

أَيَّاسُ الْهُذَلِيُّ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ لَنَا جَلِيسًا وَكَانَ نَعْمَ الْجَلِيسِ وَأَنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَأَوْتَيْنَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْرٌ وَلَحْمٌ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَّى عَبْدُ الرَّحْمَانَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيكَ قَالَ هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْرِ الشَّعْبِ فَلَا أَرَانَا أُخْرَنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا .

৩৬০। নাওফাল ইবনে আইয়াস আল-হযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ছিলেন আমাদের সহচর। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম সহচর। একদিন তিনি আমাদের সাথে প্রত্যাবর্তনের পথে আমরা তার বাড়ীতে গেলাম। তিনি অন্দরে গিয়ে গোসল করেন, অতঃপর বের হয়ে আসেন। আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে করে রুটি ও গোশত পরিবেশন করা হল। আহার শুরু হলে আবদুর রহমান (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিজনবর্গ যাবের রুটি দ্বারাও পেট ভরে আহার করতে পারেননি। এখন যে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে তা আমার মতে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স।

৩৬১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا

زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يَعْنِي يُوْحَى إِلَيْهِ وَتُوْفِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً .

৩৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নব্বুয়াত প্রাপ্তির পর মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষটি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (বু, মু)।

৩৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

৩৬২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে খুতবা দানকালে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষটি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আবু বাকর ও উমার (রা)-ও। আর আমার বয়সও এখন তেষটি বছর।^{২৬}

৩৬৩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ

قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ فِي حَدِيثِهِمْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

৩৬৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষটি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (বু)।

২৬. আমীর মুআবিয়া (রা)-ও তেষটি বছর বয়সে ইনতিকালের আকাংখা করেন, কিন্তু তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাদীসটি শামাইলে পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৩৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارُ
مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ
ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

৩৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (জন্ম ও মৃত্যুর বছর
দুটিকে স্বতন্ত্র দুটি বছর ধরে)।

৩৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ دَعْفَلِ بْنِ
حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً .

৩৬৫। দাগফাল ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আবু ইসা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে
দাগফালের সাক্ষাত হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই। তবে তিনি
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন।

৩৬৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ
حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالطَّوِيلِ
الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ
الْقَطَطِ وَلَا بِالْسَّبَطِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ

بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ
سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৩৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধ্বংসবে সাদাও ছিলেন না, আবার বেশী তামাটে বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে অল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুয়াত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ তাঁকে ষাট বছরের ম্যথায় ওফাত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি (বু, মু, না)।^{২৭}

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কুতাইবা ইবনে সাঈদ-মালেক ইবনে আনাস-রবীআ ইবনে আবু আবদির রহমান-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ : ৫৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকাল।

৩৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

وغير واحدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ

২৭. ইতিহাস ও হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, তিনি মক্কায় নবুয়াত প্রাপ্তির পর তের বছর অবস্থানশেষে মদীনায় হিজরত করেন। অথচ এখানে মক্কার অবস্থানকাল দশ বছর বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি তেষ্ঠটি বছর জীবিত ছিলেন, অথচ এখানে বলা হয়েছে ষাট বছর। উলামায়ে কেবরাম বলেন যে, কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের উগ্ন সংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার নিকট ৯৫ অথবা ১০৫ টাকা পাওনা আছে। উভয় অবস্থায় আপনি বলেন, অমুকে আমার নিকট শ' খানেক টাকা পাবে। এখানেও অনুরূপ বলা হয়েছে (সম্পা.)।

مَالِكٍ قَالَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ السِّتَارَةَ
يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَتَطَّرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةٌ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ
أَبِي بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنْ ائْتَبْتُوا وَأَبُو بَكْرٍ يَوْمُهُمْ وَالْقَى
السِّجْفَ وَتَوَفَّى مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

৩৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষবারের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করি, যখন সোমবার (ভোরে) তিনি তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে দেন। তখন আমি তাঁর চেহারা মোবারকের প্রতি তাকালাম, মনে হল যেন কুরআনের একটি স্বচ্ছ পৃষ্ঠা। তখন লোকেরা আবু বাকর (রা)-র পেছনে (ফজরের) নামায পড়ছিল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে (পেছনে সরতে উদ্যোগী হলে) তিনি ইশারায় তাদেরকে স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। আবু বাকর (রা) তাদের ইমামতি করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা ফেলে দিলেন। ঐ দিনের শেষভাগে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৬৮- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ بْنُ أَحْضَرَ
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ إِسْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ مُسْنَدَةً
النَّبِيِّ ﷺ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ إِلَى حِجْرِي فِدَعَا بِطُسْتٍ لِيَبُولَ
فِيهِ ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ ﷺ .

৩৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মুমূর্ষু অবস্থায়) আমি তাঁকে আমার বুকে অথবা কোলে ঠেস দিয়ে রাখি। তিনি পেশাবের জন্য পাত্র নিয়ে ডাকেন, অতঃপর পেশাব করেন, অতঃপর ইনতিকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

৩৬৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْهَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرَجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعَضَّهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يَدْخُلُ يَدُهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اعْنِنِي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ قَالَهُ عَلَى سِكَرَاتِ الْمَوْتِ .

৩৬৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মুম্বুঁ অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর নিকটে একটি পানিভর্তি পাত্র ছিল। তিনি পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তার পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল মর্দন করেন, অতঃপর বলেন : “হে আল্লাহ! মৃত্যুকষ্টে ও মৃত্যুর যাতনায় আমাকে সাহায্য করুন”।

৩৭০- حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بْنُ صَبَاحٍ الْبِزَارُ حَدَّثَنَا الْمَيْسِرُ بْنُ أَسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أُغِيبُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৭০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকষ্টের দৃশ্য দেখার পর কারো সহজে মৃত্যু হলে আমি তাতে ঈর্ষান্বিত হই না। ২৮

আবু ইসা বলেন, আমি আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আবদুর রহমান ইবনুল আলা কে? তিনি বলেন, ইনি হচ্ছেন আবদুর রহমান ইবনুল আলা ইবনুল লাজলাজ।

২৮. অর্থাৎ সহজে মৃত্যু হওয়াটা কারো সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়। মৃত্যুকষ্টের দ্বারাও আল্লাহ অনেক বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। আর নেককার বান্দাদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্যও মৃত্যুকষ্ট হয়ে থাকে (অনু.)।

৩৭১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا
قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي
الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ اذْفَنُوا فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ .

৩৭১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর দাফনের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হয়। আবু বাকর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু শুনেছি, তা আমি ভুলিনি। তিনি বলেনঃ সাল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তাঁর কবরস্থ হওয়ার কাঙ্ক্ষিত স্থানে মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা তাঁকে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন কর।

৩৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ وَعَظِيمٌ وَاحِدٌ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبِلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ .

৩৭২। ইবনে আব্বাস ও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেকালের পর আবু বাকর (রা) তাঁকে চুমা দেন।

৩৭৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَانُوسٍ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ
وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَأَنْبِيََاءُ وَأَصْفِيَاءُ وَأَخْلِيَاءُ .

৩৭৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বাক্বর (রা) তাঁর নিকট এসে তাঁর দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) মুখ লাগিয়ে চুমা দেন এবং তাঁর বাহুদ্বয়ে তার দুই হাত রেখে বলেন, হায় নবী! হায় পবিত্রাত্মা! হায় অকৃত্রিম বন্ধু!-

৩৭৪- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالِ الصَّوَّافِ البَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَقَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ وَأَنَا لَفِي دَفْنِهِ ﷺ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

৩৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায়ে প্রবেশ করেন সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। অতঃপর যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন সেদিন আবার তথাকার প্রতিটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে হস্ত থেকে ধূলা না ঝড়াতেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন এসে গেল (ইমামের জোর কমে গেল) (দার)।^{২৯}

৩৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ .

২৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরঙ্গগত আলোকময় হয়ে যেত এবং তারা এক বিশেষ প্রশান্তি ও পারস্পরিক সহমর্মিতা অনুভব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদের এই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং তাঁর ইত্তিকালে তারা যেন সেই জ্যোতির স্বল্পতা অনুভব করেন। সুন্নাহুদ দারিমীর রূবায় আছে : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (হিজরত করে) সুভাগমনের দিনটির চেয়ে অধিক উত্তম ও জ্যোতির্ময় দিন আমি আর কখনো দেখিনি এবং তাঁর ইত্তিকাল দিবসের চেয়ে নিকট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আর দেখিনি (সম্পা)।

৩৭৫। আইশাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইত্তিকাল করেন।

۳۷۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الْاِثْنَاءِ وَيَوْمَ الْاِثْنَاءِ وَدُفِنَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ وَقَالَ سُفْيَانٌ وَقَالَ غَيْرُهُ يُسْمِعُ صَوْتَ الْمَسَاحِمِ مِنْ اٰخِرِ الْاِثْنَيْنِ .

৩৭৬। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইনতিকাল করেন। ঐ দিন ও মঙ্গলবার (তাঁর দাফন-কাফন ও অন্যান্য প্রয়োজনে) কেটে যায়। ঐ দিন রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। অধঃস্তন রাবী সুফিয়ান বলেন, জাফর (র) ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় আছে : রাতের শেষভাগে কোদালীদের (কবর বননের) শব্দ শোনা যায়।

۳۷۷- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الْاِثْنَاءِ .

৩৭৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইনতিকাল করেন এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

۳۷۸- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ نَبِيْطٍ ابْنُ نَبِيْطٍ عَنْ شَرِيْطٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ وَكَانَتْ لَهُ

صُحْبَةً قَالَ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَأَفَاقَ قَالَ
 حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَرُّوا بِلَاأُ فليؤذَنُ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ
 فليُصَلِّ لِلنَّاسِ أَوْ قَالَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ حَضَرَتِ
 الصَّلَاةُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَرُّوا بِلَاأُ فليؤذَنُ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فليُصَلِّ
 بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْحَقَامُ
 يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلَوْ أَمَرْتُ غَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ
 فَقَالَ مَرُّوا بِلَاأُ فليؤذَنُ وَمَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فليُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا كُنَّ
 صَوَاحِبٌ أَوْ صَوَاحِبَاتِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَاأُ فَأَفَاقَ
 وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ حَقَّةً فَقَالَ
 انظُرُوا إِلَيَّ مَنْ أَتَى عَلَيَّ فَجَاءَتْ بَرِيْرَةٌ وَرَجُلٌ آخَرُ فَتَكَأَتْ
 عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيُكْضَ فَنَآوَمَى إِلَيْهِ أَنْ يُشْبِتَ
 مَكَانَهُ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ
 فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ الْأُ
 ضَرِيْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا قَالَ وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيئِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ
 قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ فَقَالُوا يَا سَالِمُ انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ فَادْعُهُ فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَيْتُهُ أَبْكِي وَهَشَا
 فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ لِي أَقْبِضْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّ عَمَرَ يَقُولُ لَا
 أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ الْأُ ضَرِيْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا

فَقَالَ لِي اِنطَلِقْ فَاِنطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ فَدَخَلُوا عَلَيَّ
 رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَايُّهَا النَّاسُ اَفْرَجُوْا لِيْ فَاَفْرَجُوْا لَهُ فَجَاءَ حَتّٰى
 اَكْبُ عَلَيْهِ ﷺ وَمَسَّهُ فَقَالَ (اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْهُمْ مَيِّتُوْنَ) ثُمَّ قَالُوْا
 يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِضْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَعَلِمُوْا اَنْ
 قَدْ صَدَقَ قَالُوْا يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْصَلِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
 ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيَدْعُوْنَ
 وَيُصَلُّوْنَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَدْعُوْنَ ثُمَّ
 يَخْرُجُوْنَ حَتّٰى يَدْخُلَ النَّاسُ قَالُوْا يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّدْفَنُ
 رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا اَيْنَ قَالَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبِضَ
 اللّٰهُ فِيْهِ رُوْحَهُ فَلَمَّا اللّٰهُ لَمْ يَقْبِضْ رُوْحَهُ اِلَّا فِيْ مَكَانٍ طَيِّبٍ فَعَلِمُوْا
 اَنْ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يُغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ اَيْسَرِ وَاَجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ
 بِتَشَاوِرُوْنَ فَقَالُوْا اِنطَلِقْ بِنَا اِلَى اِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا
 فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ مَنَا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
 الْخَطَّابِ مَنْ لَهٗ مِثْلُ هٰذِهِ الثَّلَاثِ (ثَانِي اِثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذَا
 يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) مَنْ هُمَا قَالَ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ
 فَبَايَعَهُ وَيَبَايَعُهُ النَّاسُ بَعْدَهُ حَسَنًا جَمِيْلًا

৩৭৮। সালেম ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুম্বু অবস্থায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। চেতনাশক্তি ফিরে এলে তিনি বলেন :

নামাযের সময় হয়েছে কি? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : তোমরা বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দাও এবং আবু বাক্রকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলেন : নামাযের সময় হয়েছে কি? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : তোমরা বিলালকে আযান দিতে বল এবং আবু বাক্রকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আইশা (রা) বলেন, আমার পিতা কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি ঐ (ইমামতের) জায়গায় দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং ইমামতি করতে সক্ষম হবেন না। অতএব আপনি যদি তাকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে নির্দেশ দিতেন! রাবী বলেন, তিনি পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়েন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন: তোমরা বিলালকে আযান দিতে বল এবং আবু বাক্রকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গিনীদের মত। রাবী বলেন, বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান দেন এবং আবু বাক্র (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি লোকদের নামায পড়ান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করে বলেন : দেখ তো আমার ভর দেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যায় কি না? তখন বারীরা (রা) ও অপর এক লোক এলে তিনি তাদের উপর ভর করেন (এবং মসজিদে যান)। তাঁকে দেখে আবু বাক্র (রা) পিছনে সরে আসতে উদ্যোগী হলে তিনি তাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে ইশারা করেন। এ অবস্থায় আবু বাক্র (রা) নামায পড়ান। অতঃপর (সোমবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করলে উমার (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি আলোচনা করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন, আমি আমার এই তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত হানব। লোকেরা ছিল এ ব্যাপারে অজ্ঞ, কারণ তারা ইতিপূর্বে কোন নবীর মৃত্যু দেখেনি। তাই তারা নীরব থাকে। সাহাবীগণ বলেন, হে সালেম! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীকে গিয়ে ডেকে আন। অতএব আমি আবু বাক্র (রা)-র নিকট এলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি শোকে মুহাম্মান হয়ে কান্নারত অবস্থায় আবু বাক্র (রা)-র নিকট

উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইত্তিকাল করেছেন। আমি বললাম, উমার (রা) বলছেন, যে লোকই আলোচনা করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্তিকাল করেছেন, আমি আমার এই তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত হানব। তিনি আমাকে বলেন, চল। অতএব আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি আসলেন। ইত্তিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য লোকজন এসে জমায়েত হয়েছে। তিনি বলেন, হে জনমণ্ডলী! আমার জন্য রাস্তা করে দাও। তিনি এসে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে স্পর্শ করে বলেন, “নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল (হে মুহাম্মাদ) এবং তারাও (আপনার শত্রুরা) মরণশীল” (সূরা আয-যুমার ৪: ৩০)। অতঃপর লোকেরা বলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সংগী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইত্তিকাল করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সবাই মমে করলেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারা আবার বলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী! আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযা পড়ব? তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, তা কিভাবে? তিনি বলেন, একদল লোক প্রবেশ করবে, তারা তাকবীর বলবে, দোয়া করবে এবং দুর্কদ পাঠ করবে। তারা বের হয়ে এলে আরেক দল প্রবেশ করে একই নিয়মে তাকবীর, দোয়া ও দুর্কদের পর বের হয়ে আসবে। এ নিয়মে সব লোক জানাযার নামায আদায় করবে। তারা আবার বলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি দাফন করা হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, কোথায়? তিনি বলেন, যে স্থানে আল্লাহ তাঁর রুহ কবজ করেছেন। কারণ আল্লাহ পবিত্র স্থানেই তাঁর জান কবজ করেছেন। তখন সকলে বলেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেয়ার জন্য তাদেরকে (তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে) আদেশ করেন।

মুহাজ্জিররা (খিলাফত প্রপ্নে) পরামর্শের জন্য মিলিত হন। তারা বলেন, চলুন, আমরা আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাই এবং এ

শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সাথে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করি। আনসারগণ বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং আপনাদের (মুহাজিরদের) মধ্য থেকে একজন আমীর হোক। তখন উমার ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, এমন কে আছে যার মধ্যে একসাথে তিনটি মর্যাদার সমাবেশ হয়েছে? (কুরআন পাকে বলা হয়েছে) : “দু’জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা ছিল গুহার মধ্যে, যখন সে তার সাথীকে বলল, বিচলিত হয়ে না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন” (সূরা আত-তাওবা : ৪০)। কারা ছিলেন সেই দু’জন? রাবী বলেন, উমার (রা) তার হাত প্রসারিত করে দিয়ে আবু বাকর (রা)-র হাতে বাইআত করেন, এরপর সমবেত জনমণ্ডলীও তার হাতে অতি সুন্দর ও উত্তমরূপে বাইআত করেন।

৩৭৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ
بَاهِلِيٌّ قَدِيمٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا
وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ
وَكَرْبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا كَرْبَ عَلَيَّ أَبَيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ
مِنْ أَبِيكَ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْوَفَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মৃত্যু যাতনায় পেল তখন ফাতিমা (রা) বলেন, হায়রে কষ্ট! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আজিকার দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার পিতার নিকট সেই অমোঘ জিনিস মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কাউকে ছাড়বে না।

৩৮০- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ وَنَصْرُ بْنُ
عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ بَارِقِ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا

أُمِّي سَمَاكَ بِنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوقِقَةَ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَإِنَّا فَرَطٌ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي .

৩৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে কারো দু'টি (নাবালেগ) সন্তান মারা গেলে মহান আল্লাহ তাদের উসীলায় তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আইশা (রা) তাঁকে বলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার একটি মাত্র সন্তান মারা গেছে? তিনি বলেন : ওহে পুণ্যময়ী! যার একটিমাত্র সন্তান মারা গেছে সেও। আইশা (রা) বলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার একটি সন্তানও মারা যায়নি? তিনি বলেন: আমিই আমার উম্মাতের পুঁজি। কারণ আমার বিচ্ছেদে তারা যেরূপ মর্মান্বিত হবে, আর কারো বিচ্ছেদে তদ্রূপ মর্মান্বিত হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৫৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস সম্পর্কে।

৩৮১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَيَغْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً .

৩৮১। জুয়াইরিয়া (রা)-এর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি বর্ম, একটি খচ্চর ও এক টুকরা জমি ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। জমিটুকুও তিনি দান করে যান।

৩৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ مَنْ يُرِيكَ مَنْ فَقَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي فَقَالَتْ مَا لِي لَا آرِثُ أَبِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا نُورَثُ وَلَكِنِّي أَعُولُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُولُهُ وَأَنْفَقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفِقُ عَلَيْهِ .

৩৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বাকর (রা)-র নিকট এসে বলেন, কে আপনার (পরিভ্যক্ত সম্পত্তির) ওয়ারিস? তিনি বলেন, আমার পরিবার ও সন্তানরা। ফাতিমা (রা) বলেন, তাহলে আমার কি হল যে, আমি আমার পিতার ওয়ারিস হব না? আবু বাকর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : “আমাদের কোন ওয়ারিস হবে না”। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন আমিও তাদের তা দিতে থাকব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যয়ভার বহন করতেন, আমিও তাদের ব্যয়ভার বহন করব।

৩৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ لَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٌ أَنْشَدْتُمْ بِاللَّهِ أَسْمَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مَالِ نَبِيِّ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ أَنَا لَا نُورِثُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

৩৮৩। আল-বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস ও আলী (রা) বাদানুবাদ করতে করতে উমার (রা)-র নিকট এসে একে অপরকে বলেন, আপনি এরূপ আপনি এরূপ। তখন উমার (রা) তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ (রা)-কে বলেন, আমি আপনাদের আক্কাহুর শপথ দিয়ে বলছি, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ফতুলুকু খরচ হয় তা ব্যতীত নবীর অবশিষ্ট সম্পদ দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য, আমাদের কোন ওয়ারিস হবে না। আমরা যা রেখে যাব তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য? এ হাদীসে দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে।

৩৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৩৮৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাদের কোন ওয়ারিস নাই। আমরা (নবীগণ) যা ত্যাগ করে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য।

৩৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْسِمُ وِرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفْقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৩৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার পরিত্যক্ত সম্পদ দীনার বা দিরহাম হিসাবে

আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ ও আমার কর্মচারীদের ভাতা প্রদানের পর যা উদ্ধৃত থাকবে তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য।

৩৮৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ

سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَالِكِ ابْنِ أَوْسِ بْنِ
الْحَدَّثَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
وَوَطَّحَتْهُ وَسَعَّدُوهُ وَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ
أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي بَاذَنَهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ وَفِي
الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

৩৮৬। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা ও সাদ (রা)-ও তার নিকট উপস্থিত হন। এই মুহূর্তে আলী ও আল-আব্বাস (রা)-ও বাদানুবাদ করতে করতে উপস্থিত হন। উমার (রা) তাদের বলেন, আমি আপনাদের সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার ইচ্ছায় আসমান ও যমিন স্থির রয়েছে, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নই। আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা দান-খয়রাত। তারা বলেন, আল্লাহ সাক্ষী, হাঁ। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে।

৩৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ مَهْدِيٍّ

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا
قَالَ وَأَشْكُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ .

৩৮৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনার, দিরহাম, বকরী বা উট কিছুই রেখে যাননি। রাবী বলেন, তিনি দাস-দাসী শব্দও উল্লেখ করেছেন কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে।

অনুবাদ : ৫৬

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনলাভ।

৩৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ مَهْدِيٍّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا
يَتَمَثَّلُ بِهِ .

৩৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না (২২২২)।

৩৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَّصُرُ أَوْ قَالَ لَا يَتَّشَبَّهُ بِهِ .

৩৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।

৩৯০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى .

৩৯০। আবু মালেক আল-আশজাজী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল।

আবু ইসা বলেন, এই আবু মালেক হচ্ছেন সাদ ইবনে তারিক ইবনে আশইয়াম এবং তারিক ইবনে আশইয়াম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি আলী ইবনে হুজর (র)-কে বলতে শুনেছি, খালাফ ইবনে খলীফা (র) বলেছেন, আমি বালক অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আমর ইবনে হুরাইস (রা)-কে দেখেছি।

৩৯১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُنِي قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ شَبَّهْتُهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ كَانَ يُشَبِّهُهُ .

৩৯১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।

কুলাইব বলেন, আমার পিতা বলেন, আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট বর্ণনা করলাম এবং বললাম, আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি।

তখন হাম্মান ইবনে আলী (র)-র কথা আমার স্মরণ হলে আমি বললাম, আমি তার সদৃশই দেখলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাঁর সদৃশই ছিলেন।

৩৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بَنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي فَمَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَعْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ لَكَ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرٌ إِلَى الْبَيَاضِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ حَسَنُ الضَّحْكَ جَمِيلٌ دَوَائِرُ الْوَجْهِ قَدْ مَلَأَتْ لَحْيَتَهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَدْ مَلَأَتْ نَحْرَهُ قَالَ عَوْفٌ وَلَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْتَعْتَ فَوْقَ هَذَا .

৩৯২। ইয়াযীদ আল-ফারিসী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করে কপি করতেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র যমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “আমার স্বরূপ ধারণ করতে শয়তান সক্ষম হবে না। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল”। তুমি যাকে স্বপ্নে দেখেছ তার বর্ণনা দিতে পারবে

কি? আমি বললাম, হাঁ, পারব। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর দেহের রং ছিল দুধে-আলতা মিশ্রিত, চক্ষুদ্বয় যেন সুরমায়ুক্ত, সুন্দর হাস্যময় মুখ, চমৎকার গোলগাল চেহারা, এ থেকে এ পর্যন্ত দাড়িতে পরিপূর্ণ, যা কঠিনালী পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আওফ (র) বলেন, এর সাথে আরো কি কি বর্ণনা ছিল তা আমার জানা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলেও এর অধিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হতে না।

আবু ঈসা বলেন, ইয়াযীদ আল-ফারিসী হলেন ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয এবং তিনি ইয়াযীদ আর-রুকাশীর চাইতে প্রবীণ। ইয়াযীদ আল-ফারিসী (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ আর-রুকাশী (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র সাক্ষাত পাননি। ইনি হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনে আবান আর-রুকাশী এবং তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই উভয় ইয়াযীদই বসরার অধিবাসী। আওফ ইবনে আবু জামীলা হচ্ছেন আওফ আল-আরাবী।

আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে সালম আল-বাল্বী-নাদর ইবনে শুমাইল বলেন, আওফ আল-আরাবী (র) বলেছেন, আমি কাতাদার চেয়ে প্রবীণ।

৩৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى بَعْضِي فِي
النُّومِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ .

৩৯৩। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখল, সে সত্যকেই দেখল।

৩৯৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مَعْلَى بْنُ أَسَدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخِيلُ بِي
قَالَ وَرَوَى الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ঘুমের অবস্থায় আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না। তিনি আরো বলেন : মুমিনের স্বপ্ন নব্ব্বাতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

৩৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَإِذَا ابْتَلَيْتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ .

৩৯৫। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, তুমি বিচারকের পদ গ্রহণে বাধ্য হলে পূর্বসূরীদের উক্তি (বা হাদীসের) সাহায্য নিবে।

৩৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا بَنُ عَوْفٍ عَنِ
ابْنِ سَيْرِينَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ .

৩৯৬। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই হাদীস হল দীন। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ তাকে লক্ষ্য কর।



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com